মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালেম হৌক বা মযলূম হৌক। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা মযলূমকে সাহায্য করব (ঠিক আছে)। কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? জবাবে তিনি বললেন, তাকে যুলুম থেকে বাধা দিবে। আর এটাই হ'ল তাকে সাহায্য করা' *(বুখারী হা/৬৯৫২)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২৪

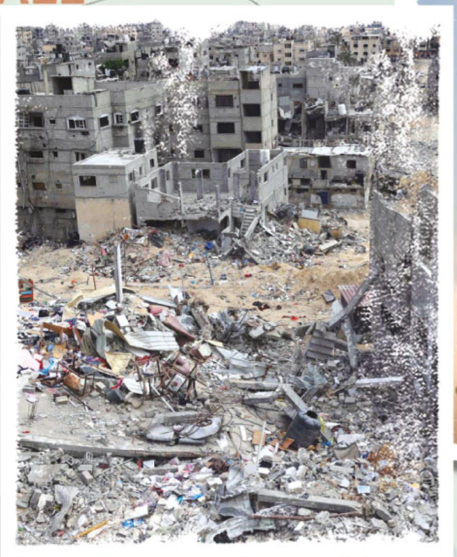

যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য

www.at-tahreek.com

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٨، عدد : ٢، ربيع الآخر و جُمادى الأولى ١٤٤٦ ه/ نوفمبر ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হ'লেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (মার্চেন্ট) : ০১৭২৪-৬২৩১৭৯

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭৯৭-৯০০১২৩। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
বালিকা শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৫ শ্রেণী পর্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডিং ফি ফ্রি থাকবে।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা-৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪।
২. ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী ২০২৫।
৩. ক্লাস শুরু : ৫ই জানুয়ারী ২০২৫।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৫. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৬. সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
৮. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে। মোবাইল : ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯ (অফিস), ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০ (মুহতামিম)।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪৬ হি.
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাং
নভেম্বর ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.০০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
▶ রিয়া : পরিচয় ও প্রকারভেদ ১০
-ড. নূরুল ইসলাম
▶ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় *(২য় কিস্তি)* ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
▶ জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন যেভাবে ২০
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
◆ **ছাহাবী চরিত :** ২৫
▶ হোসাইন বিন আলী (রাঃ) *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*
◆ **হাদীছের গল্প :**
▶ রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী কৌশল ২৯
-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
▶ যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য কোন পথে! ৩০
-আত-তাহরীক ডেস্ক
◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩২
◆ **মহিলা অঙ্গন :**
▶ সন্তান প্রতিপালনের রূপরেখা ৩৩
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
◆ **শিক্ষাঙ্গন :** ৩৫
▶ শিক্ষক নয়; শিক্ষা-উদ্যোক্তা হৌন! *-সারওয়ার মিছবাহ*
◆ **সাহিত্যাঙ্গন :**
▶ জীবন হ'ল মৃত্যুর পথে নিরন্তর ছুটে চলা ৩৮
-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম
◆ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
▶ নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অজানা কাহিনী ৪০
-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
◆ **স্বাস্থ্যকথা :** ▶ চিনি কেন ক্ষতিকর? ৪২
◆ **কবিতা :** ৪৩
▶ জীবন যুদ্ধ ▶ দেশ সংস্কার ▶ রূপের রাণী বাংলা
▶ উজানের ঢল ▶ বজ্র-ধ্বনি
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
◆ **মুসলিম জাহান** ৪৫
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

প্রসঙ্গ : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

জনমতের ভিত্তিতে একটি সরকার হটিয়ে পরবর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পূর্বকালীন সরকারকে অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। কিন্তু অভ্যুত্থান হ'ল তার বিপরীত। এখানে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত সরকারই সরকার। গত ৫ই আগস্ট সোমবার হাসিনা সরকারকে হটিয়ে এদেশে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে। অভ্যুত্থানকারীদের ইচ্ছায় প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ ক্ষমতায় এসেছেন। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আগামী ২০২৫ সালে নির্বাচন হ'তে পারে। অতঃপর নিয়মিত সরকার আসবে। অর্থাৎ দেশ যে গর্তে ছিল সে গর্তেই ফিরে যাবে। 'আয়নাঘর' থেকে বেরিয়ে 'হাওয়া ভবনে' ঢুকবে। অতঃপর ফেলে আসা 'অপারেশন ক্লীনহার্ট', ক্রসফায়ার, গুম-খুন-অপহরণ, মিথ্যা মামলার অন্ধগলিতে ফিরে যেতে হবে দেশবাসীকে। তাহ'লে এটার জন্যই কি ৫ই আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল? যাতে দুই হাযারের বেশী ছাত্র-জনতার জীবন গেল? অসংখ্য পিতা-মাতার বুক খালি হ'ল? কয়েক হাযার মানুষ বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে? চক্ষু হারিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়ে গেল? এটাই যদি হয় বাস্তবতা, তাহ'লে বাংলাদেশে আবারও একটি অভ্যুত্থান ঘটবে। যেখানে গণমানুষের আকাংখা পূরণ হবে। নিঃসন্দেহে তা কথিত গণতন্ত্রীদের ইসলাম হবে না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইসলাম হবে। যেখানে আল্লাহ হবেন সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং কুরআন ও সুন্নাহ হবে ন্যায়-অন্যায়ের অভ্রান্ত মানদণ্ড। যখন শিরক ও কুফরীর গাঢ় তমিস্রা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সূদ-ঘুষের শোষণ, শোষক ও মওজুদদারদের অবাধ লুণ্ঠন, গাছতলা ও পাঁচতলার ভেদাভেদ, সাদা ও কালোর বর্ণভেদ, সীমান্তে পাখির মত গুলি করে বাংলাদেশীদের হত্যা এবং কাঁটাতারের বেড়া ও তার উপরে ফেলানী ও স্বর্ণাদের লাশ আর ঝুলবে না। অভিন্ন নদী গুলির উজানের ও ভাটির দেশ সমূহের সম অধিকার নিশ্চিত হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন স্থাপনা থেকে শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম সমূহ মুছে ফেলার প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা মনে করি সকল স্থাপনার নাম স্ব স্ব স্থান বা এলাকার নামে হওয়া উচিত। যেমন বঙ্গবন্ধু সেতুর বদলে যমুনা সেতু, লালন শাহ সেতুর বদলে পদ্মা সেতু-১ এবং বর্তমান পদ্মা সেতুর নাম পদ্মা সেতু-২, কর্ণফুলী টানেল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট প্রভৃতি বিমান বন্দরসহ অন্যান্য স্থাপনার নাম স্ব স্ব স্থানের নামেই হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যেই সরকারের ধীরে চলার নীতি স্পষ্ট হয়ে গেছে। শব্দ দূষণের জন্য প্রধান দায়ী গাড়ীর উচ্চ শব্দের হর্ণ বন্ধ করার মত ছোট্ট একটি কাজও সরকার গত আড়াই মাসে করতে পারেনি। যানজট দূর করতে পারেনি। পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অথচ দক্ষিণ কোরিয়া মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে সেদেশের পাচারকৃত অর্থের ৯০ শতাংশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। যদি কারাবন্দী ব্যবসায়ীদের উপরে পাচার করা অর্থ দ্রুত ফিরিয়ে আনার শর্তে তাদের মুক্তির বিষয়টি বিবেচনাধীন করা হয়, তাহ'লে সুফল আসতে পারে। কারণ ইতিমধ্যেই বাজারে ভোগ্যপণ্য ও ওষুধ-পত্রের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। মালিকের স্থলে বিভিন্ন কোম্পানীতে প্রশাসক বসিয়ে বরং হিতে বিপরীত হবে।

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ। অথচ খাচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলি। এর পরেও সরকার দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলকাতায় ৩ হাযার টন ইলিশ উপহার পাঠিয়েছে। সেই সাথে চোরাচালানের রুট অবাধ রয়েছে। বিনা নোটিশে ফারাক্কা ও গজলডোবাসহ উজানের বাঁধ সমূহ খুলে দিয়ে অকস্মাৎ বিপুল পানির ঢল নামিয়ে রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা-চট্টগ্রাম ডুবিয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের সর্বাধিক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সর্বনিম্ন ৫টি দেশের মধ্যে ভারত হ'ল অন্যতম। তাদের কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাওয়ার নেই যুলুম ছাড়া। ৭১-এর যুদ্ধের সময় দৌলতপুর বিএল সরকারী কলেজের ১৪ বছরের ইমাম ধরা পড়েছিলেন হিন্দু হিসাবে। অর্থাৎ উনি ছিলেন ভারতের চর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত অস্থির শাসনামলে কাকডাঙ্গা মাদ্রাসায় ২য় শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় ইন্সপেক্টর ভিজিটে এসে আমাদের ক্লাসে জিজ্ঞেস করেন, বলো তো পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী কে? আমি বলেছিলাম, স্যার! সকালের মন্ত্রী না বিকালের মন্ত্রীর নাম বলব। উনি অত্যন্ত খুশী হয়ে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে আমার পিঠ চাপড়িয়েছিলেন। এরপর ১৯৫৮ সাল থেকে একটানা ১০ বছর আইয়ুবের সামরিক শাসন চলে। তখন প্রবাদ ছিল গণতন্ত্রীদের উত্থান-পতন, আইয়ুবের সুশাসন ও মুজিবের ভাষণ'। পাকিস্তানের সময় যত উন্নতি হয়েছিল তা আইয়ুবের আমলেই হয়েছিল। আর স্বাধীন বাংলাদেশে যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে জিয়া ও এরশাদের সামরিক আমলেই হয়েছে। কারণ গণতন্ত্র এদেশে ঝগড়াতন্ত্র ও লুটপাটতন্ত্র হিসাবেই প্রমাণিত। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র ও জনমত এক নয়।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে গলাগলি করে আসার পর থেকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কর্মতৎপরতায় যেন ভাটা পড়েছে। বর্তমানে যে আমেরিকার মায়েরা পেটের দায়ে নিজের সন্তান বিক্রি করছে, তাদেরই প্রেসিডেন্ট টন কে টন বোমা ও মারণাস্ত্র পাঠাচ্ছে মে'রাজধন্য পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার জনগণকে হত্যা করার জন্য। কে না জানে যে, আমেরিকা যার বন্ধু হয় তার অন্য কোন শত্রু লাগেনা'। প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের ভাষণে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদেরকে রাখাইনে তাদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ২০১৭ সাল থেকে একথা বলা হচ্ছে। এখন করণীয় হ'ল, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা। যেটা ইতিমধ্যে উপযাচক হয়ে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া করেছে। সরকার জনস্বার্থে আরেকটি আইন করতে পারেন, পুলিশ হৌক বা যেই হৌক মিথ্যা মামলাকারীদের বিচারের আওতায় আনা এবং অজ্ঞাত শত শত মানুষকে আসামী না করা। সাথে সাথে মামলা সমূহের দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধ করা এবং অধিক সংখ্যক বেঞ্চ বসিয়ে মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

সেপ্টেম্বর'২৪-য়ে নিবন্ধিত ৩টি নতুন দলসহ মোট ৫৩টি রাজনৈতিক দলের অখ্যাত-বিখ্যাত নেতারা এখন পত্রিকাগুলির পাতায় বিবৃতিবাজীতে লিপ্ত। সবাই ক্ষমতায় আসার জন্য দিন-ক্ষণ গুণছেন। সেক্যুলার দলগুলির সাথে ইসলামী দলগুলিও এগিয়ে চলেছে সমান তালে। অথচ কে না জানে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই হারায়'।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ. ব্যক্তির দ্বীনের উপরে প্রভাব :

ব্যক্তির দ্বীনদারীর উপরেও পাপের প্রভাব পড়ে। ফলে ইহকাল ও পরকালে সে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাপাচারের কারণে পাপের প্রতি আসক্তি তৈরী হয়, হেদায়াত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। ঈমান বিনষ্ট হয়। এতে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত হয় এবং মানুষের কাছেও ঘৃণিত হয়। নিম্নে পাপের কারণে দ্বীনের ক্ষেত্রে যে প্রভাব পড়ে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঈমান বিনষ্ট হওয়া : পাপের কারণে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সে আরো পাপে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে এক সময় তার ঈমান চলে যায়। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ 'যখন কেউ ব্যভিচার করতে থাকে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে তার (মাথার) উপরে ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর যখন সে অবসর হয় তখন ঈমান তার নিকটে ফিরে আসে'।[১]

তিনি আরো বলেন, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 'কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মুমিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে'।[২] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হ'ল, তার হ'তে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়।[৩] মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, أَنَّ الْإِيمَانَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ، 'যখন কোন লোক ব্যভিচার করে তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়'।[৪]

২. হেদায়াত প্রাপ্তির পরে তা থেকে বিচ্যুৎ হওয়া : হেদায়াত বা সত্য পথের দিশা পাওয়ার পর কেবল পাপাচারের কারণে হেদায়াত থেকে দূরে সরে যায়। কেননা আল্লাহ পাপীকে হেদায়াত দান করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৬)*। সুতরাং পাপী ব্যক্তি হেদায়াত থেকে দূরে চলে যায় বা হেদায়াত বঞ্চিত হয়। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، 'আমি তোমাদেরকে আলোকিত দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে'।[৫] আবুবকর (রাঃ) বলেন, لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ. 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যা আমল করতেন, তার কোন কিছুই আমি ছেড়ে দিতে পারি না। বরং আমি তা আমল করব। কেননা আমি আশংকা করি যে, যদি তাঁর কোন কথা আমি ছেড়ে দেই তাহ'লে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব'।[৬]

৩. পাপের প্রতি আসক্ত হওয়া এবং হৃদয় থেকে পাপের প্রতি ঘৃণা দূর হওয়া : মানুষ পাপ করতে করতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এতে তার পাপকর্ম বৃদ্ধি পায়। এমনকি পাপের প্রতি কোন দ্বিধা-সংকোচ তার মনে স্থান পায় না। ফলে তার পাপাচার অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، 'আরও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের অপরাধ সমূহ স্বীকার করেছে। তারা তাদের কর্মে ভাল ও মন্দ মিশ্রিত করেছে' *(তওবা ৯/১০২)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ. 'ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়'।[৭]

৪. ক্ষমা থেকে মাহরূম হওয়া : মানুষ সাধারণত জনসম্মুখে পাপাচার করে না। তবে কিছু লোক এমন আছে যারা লোকলজ্জা থাকলেও আল্লাহকে ভয় ও লজ্জা করে না। এজন্য

১. আবূদাঊদ হা/৪৬৯০; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৯৪।
২. বুখারী হা/২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০; মুসলিম হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৩।
৩. ঐ।
৪. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২২হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ১/১২৪ পৃঃ।

৫. আহমাদ হা/১৭১৮২; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।
৬. বুখারী হা/৩০৯৩।
৭. বুখারী হা/৬৩০৮; তিরমিযী হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/২৩৫৮।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ، আল্লাহ বলেন, ‘তারা লোকদের থেকে লুকাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ থেকে লুকাতে চায় না’ *(নিসা ৪/১০৮)*। পক্ষান্তরে যারা পাপ করে এবং তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়, তারা মহান আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এটা বড়ই অন্যায় যে, কোন লোক রাতের বেলা অপরাধ করল, যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হ’লে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার অপকর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহ্র দেয়া আবরণ খুলে ফেলল’।[৮]

৫. আল্লাহ্র নিকটে লাঞ্ছিত হওয়া : পাপের কারণে মানুষ আল্লাহ্র কাছে হীন হয়ে যায়। ফলে তার উপরে আল্লাহ্র আযাব অবধারিত হয়। তবে কখনও আল্লাহ পাপীকে সুযোগ দেন, যাতে সে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে। আর যদি সে ফিরে না আসে তাহ’লে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয় এবং পরকালে তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়। আল্লাহ বলেন, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، ‘আর বহু মানুষ আছে তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন’ *(হজ্জ ২২/১৮)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ‘হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হ’তে আল্লাহ জাহেলী যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং পূর্বপুরুষের গৌরব বাতিল করেছেন। অতএব মানুষ দুই ধরনের; একদল মানুষ নেককার, পরহেযগার, আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। অন্যদল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা, আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নীচু ও ঘৃণিত। সকল মানুষই আদমের সন্তান। আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে মাটি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ‘হে লোক সকল! তোমাদেরকে আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। যে লোক তোমাদের মাঝে বেশী পরহেযগার সে-ই আল্লাহ তা‘আলার নিকটে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, সব খবর রাখেন’ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।[৯]

৬. শারঈ ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া : ইলম হচ্ছে নূর, যা আল্লাহ মানব হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেন। আর পাপাচার সেই নূরকে নিভিয়ে দেয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) যখন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সম্মুখে বসে হাদীছ পাঠ করলেন, তখন তার বিচক্ষণতা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে ইমাম মালেক অভিভূত হয়ে বললেন, إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية، ‘আমি দেখছি যে, আল্লাহ তোমার অন্তরে নূর প্রক্ষিপ্ত করেছেন। সুতরাং পাপাচারের যুলুমের মাধ্যমে তুমি তা নিভিয়ে ফেল না’।[১০] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سوء حفظي * فأوصى لي إِلَى ترك الْمعاصِي
وأخبرني بأن العلم نور * ونور الله لا يهدى لعاصي

‘(আমার উস্তায) অকী‘য়ের নিকটে আমার বিস্মৃতির অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপাচার পরিহারের উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ইলম হচ্ছে নূর। আর অবাধ্যকে আল্লাহ্র নূর দান করা হয় না’।[১১]

৭. কবীরা গোনাহের কারণে নেক আমল নিষ্ফল হওয়া : কবীরা গোনাহের কারণে কিছু নেক আমল বাতিল ও নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমন কুফর ও শিরকের কারণে পূর্বের আমল বাতিল হয়ে যায়। আর রাসূলের তরীকা অনুযায়ী আমল না করলে তা কবুল হয় না *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। আবার কারো প্রতি যুলুম-নির্যাতন করলে, সম্পদ জবরদখল করলে, গীবত করলে, তোহমত দিলে আমল নিষ্ফল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ’লে তাদের সব সৎকর্ম বিফলে যেত’ *(আন‘আম ৬/৮৮)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ‘আর যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফরী করে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে

৮. বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০; মিশকাত হা/৪৮৩০।

৯. তিরমিযী হা/৩২৭০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮৬৭।

১০. ইবনুল কায়েমে আল-জাওয়িয়াহ, আল-জওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফী, ১/৫২ পৃঃ।

১১. মুহীউদ্দীন আল-হানাফী, আল-জাওহারুল মুযিয়্যা ফী ত্বাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ, ২/৪৮৭ পৃঃ।

যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، 'তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো মাল (অবৈধভাবে) ভক্ষণ করেছে, কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। তখন একে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে, ওকে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে। অতঃপর যদি অন্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের (মযলূমদের) পাপ থেকে নিয়ে তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৩]

৮. দো'আ কবুল না হওয়া : আল্লাহ্র নিকটে নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য আক্বীদায়ে ছহীহাহ, তরীকায়ে ছহীহাহ ও ইখলাছুন নিয়তাহ আবশ্যক। তদ্রূপ রিযিক হালাল হওয়াও অতি যরূরী। কেননা হারাম ভক্ষণ করা আল্লাহ্র নাফরমানী। যার ফলে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ ও ইবাদত কবুল হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি রাসূলদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন একই নির্দেশ মুমিনদের প্রতিও জারী করেছেন। তিনি বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরও বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ধূলিমলিন অবস্থায় দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দো'আ করে, ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে পরিপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে, তাহ'লে তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে?'[১৪]

৯. রাসূল (ছাঃ) ও ফেরেশতাদের দো'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া : পাপীদের জন্য ফেরেশতারা দো'আ করেন না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে চলে, তাঁদের অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে না তাদের জন্য ফেরেশতারা দো'আ করেন। তাদের জন্য মাগফিরাত ও জান্নাত প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুমিনদের জন্য দো'আ করেন। আল্লাহ বলেন, 'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার রাস্তায় চলে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের

১২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫০২৮।

১৩. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।

১৪. মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/২৭৬০;।

শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা কর! হে আমাদের প্রতিপালক! আর তুমি তাদের প্রবেশ করাও চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাতসমূহে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দান করেছ। আর তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমিই তো মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। আর তুমি তাদেরকে সকল মন্দ কাজ হ'তে রক্ষা কর। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ সমূহ থেকে রক্ষা করবে তাকেই তো তুমি ক্বিয়ামতের দিন অনুগ্রহ করবে (জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে)। আর সেটাই তো মহা সফলতা' *(মুমিন ৪০/৭-৯)*। কিন্তু যারা মুমিন নয় কিংবা পাপাচারে লিপ্ত তারা ফেরেশতাগণের দো'আ থেকে বঞ্চিত হয়।

১০. পাপীর প্রতি পশুদের অভিশাপ : পাপীর অবাধ্যতার কারণে পৃথিবীতে বৃষ্টি না হওয়ায় সব প্রাণী কষ্ট ভোগ করে। ফলে তারা পাপীর জন্য অভিশাপ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ، 'অতঃপর আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়নি' *(দুখান ৪৪/২৯)*। আর প্রাণীকূলের অভিশাপে তারা ধ্বংস হয়। পরকালে শাস্তি পায়।

১১. জাহান্নামী হওয়া : পাপের পরিণতি কখনও শুভ হয় না। বরং এর ভয়াবহ পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করতে হয়। তওবা না করে মারা গেলে পাপীকে জাহান্নামে যেতে হয়। আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، 'ফলে ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা বশে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপভার। দেখ কতই না নিকৃষ্ট ভার, যা তারা বহন করবে' *(নাহল ১৬/২৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، 'পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তাদের মন্দের পরিণাম তদ্রূপই হবে। অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাবার কেউ নেই। যেন তাদের চেহারা সমূহকে ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। এরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(ইউনুস ১০/২৭)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، 'আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে মুখে ভর দেওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কৃতকর্মের ফল ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান কি তোমরা প্রাপ্ত হবে'? *(নামল ২৭/৯০)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، 'হ্যাঁ, যারা পাপ করে এবং পাপ তাদের বেষ্টন করে ফেলে, তারা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*।

গোনাহগারের পরিণতির উদাহরণ দিয়ে হাদীছে বলা হয়েছে, إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا: كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ، فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا، فَأَجَّجُوا نَارًا، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا 'তোমরা ছোট ছোট গোনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা যখন তা কোন ব্যক্তির মধ্যে জমা হয়, তখন তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। রাসূল (ছাঃ) ছোট ছোট গোনাহের উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে যে, কোন সম্প্রদায় কোন মরুভূমিতে অবতরণ করল। অতঃপর প্রত্যেকে একটি করে কাঠ সংগ্রহ করায় বড় স্তূপে পরিণত হ'ল। এরপর তারা আগুন জ্বালালো। আর তাতে যা নিক্ষেপ করল, তা পাকানো হয়ে গেল'।[১৫]

ঘ. সমাজের উপরে প্রভাব

পাপিষ্ঠের পাপাচারের অশুভ প্রভাব সমাজের উপরেও পড়ে। ফলে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি বিরাজ করে। ফলে তার কবল থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে সমাজের মানুষ' *(নিসা ৪/৭৫)*। নিম্নে সমাজের উপরে পাপের প্রভাব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. দুনিয়ার বরকত (কল্যাণ) দূরীভূত হয় : পাপাচার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দূরীভূত করে এবং আল্লাহ্র পাকড়াওকে অবধারিত করে। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، 'অথচ জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল

১৫. *আহমাদ হা/৩৮১৮, সনদ হাসান লি গায়রিহী।*

নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নে'মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির দূরবস্থার স্বাদ আস্বাদন করালেন। তাদের নিকট তো এসেছিল তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে যালেম অবস্থাতেই তাদেরকে শাস্তি এসে গ্রাস করল' *(নাহল ১৬/১১২-১৩)*।

স্মর্তব্য যে, পাপীকে আল্লাহ কোন নে'মত দিলেই এটা তার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়। বরং এটা হচ্ছে তাকে অবকাশ দেওয়া। হাদীছে এসেছে, عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) ওকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'বান্দা পাপে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যদি দেখ যে আল্লাহ তার চাহিদা পূরণ করছেন তাহ'লে মনে করবে যে, এটা হ'ল তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবকাশ দেয়া। এরপর তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করলেন, 'অতঃপর যখন তারা ঐসব উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর (প্রবৃদ্ধির) দুয়ার সমূহ খুলে দিলাম। এভাবে তারা যখন নে'মত সমূহ পেয়ে খুশীতে মত্ত হয়ে গেল, তখন তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*।[১৬]

২. শত্রুদের কাছে পরাভূত হয় : মানুষ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করলে তারা শক্তিহীন ও ভীরু হয়ে পড়বে। ফলে শত্রুদের কাছে পরাজিত হবে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রতিপত্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাফরমানী করলে শত্রুদেরকে তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর তারা তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، 'যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়'।[১৭]

৩. পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস হওয়া : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামী সহ নানা ধরনের দুর্যোগ হয়ে থাকে। আর এসবের মূল কারণ হ'ল মানুষের কৃতকর্মের পার্থিব ফল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، 'অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমরা তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। ফলে তাদের কারো প্রতি আমরা প্রেরণ করেছিলাম প্রবল শিলাঝড়। কাউকে পাকড়াও করেছে প্রচণ্ড নিনাদ। কাউকে আমরা ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে। কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি। বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *(আনকাবূত ২৯/৪০)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ-

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এ উম্মাতের মাঝে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের আযাব হবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখন এসব আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ، 'এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, শারীরিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন ঘৃণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে'।[১৯]

৪. নিরাপত্তা ও শান্তি বিদূরিত হওয়া : পাপাচার সমাজের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শান্তি দূর করে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল

১৬. *আহমাদ হা/১৭৩৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪১৩।*

১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/১০৬।*

১৮. *তিরমিযী হা/২২১২; ছহীহাহ হা/১৬০৪।*

১৯. *তিরমিযী হা/২১৮৫; ছহীহাহ হা/৯৮৭।*

নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নে'মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির দূরবস্থার স্বাদ আস্বাদন করালেন' *(নাহল ১৬/১১২)*।

৫. সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া : মানুষের পাপাচারের কারণে পৃথিবীর সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، 'মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*। বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, ফল-ফসল বিনষ্ট হওয়া, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মানুষের পাপাচারেরই বিষময় ফল। এসব গযব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে হকের পথে ফিরিয়ে আনতে চান।

৬. সমাজের সদস্যদের মাঝে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়া : পাপ সমাজের মানুষের মাঝে বিদ্বেষ ছড়ায়, ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে। ফলে তারা দলে দলে বিভক্ত হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، 'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত। তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্রই অধিকারে রয়েছে সকল কাজের পরিণাম' *(হজ্জ ২২/৪০-৪১)*।

হাদীছে এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 'যখন তোমরা ঈনা[২০] পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না'।[২১]

তিনি আরো বলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَإِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تَعْصُوا اللهَ فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُ بَعَثَ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبُ، 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা নেতৃত্বের অধিকারী হবে যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা কর। অতঃপর যখন তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করবে, তখন তোমাদের প্রতি এমন কাউকে পাঠাবেন যারা তোমাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিবে। যেমন গাছের ছাল তোলা হয়'।[২২]

৭. সমাজের মানুষের মধ্যে মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় : পাপাচার বা আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণে সমাজের মানুষের মাঝে মতানৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللهِ، جَلَّ وَعَزَّ، أَوْ فِي الإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوَّلُ ذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. 'দুই ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্র জন্য অথবা ইসলামের সৌজন্যে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যকার কোন একজনের প্রথম অপরাধ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়'।[২৩] আর এর ফলেই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করে।

৮. প্রাণীকূল, গাছপালা ও সৃষ্টিজগতের উপরে পাপের প্রভাব পড়ে : আদম সন্তানের গোনাহের অশুভ পরিণতির শিকার হয় প্রাণীকূল, গাছপালা, উদ্ভিত ও সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، 'আমরা এই কিতাবে মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ সমূহ বিশদভাবে নাযিল করার পরও যারা সেগুলিকে গোপন করে, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহ ও লা'নত করেন সকল লা'নতকারীগণ' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْبَهَائِمَ تَلْعَنُ عُصَاةَ بَنِي آدَمَ إِذَا اشْتَدَّتِ السَّنَةُ، وَأُمْسِكَ الْمَطَرُ، وَتَقُولُ: هَذَا بِشُؤْمِ مَعْصِيَةِ ابْنِ آدَمَ، 'নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণী পাপীষ্ঠ বনু আদমের জন্য অভিশাপ করে, যখন অত্যধিক খরা হয় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। আর তারা বলে, এসব হচ্ছে আদম সন্তানের পাপের অশুভ পরিণতি'।[২৪]

গোনাহগার ব্যক্তির অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি থেকে অন্যান্য প্রাণী নিস্কৃতি চায় মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ،

২০. *প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন কেউ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দশ টাকায় কিছু বিক্রি করল এবং ঐ সময় শেষ হওয়ার পর তা আট টাকায় কিনে নিল।*

২১. *আবু দাউদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩।*

২২. *আহমাদ হা/৪৩৮০; ছহীহাহ হা/১৫৫২; ছহীহাহ হা/১৩৫৯।*

২৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪০১; ছহীহাহ হা/৬৩৭।*

২৪. *মুহইউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরে বাগাভী), (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হিঃ), ১/১৯৪; ইবনুল ক্বাইয়েম, আল-জওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আন দাওয়াইশ শাফী, ১/৫৮ পৃঃ।*

وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

ক্বাতাদাহ ইবনু রিবঈ আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি বললেন, সে সুখী অথবা (অন্য লোকেরা) তার থেকে শান্তি লাভকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু শান্তিপ্রাপ্ত হয়'।[২৫]

৯. পাপাচারে লিপ্ত জাতিকে আল্লাহ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন না: পাপের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত জাতিকে আল্লাহ পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করেন না। তাদেরকে তিনি সুযোগ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাদের পাপাচার সীমা অতিক্রম করে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেন। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বলেন, তোমরা হাবশায় যেসব অনিষ্টকর বিষয় প্রত্যক্ষ করেছ তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না? তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! একদা আমরা উপবিষ্ট ছিলাম, আমাদের সম্মুখ দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা মহিলা মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে সে বৃদ্ধার কাঁধে হাত রেখে ধাক্কা দিলে বৃদ্ধা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার কলসটি ভেঙ্গে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, হে দাগাবাজ! তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা'আলা ইনছাফের আসনে উপবিষ্ট হয়ে পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কি হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই বলেছে। আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মাতকে কিভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না'?[২৬]

উপসংহার : দুনিয়াতে যারা নানা পাপকর্মে লিপ্ত তাদের প্রতি চতুষ্পদ জন্তুও লা'নত করে। তাদের থেকে সবাই আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চায়। তাদের জন্য বদদো'আ করে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের পরিণতি ভাল হয় না। তাই সকলের জন্য করণীয় হ'ল পাপ ও অবাধ্যতা পরিহার করা এবং মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ আমাদেরকে পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

২৫. বুখারী হা/৬৫১২-১৩; মুসলিম হা/৯৫০; মিশকাত হা/১৬০৩।

২৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০১০, সনদ ছহীহ।

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

ভর্তি শুরু : ১লা জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত।

ক্লাস শুরু
১১ই জানুয়ারী'২৫
শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
- ইয়াতীম ছাত্রদের যাবতীয় সকল খরচ ফ্রী।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বাগেরহাট

কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট। যোগাযোগ : ০১৭৩১৩৩০১১১, ০১৩১৩৫৯১৯৪০, ০১৭১৬৯৫৪১৫৯

রিয়া : পরিচয় ও প্রকারভেদ

-ড. নূরুল ইসলাম*

ভূমিকা :

রিয়া বা লৌকিকতা সৎআমল বিধ্বংসী নীরব ঘাতক। মনের অজান্তেই মানুষের অন্তরে এই রোগ বাসা বাঁধে। এটি মুখোশধারী প্রতারক। যে অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার বীভৎস চেহারা আড়াল করে রাখে। মানুষকে দেখানো বা শুনানোর জন্য যখন কোন সৎকর্ম বা ইবাদত সম্পাদিত হয়, তখন সেটি ইখলাছ ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে। আমলের খোলস থাকে বটে কিন্তু তার ভিতরে কোন সারবত্তা থাকে না। একজন পাক্কা মুছল্লী ও তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তিও যেকোন মুহূর্তে আক্রান্ত হ'তে পারে প্রদর্শনেচ্ছার এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে। নানান বর্ণে ও রূপে ক্ষণে ক্ষণে রং পরিবর্তন করে এই জাতশত্রু হাযির হয় মুমিন-মুসলিমের মানস্পটে। ইউসুফ বিন হুসাইন আর-রাযী তাইতো বলেছেন, أعز شيء في الدنيا : الإخلاص. وكم أجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر، 'দুনিয়াতে ইখলাছের চেয়ে দুর্লভ আর কোন জিনিস নেই। কতবার যে আমি আমার মন থেকে রিয়া বা লৌকিকতার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছি, কিন্তু তা নতুনভাবে আবার জন্ম নেয়'।[১] আলোচ্য প্রবন্ধে রিয়ার পরিচিতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'ল-

রিয়া-এর আভিধানিক অর্থ :

রিয়া (الرِّيَاءُ) আরবী শব্দ, যা اَلرُّؤْيَةُ শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ লৌকিকতা, প্রদর্শন, কপটতা প্রভৃতি। এটি বাবে مفاعلة এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল। রিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, إِظْهَارُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، 'কোন জিনিসের আসলের বিপরীত প্রকাশ করা'।[২] অভিধানবেত্তা ফিরোযাবাদী বলেন, رَاءَيْتُه مُرَاآةً ورِئَاءً: أَرَيْتُه على خلافِ مَا أَنَا عَلَيْهِ، 'আমি তাকে রিয়া প্রদর্শন করেছি। অর্থাৎ আমি যার উপরে আছি তার বিপরীত তাকে দেখিয়েছি'।[৩]

রিয়া-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, إِظْهَارُ الْعِبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَهَا فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهَا 'মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত যাহির করা। যেন তারা ইবাদতকারীর প্রশংসা করে'।[৪]

মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হি.) বলেন, الرياء: الفعل المقصود به رؤية الخلق غفلة عن الخالق وعماية عنه، 'স্রষ্টাকে উপেক্ষা করে ও ভুলে গিয়ে সৃষ্টিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে কাজ করা হয় তাকে রিয়া বলে'।[৫]

ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম বলেন, الرِّيَاءُ: إِظْهَارُ عَمَلِ الْعِبَادَةِ لِيَنَالَ مُظْهِرُهَا عَرَضًا دُنْيَوِيًّا إِمَّا بِجَلْبِ نَفْعٍ دُنْيَوِيٍّ، أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ دُنْيَوِيٍّ، أَوْ تَعْظِيمٍ أَوْ إِجْلَالٍ- 'দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইবাদতকারীর ইবাদত যাহির করাকে রিয়া বলে। হতে পারে সেটি পার্থিব কোন উপকার লাভ বা কোন ক্ষতি প্রতিহত করা অথবা সম্মান-মর্যাদা লাভ করা'।[৬]

ইমাম কুরতুবী বলেন, حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس 'ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন কিছু অর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বা লৌকিকতা বলে। এর মূল হ'ল, মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেয়ার মনোবাসনা'।[৭]

শরীফ জুরজানী বলেন, الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه 'গায়রুল্লাহ্র প্রতি মনোসংযোগ প্রদানের মাধ্যমে আমলের ক্ষেত্রে ইখলাছ বর্জন করাকে রিয়া বলা হয়'।[৮]

ইবনু আব্দিল বার্র (৩৬৮-৪৬৩হি.) বলেন, إِنَّهُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ وَلَا يَزْكُو مَعَهُ عَمَلٌ 'রিয়া হ'ল ছোট শিরক। এর উপস্থিতিতে কোন আমল পরিশুদ্ধ হয় না'।[৯]

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, الرياء : هو أن يعمل الرجل عملا شرعيا، يقصد به غير وجه الله. 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন শারঈ আমল করলে তাকে রিয়া বলে'।[১০]

মোটকথা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত সম্পাদন না করে লোক দেখানোর জন্য বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য কর্ম সম্পাদন করাকে রিয়া বলে।

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, মাদারিজুস সালিকীন (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ২/৭৭।
২. মুহাম্মাদ আবূ সাঈদ আল-খাদামী (১১১৩-১১৭৬ হি.), বারীক্বাহ মাহমূদিয়াহ (দামেশক : মাতবা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮হি.) ২/৮৪।
৩. মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৮ম মুদ্রণ, ১৪২৬হি./২০০৫খৃ.), পৃ. ১২৮৫।
৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খৃ.), ১১/৪০৮।
৫. আব্দুর রঊফ মুনাবী, আত-তাওকীফ 'আলা মুহিম্মা-তিত তা'আরীফ (কায়রো : আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ১৮৪।
৬. ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, ক্বাওয়াইদুল আহকাম ফী ইছলাহিল আনাম (দামেশক : দারুল কলম), ১/২০৬।
৭. তাফসীরে কুরতুবী ২০/২১২।
৮. শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খৃ.), পৃ. ১১৩।
৯. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.), ১/৬৮১।
১০. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আ'মালুল কুলূব (সঊদী আরব : মাজমূ'আতু যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

লৌকিকতা ও শ্রুতির মধ্যে পার্থক্য :

রিয়া বা লৌকিকতা এবং শ্রুতির (السُّمْعَةُ)-এর মধ্যে পার্থক্য হল, মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করাকে রিয়া এবং মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করাকে সুম‘আ বা শ্রুতি বলে। সুতরাং রিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে এবং সুম‘আ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে সম্পৃক্ত।[১১]

মুহাম্মাদ বিন আলী থানবীর মতে, রিয়া ও সুম‘আ-র মধ্যে পার্থক্য হ’ল, রিয়া কর্মের ক্ষেত্রে এবং সুম‘আ কথার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[১২]

‘ফাতহুল মাজীদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, والفرق بينه وبين السمعة : أن الرياء لما يُرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يُسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. ‘রিয়া ও সুম‘আ-এর মধ্যে পার্থক্য হল, যে আমল বা কাজ দেখানো হয় তা রিয়া। যেমন : ছালাত। আর যা শোনানো হয় তা সুম‘আ। যেমন : কুরআন পাঠ, ওয়ায-নছীহত, যিকির। আমলকারী যা আমল করেছে তা বলে বেড়ানোও সুম‘আর অন্তর্ভুক্ত হবে’।[১৩]

ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম বলেন, الرِّيَاءُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ اللهِ وَالسُّمْعَةُ أَنْ يُخْفِيَ عَمَلَهُ لِلَّهِ ثُمَّ يُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আমল করা হ’ল রিয়া। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র জন্য বান্দা কর্তৃক আমলকে গোপন করে রাখা অতঃপর সেই আমলের কথা মানুষকে বলে বেড়ানো হ’ল সুম‘আ বা শ্রুতি’।[১৪]

উল্লেখ্য যে, ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম সুম‘আ বা শ্রুতিকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :-

১. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য আমল সম্পাদন করা। অতঃপর মানুষের নিকট সেই আমলের কথা প্রকাশ করা এবং মানুষকে তা শুনানো। যাতে তারা তাকে সম্মান করে, তার উপকার করে এবং তাকে কষ্ট না দেয়। এটি হারাম। এই প্রকারকে তিনি تَسْمِيعُ الصَّادِقِينَ ‘সত্যবাদীদের শ্রুতি’ হিসাবে অভিহিত করেছেন।

২. কেউ ছালাত আদায় না করেই বলল, আমি ছালাত আদায় করেছি। যাকাত প্রদান না করেই বলল, আমি যাকাত দিয়েছি। ছিয়াম না রেখেই বলল, আমি ছিয়াম রেখেছি। হজ্জ পালন না করেই বলল, আমি হজ্জ পালন করেছি। যুদ্ধ-জিহাদ না করেই বলল, আমি যুদ্ধ করেছি। এই প্রকার শ্রুতিকে তিনি تَسْمِيعُ الْكَاذِبِينَ ‘মিথ্যাবাদীদের শ্রুতি’ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথম প্রকারের চেয়ে দ্বিতীয় প্রকারের পাপ ভয়াবহ। কেননা এখানে সে মানুষকে শোনানোর পাপের সাথে মিথ্যার পাপ যুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে সে দু’টি নিকৃষ্ট পাপকার্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু প্রথম প্রকারে সে শুধু মানুষকে শোনানোর দোষে পাপী।[১৫]

ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম বলেন, وَكَذَلِكَ لَوْ رَاءَى بِعِبَادَاتٍ ثُمَّ سَمَّعَ مُوهِمًا لِإِخْلَاصِهَا فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِالتَّسْمِيعِ وَالرِّيَاءِ جَمِيعًا. وَإِثْمُ هَذَا أَشَدُّ إِثْمًا مِنْ الْكَاذِبِ الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ مَا سَمَّعَ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا أَثِمَ بِرِيَائِهِ وَتَسْمِيعِهِ وَكَذِبِهِ ثَلَاثَةَ آثَامٍ– ‘অনুরূপভাবে সে লোক দেখানোর জন্য যদি কিছু ইবাদত করে অতঃপর সেটি ইখলাছের সাথে সম্পাদিত হয়েছে এই ধারণা প্রদানের জন্য তা মানুষকে শোনায়, তাহলে সে লৌকিকতা ও শ্রুতি উভয় দোষে পাপী সাব্যস্ত হবে। এর পাপ ঐ মিথ্যুকের পাপের চেয়ে বেশী হবে যে আদতে কোন কর্ম না করেই তা মানুষকে শুনিয়েছে। কেননা এই ব্যক্তি তার লৌকিকতা, শ্রুতি ও মিথ্যা এই তিন অপরাধের কারণে পাপী সাব্যস্ত হয়েছে’।[১৬]

রিয়া ও ‘উজব-এর মধ্যে পার্থক্য :

الْعُجْبُ শব্দের অর্থ হল অহংকার, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি। যেমন বলা হয়, فلانٌ مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ ‘অমুক আত্মমুগ্ধ বা আত্মম্ভরী’।[১৭] পরিভাষায় ‘উজব বলা হয়, العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقًا لها ‘কোন ব্যক্তির নিজেকে এমন মর্যাদার হকদার মনে করা, যার প্রকৃত হকদার সে নয়’।[১৮]

রিয়া ও ‘উজব-এর মধ্যে পার্থক্য হল, রিয়াকারী তার আমল বা কাজের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর যার মধ্যে ‘উজব বা আত্মম্ভরিতা আছে সে নিজেকে বড় মনে করে। এটি অহংকার ও দাম্ভিকতার নামান্তর।[১৯]

আবূ ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম, কিবর বা অহংকার কি? তিনি

১১. ফাতহুল বারী ১১/৪০৮; ড. সাইয়িদ বিন হুসাইন আল-‘আফফানী, তা‘তীরুল আনফাস মিন হাদীছিল ইখলাছ (মিসর : মাকতাবাতু মু‘আয বিন জাবাল, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.), পৃ. ৫৮২।
১২. কাশশাফু ইছতিলাহাতিল ফুনূন ৩/৬০৮।
১৩. শায়েখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ, ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, তাহকীক : শায়েখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকী, তা‘লীক : শায়খ বিন বায (মদীনা মুনাউওয়ারা : মাকতাবাতু দারিল কিতাব আল-ইসলামী, তাবি), পৃ. ৪৪৬।
১৪. ফাতহুল বারী ১১/৪০৮।
১৫. ক্বাওয়াইদুল আহকাম ১/২০৬-২০৭।
১৬. ঐ, ১/২০৭।
১৭. রাগের ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৩২৫।
১৮. কিতাবুত তা‘রীফাত, পৃ. ১৪৭।
১৯. ড. ওমর আব্দুল আযীয বূরীনী, মুহবিতাতুল আ‘মাল ফিল কুরআনিল কারীম দিরাসাতুন মাওযূইয়াহ (জামে‘আতুল আযহার, হাওলিইয়াতু কুল্লিয়াতুল লুগাহ আল-আরাবিইয়াহ বানীন বি-জিরজা, ২৩তম সংখ্যা, ১৪৪০হি./২০১৯খৃ.), পৃ. ৩৭৯৫।

বললেন, أن تزدري الناس 'মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা'। অতঃপর আমি তাঁকে 'উজব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئًا شرا من العُجب، 'তোমার মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যা অন্যের মধ্যে নেই- এমন ধারণা পোষণ করাই হল 'উজব বা আত্মম্ভরিতা। মুছল্লীদের মধ্যে আত্মম্ভরিতার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন দোষ আছে বলে আমি জানি না'।[20]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ النَّاسُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ فَالرِّيَاءُ مِنْ بَابِ الْإِشْرَاكِ بِالْخَلْقِ وَالْعُجْبُ مِنْ بَابِ الْإِشْرَاكِ بِالنَّفْسِ وَهَذَا حَالُ الْمُسْتَكْبِرِ فَالْمُرَائِي لَا يُحَقِّقُ قَوْلَهُ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} وَالْمُعْجَبُ لَا يُحَقِّقُ قَوْلَهُ : {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فَمَنْ حَقَّقَ قَوْلَهُ : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} خَرَجَ عَنِ الرِّيَاءِ وَمَنْ حَقَّقَ قَوْلَهُ {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} خَرَجَ عَنِ الْإِعْجَابِ 'মানুষ প্রায়শই লৌকিকতা ও আত্মম্ভরিতাকে একই জিনিস মনে করে। অথচ রিয়া হ'ল সৃষ্টির মাধ্যমে শরীক করা আর 'উজব বা আত্মম্ভরিতা হ'ল নিজের নফসের মাধ্যমে শরীক করা। আর এটি অহংকারীর অবস্থা। রিয়াকারী আল্লাহ্‌র বাণী 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি' *(ফাতেহা ৫)*-কে বাস্তবে রূপদান করে না আর আত্মম্ভরী ব্যক্তি তাঁর বাণী 'এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতেহা ৫)*-কে বাস্তবায়ন করে না। যে আল্লাহ্‌র বাণী 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি'-কে বাস্তবে রূপ দিবে সে রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আর যে 'এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'-কে বাস্তবায়ন করবে সে আত্মম্ভরিতা থেকে বেঁচে যাবে'।[21]

রিয়ার প্রকারভেদ :

প্রকাশগত দিক থেকে রিয়া পাঁচ প্রকার। যথা :-

১. দৈহিক রিয়া (الرياء البدني) :

মানুষ ইবাদতকারী ও পরকালের ভয়ে ভীত ভাববে মনে করে নিজের শরীরকে জীর্ণ-দুর্বল ও বিবর্ণ-ফ্যাকাশে হিসাবে প্রকাশ করা। মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো রাখা। যাতে মানুষ মনে করে, এই ব্যক্তি দ্বীনের বিষয় নিয়ে এতই চিন্তামগ্ন যে, সে তার কেশ বিন্যাস করার সুযোগ পায়নি। এই ধরনের লৌকিকতাকে দৈহিক রিয়া বলা হয়। কণ্ঠস্বর নীচু করা, চোখ দু'টিকে গর্তে ঢুকিয়ে দেয়া, ঠোঁট দু'টিকে শুষ্ক দেখানোর প্রবণতার মাধ্যমেও রিয়া হতে পারে। যদি এর মাধ্যমে নিজেকে ছায়েম বা রোযাদার হিসাবে যাহির করার মনোবাসনা থাকে।

২. পোষাকী রিয়া (الرياء باللباس والزي) : জীর্ণ-শীর্ণ ও জোড়া-তালি দেওয়া পোষাক পরিধান করা। যাতে মানুষ তাকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত বা দুনিয়াত্যাগী বলে। অথবা আলেমদের পোষাক পরা। যেন মানুষ তাকে আলেম বলে। ইবনুল জাওযী এ ধরনের ভণ্ড যাহেদ বা দরবেশ-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, رأيت في زهاد زماننا من الكبر، وحفظ الناموس، ورتبة الجاه في قلوب العامة، ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق 'আমাদের কালের দরবেশ-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অহংকার, বাহ্যিক রীতি-নীতির প্রকাশ ও সাধারণ মানুষের অন্তরে স্থান করে নেওয়ার প্রবণতা দেখে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এরা রিয়াকারী ও মুনাফিক'। তাদের কাউকে আপনি দেখবেন যে, মানুষ তাকে দরবেশ ও দুনিয়াত্যাগী মনে করবে এমন পোষাক পরিধান করে। অথচ ভালো ভালো খাবার খায়, দেশবাসীর উপর বড়াই করে, ধনীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, গরীব-মিসকীনদেরকে এড়িয়ে চলে, মাওলানা সম্বোধনে ডাকা পসন্দ করে, হেলেদুলে হাঁটে, অনর্থক ক্রিয়াকলাপে সময় নষ্ট করে এবং মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে'।

ইবনুল জাওযী আরো বলেন, ولو أن أفعاله ناسبت ثيابه لهان الأمر، لكنهم بهرجوا على من لا يخفى أمرهم عليه من الخلق، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ 'যদি তাদের কাজকর্ম তাদের পোষাকের সাথে মানানসই হত তাহলে হয়তো ব্যাপারটি স্বাভাবিক মনে হত। কিন্তু তারা এমন ব্যক্তির কাছে এসব ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, যে তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাহলে মহান স্রষ্টা তো তাদের সম্পর্কে আরো বেশী অবগত'?[22]

হাঁটার সময় মাথা নীচু করা, চেহারায় সিজদার চিহ্ন প্রকাশ করা, ছূফীদের মত মোটা, খসখসে ও নীল রংয়ের পোষাক পরিধান করা, কাপড় অত্যধিক গুটিয়ে পরা, জামার হাতা অতিরিক্ত খাটো করা প্রভৃতিও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. বাচনিক রিয়া (الرياء بالقول) : সাধারণত ধার্মিক ব্যক্তিরা মানুষকে ওয়ায-নছীহত করা, ইলমী গভীরতা প্রকাশ, বাহাছ-মুনাযারা ও বিতর্কে নিজেকে যাহির করার জন্য বিভিন্ন হাদীছ, আছার ও উদ্ধৃতি উল্লেখের মাধ্যমে বাচনিক রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। রাস্তা-ঘাটে এবং হাটে-বাজারে তাসবীহ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, জনসম্মুখে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির করা, দুনিয়াবাসীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করা, নিজের পাশে

২০. *বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৮২৬০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪০৭।*
২১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/২৭৭; আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৫/২৪৭-২৪৮।*
২২. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাতের (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৭৫।*

মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে কুরআন তেলাওয়াতের সময় স্বর নিম্ন ও নরম করা প্রভৃতি বাচনিক রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আধুনিক লেখক ও গবেষক ড. সাইয়িদ বিন হুসাইন আল-‘আফফানী বলেন, والرياء بالقول كثير وأنواعه لا تنحصر ‘কথার মাধ্যমে নানা ধরনের রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। এর প্রকার-প্রকরণ অগণিত’।[২৩]

৪ আমলগত রিয়া (الرياء بالعمل) : লোক দেখানোর জন্য ছালাতে মুছল্লীর দীর্ঘ ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে থাকা, রুকু-সিজদা লম্বা করা এবং বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা। এজন্য ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী বলেছেন, وكذلك لو حسَّن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع. فإنه يكون مرائياً بذلك ‘যদি মুছল্লী মানুষের সামনে সুন্দর করে ছালাত আদায় করে এজন্য যে, ছালাতের মধ্যে তার একাগ্রতা আছে বলে মানুষ মনে করবে, তাহলে এর মাধ্যমে সে নিজেকে রিয়াকারী হিসাবে প্রমাণ করবে’।[২৪]

অনুরূপভাবে লোক দেখানোর জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা এবং ছিয়াম ও হজ্জ পালন করা।

৫. সাহচর্যগত রিয়া (الرياء بالأصحاب والزائرين) : যেমন কোন ব্যক্তির কোন আলেমকে তার সাথে সাক্ষাতের আহ্বান জানানো। যাতে বলা হয়, অমুক আলেম অমুক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মানুষকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য দাওয়াত দেওয়া। যেন বলা হয়, দ্বীনদার-পরহেযগার ব্যক্তিরা তার বাড়িতে যাতায়াত করেন। অনুরূপভাবে অনেকে শায়েখ বা শিক্ষকের সংখ্যা বেশী হওয়া নিয়ে গর্ব করে।

২৩. *তা‘তীরুল আনফাস, পৃ. ৪৯৯।*
২৪. *ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, তা‘লীক : শু‘আইব আরনাঊত ও আব্দুল কাদের আরনাঊত (দামেশক : মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২১১।*

তর্ক-বিতর্কের সময় নিজের ইলমী যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য যাহির করার জন্য বলে, আমি অমুক অমুক শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমার শিক্ষকের সংখ্যা বহু। তুমি কোন কোন শায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেছ? তোমার ওস্তাদের সংখ্যা কয়জন প্রভৃতি।[২৫] ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী বলেন, فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد ‘রিয়াকারীরা যে সকল বিষয় লোকদের দেখায় এগুলি হল তার সারনির্যাস। এর মাধ্যমে তারা মান-মর্যাদা লাভ ও মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেওয়ার কামনা রাখে’।[২৬]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, অনুক্ষণ চরিত্র বদলের ফলে রিয়া বা লৌকিকতা থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্নভাবে নানান মোড়কে রিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। রিয়ার প্রকারভেদ থেকে যা আমাদের কাছ পূর্ণিমা রাতে মেঘমুক্ত আকাশ উদিত চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট। এজন্য হাদীছে রিয়াকে ‘গোপন শিরক’ (الشرك الخفي) এবং ‘ছোট শিরক’ (الشرك الأصغر) বলা হয়েছে।[২৭] আল্লাহ আমাদেরকে এই গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

২৫. *আলোচনা দ্র. আবূ হামিদ গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরূত: দারুল মা‘রিফাহ, তাবি), ৩/২৯৭-২৯৯; মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২১৪-২১৬; ড. ওমর সুলাইমান আল-আশকার, মাকাছিদুল মুকাল্লিফীন (কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০১হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৪৪২-৪৪৩; ড. সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহতানী, নূরুল ইখলাছ (১ম প্রকাশ : ১৪২০ হি./১০৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬-৩৭; তা‘তীরুল আনফাস, পৃ. ৪৯৭-৫০১।*
২৬. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২১৬।*
২৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হা/৫৩৩৩-৩৪; সনদ জাইয়িদ; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫১; ছহীহ তারগীব হা/৩২।*

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ: At-Tahreek Tv, Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল: At-Tahreek Tv, Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা : আমাদের করণীয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(২য় কিস্তি)

বহিরাগত কারণ :

বর্তমান কুফর তথা নাস্তিকতা প্রসারের পিছনে কাজ করছে পাশ্চাত্যের জীবনধারা। ধর্ম বিশ্বাসে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ খৃষ্টান। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব পাশ্চাত্যের জনগণের উপর সামান্যই। ধর্মকে তারা ব্যক্তিগত বিষয়ের ঊর্ধ্বে বেশী কিছু মনে করে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বল্গাহীন জীবন উপভোগে স্রষ্টার উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে তারা তার আদেশ-নিষেধ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত মানতে নারাজ। খৃষ্টীয় বিশ্বাস অনুসারে খৃষ্টধর্মে ধর্মীয় বিধান পালনের কোন আবশ্যকতা নেই। কেবল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করলেই মৃত্যুর পর তাদের জন্য স্বর্গ লাভ অবধারিত। এজন্য শুধু ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস আর খৃষ্টের অনুসারীদের পাপের ভার নিয়ে যিশুর ক্রুশে আত্মদানের স্বীকারোক্তিতে স্বর্গ লাভের সহজ উপায়কে পুঁজি করে সারা বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারে তাদের জুড়ি নেই। এজন্য সকল খৃষ্টানকে তাদের আয়ের একটা অংশ চার্চে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। ধর্মের বিধি-বিধান পালন না করলেও বাপ-দাদার অনুসরণার্থে তাদের সমাজ ও মননে খৃষ্টধর্ম গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে। তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসে শিথিলতা ও নাস্তিকতার জন্মলাভের পিছনে নিম্নের কারণগুলো কম-বেশী দায়ী।

১. ভ্রান্ত ধর্মীয় চিন্তা ও পাদ্রীদের অত্যাচার ২. দর্শন, ৩. বিজ্ঞান, ৪. রাষ্ট্র, ৫. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, ৬. বিদ্বেষভরা মানসিকতা ৭. প্রবৃত্তির দাসত্ব ৮. মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ইত্যাদি। আর বস্তুগত দিক দিয়ে উন্নত পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে বর্তমান মুসলিম মানসে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা দেখা দিচ্ছে।

ভ্রান্ত ধর্মীয় চিন্তা ও পাদ্রিদের অত্যাচার : পাশ্চাত্যের প্রায় সবগুলো দেশ ধর্মবিশ্বাসে খৃষ্টান। খৃষ্টধর্মের মূল গ্রন্থ বাইবেল মূলত মানব রচিত এবং তাতে বহু রদবদল হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে যখন বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং নানা বৈজ্ঞানিক সত্যের উন্মোচন আরম্ভ হয় তখন বাইবেলের বহু সূত্রের সাথে তা সাংঘর্ষিক হওয়ার ফলে গির্জা ও বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। গির্জার পাদ্রিদের ক্ষমতা তখন রাজার মাধ্যমে কার্যকর হ'ত। পাদ্রিরাই ছিল দেশের মূল হর্তা-কর্তা। বস্তুত পোপের আদেশের বাইরে রাজার করার তেমন কিছু ছিল না। ফলে বাইবেল স্রষ্টার বাণী ও অভ্রান্ত এবং বিজ্ঞান মানব উদ্ভাবিত বিধায় তা ভুল, এ কথা বলে পাদ্রিরা বিজ্ঞানীদের উপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নানারকম নির্যাতন করতে থাকে। দূরবিন বা টেলিস্কোপ আবিষ্কারক ইতালির গ্যালিলিও তার বড় প্রমাণ। কিন্তু দিন যতই গড়াতে থাকে জনগণের সামনে বিজ্ঞানের সত্য ততই স্পষ্ট হ'তে থাকে। আর বাইবেল যে ভুলে ভরা অসত্য তথ্যে ভরপুর তাও উন্মোচিত হ'তে থাকে। সেই সাথে বাইবেল ও গির্জার পাদ্রিদের প্রতি জনমনে ঘৃণা ও বিরূপ ধারণা তৈরি হ'তে থাকে। এই ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাব খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মাঝে ধর্মে শিথিলতা ও নাস্তিকতার ঢেউ তোলে। পরে এসে বিবর্তনবাদ এই ঢেউয়ে তীব্র বাতাস সঞ্চার করে। কেননা বিবর্তনবাদ সৃষ্টিকর্তার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে কিভাবে জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার তথাকথিত এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাদের হাতে তুলে দেয়, যা আদতে মিথ্যা হ'লেও বাইবেলের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ থেকে অনেক যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য।

দর্শন : এই বিবর্তনবাদকে পুঁজি করে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে নবতর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এগিয়ে আসেন। তারা স্রষ্টার ধারণাকে প্রথমে অপ্রয়োজনীয় এবং পরিশেষে অবাস্তব প্রমাণ করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতা ও নাস্তিকতাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। দার্শনিক ভল্টেয়ার বলেছেন, গড এই বিশ্ব প্রকৃতিকে ঠিক সেভাবে তৈরি করেছেন যেভাবে একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারী ঘড়ির পার্টস সমূহ একত্রিত করে সেগুলোকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চালু করে দিয়েছেন, অতঃপর সে ঘড়ির সাথে আর সম্পর্ক রাখেননি।

পরবর্তীতে হিউম এসে এই নির্জীব ও নিষ্কর্মা গডকে এই বলে একেবারে খতম করে দিয়েছেন যে, আমরা ঘড়ি তৈরি হ'তে দেখেছি, কিন্তু এই বিশ্ব চরাচর তৈরি হ'তে দেখিনি। তাই এটা কি করে সম্ভব যে আমরা একজন স্রষ্টাকে বিশ্বাস করব?

মার্কসীয় দর্শনে তো ধর্ম একটি ঐতিহাসিক ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছে আইন, চরিত্র, ধর্ম সবকিছু বুর্জোয়াদের প্রতারণা, যার আড়ালে ওদের অনেক স্বার্থ নিহিত রয়েছে। যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে (১০/১৯২০) লেলিন বলেছিলেন, আমরা মোটেই আল্লাহ'তে বিশ্বাস করি না।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিকরা ক্ষমতায় এলে মার্কসীয় দর্শন তাদের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। তারা শুধু রাশিয়ায় নয় বরং পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার অনেকগুলো দেশে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থায় এ সকল দেশে অতি দ্রুত ধর্মীয় শিথিলতা ও নাস্তিকতার প্রসার লাভ করে। নব্বইয়ের দশকে রাশিয়া ও ইউরোপে কম্যুনিস্ট শাসন ভেঙ্গে পড়লেও দর্শন হিসাবে সমাজতন্ত্র আজও ফুরিয়ে যায়নি। মার্কসবাদ দুনিয়া জুড়ে এখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে নাস্তিকতা ছড়িয়ে চলেছে। বাংলাদেশে তো বামবুদ্ধিজীবী ও চরমপন্থীরা যেমন মিডিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে তেমনি স্বাধীনতার পর থেকে সর্বহারার নামে বোমাবাজি, অস্ত্রবাজি ও চাঁদাবাজি করে দেশটাকে নরক গুলজার করে ফেলেছে। শিক্ষা ও সাহিত্যের জগতও তাদের অধিকারে।

মস্কোসহ সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটলেও এরা এ দেশে সর্বহারার রাজ কায়েম করেই ছাড়বে। নামে কিন্তু এরা অধিকাংশই মুসলিম। এভাবে আধুনিক দর্শন তার

শিক্ষাব্যবস্থা ও চিন্তাধারা দিয়ে মানুষের হৃদয় থেকে আল্লাহ ও ধর্মকে উপড়ে ফেলতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বিজ্ঞান : ধর্মে শিথিলতা ও নাস্তিকতার পিছনে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানও কম নয়। বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো নানা আবিষ্কার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক বৈজ্ঞানিক ও তাদের অন্ধ স্তাবকরা দাবী করতে শুরু করেছে যে, সৃষ্টি সংক্রান্ত সকল সত্য আবিষ্কার হয়ে গেছে কিংবা তা আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে। বিজ্ঞান মানুষের সকল সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে পারে এবং তার মনের সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে। বিজ্ঞানের সকল সূত্রই পর্যবেক্ষণযোগ্য সত্য। এখানে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির সকল রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের এখন আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। জুলিয়ান হাক্সলির ভাষায় কোন সন্দেহ নেই যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর বস্তু সম্পর্কিত অতীতের সকল ধ্যান-ধারণা বদলে গেছে। গত শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দ্রুত উন্নতি হয়েছে তাও এমন এক ধরনের জ্ঞানগত বিস্ফোরণ। যার ফলে আল্লাহ ও ধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় প্রাচীন ধারণা একদম উবে গেছে।

তিনি আরও লিখেছেন, নিউটন প্রমাণ করেছেন যে, এমন কোন আল্লাহ নেই যিনি গ্রহ-নক্ষত্রের গতির উপর শাসন চালাচ্ছেন। লাপ্লাস তার বিখ্যাত সূত্র দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মহাকাশের নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্য কোন স্রষ্টার কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইন ও পাসচারও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান যুগের উন্নত মনোবিজ্ঞান ও ব্যাপক ঐতিহাসিক জ্ঞান স্রষ্টাকে তাঁর ঐ স্থান থেকে হটিয়ে দিয়েছে যেখানে বসে তিনি মানব জীবন এবং মানব ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এভাবে অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানভক্তরা সচেতনভাবে মানুষের মাঝে নাস্তিকতার চাষ করে চলেছেন। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী স্রষ্টায় বিশ্বাস করে থাকেন। তারা যদি বিজ্ঞানের মতই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ পরীক্ষা ও গবেষণা করে দেখতেন তাহ'লে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামই যে সত্য, বিজ্ঞান সম্মত ও প্রকৃতির ধর্ম তা বুঝতে পারতেন। তারা এভাবে আস্তিকতার পক্ষে মুখ খুললে ভক্তদের নাস্তিকতা হয়ত হালে পানি পেত না।

নাস্তিক বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব ও মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্র ভূমিকা উড়িয়ে দিয়ে সেখানে তাদের মনগড়া কিছু মতবাদ জুড়ে দিয়েছেন, যা এ প্রশ্নের মীমাংসা না হয়ে বরং আরও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তারা আবিষ্কার করেছেন, এই মহাবিশ্ব যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলছে তার নাম 'প্রকৃতির নিয়ম' বা Law of nature. এজন্য হাক্সলি বলেছেন, ঘটনা যখন প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তখন আমাদের সেগুলো কোন অতিপ্রাকৃতিক কারণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তারা বলছেন, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে পরিকল্পনাকারী কোন আল্লাহ নেই, বরং ইহা Big bang বা মহাবিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের এ কথা মেনে নিলে নিম্নের প্রশ্নগুলোর সমাধানও যরূরী হয়ে পড়ে।

-এই বিস্ফোরণ কেন ঘটল?

-কিভাবে ঘটল?

-এর পিছনে কারণ কি ছিল?

-মহাবিস্ফোরণের আগে কি ছিল?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর মহাবিস্ফোরণবাদীরা দেননি। এখন পর্যন্ত তাদের নিকট এর কোন উত্তরও নেই। তারা যে প্রতিটি ঘটনার পিছনে কার্যকারণ (every effect has a cause) সম্পর্কের কথা বলেন সেই হিসাবেও বিস্ফোরণ যখন একটি কাজ তখন তার পিছনেও নিশ্চয়ই কারণ থাকার কথা। সেই আদি কারণ যে জন্য মহাবিস্ফোরণ ঘটল তা বিদ্যমান না থাকলে তাদের কথামতই দাবীটি মিথ্যা হয়ে যায়। তারা আরও দাবী করেন যে, বহু পরমাণু একদা সমবেত হয়ে এই মহাবিশ্ব অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

তাদের এ দাবীও নিতান্ত যুক্তিহীন। অথচ এই যুক্তিহীন দাবীর উপরই গড়ে উঠেছে নাস্তিকতাবাদ। কোন পরিকল্পনাকারী ছাড়াই পদার্থের সংযোজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব ছাপাখানায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসলীলার মাঝে অকস্মাৎ একটি সুন্দর অভিধান বই ছাপা ও প্রকাশ লাভের মতই। এ যদি অতি অসম্ভব কথা হয় তাহ'লে কোন আদি মহাশক্তি ছাড়াই এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার যুক্তি আরও অবাস্তব ও অসম্ভব নয় কি? এই অর্থহীন যুক্তির বিরুদ্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. আই. ভি. ও. বলেন, আকস্মিক-ভাবে এর (মহাবিশ্বের) উৎপত্তি ঘটেছে এ কথা বিশ্বাস করা মেঝেতে পানি ঢেলে দিলে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি হ'তে পারে, এ কথা কল্পনা করার চাইতেও অতি মাত্রায় অবাস্তব।

মহাবিশ্ব যদি নিজ থেকে সৃষ্টি হ'ত তাহ'লে আমরা প্রকৃতির সকল দিক ও বিভাগেই কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা ও ক্রমের ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ না করে বরং সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই প্রত্যক্ষ করতাম। সাথে সাথে একই নিয়মে প্রতিনিয়তই বহু জিনিস নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হ'তে দেখতাম। অথচ হাযার হাযার বছর ধরে পৃথিবীপৃষ্ঠে নিজে নিজেই কোন কিছু সৃষ্টি হয়েছে, এমন আশ্চর্য সংবাদ মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখ নেই। উল্লেখ যা আছে তা হ'ল, প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির পিছনে একজন পরিপক্ক পরিকল্পনাকারী ও প্রস্তুতকারী রয়েছেন। পরিকল্পনাকারী ও প্রস্তুতকারী ছাড়া কোন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং মহাবিশ্বের নিশ্চয়ই একজন পরিকল্পনাকারী ও সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর তিনিই হ'লেন, কুরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহ।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করলে খোদ মানুষেরও যে কোন সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে না এ বিশ্বাস অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এল কোত্থেকে সে প্রশ্নও অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। সেজন্য বস্তুবাদী নাস্তি করা বিবর্তনবাদকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসাবে চার্লস ডারউইনের নাম উল্লেখ করা হয়। ১৮৫৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার 'অন দি

www.at-tahreek.com

অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থে তিনি মানুষ কিভাবে বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বিবর্তনের মূলকথা 'প্রকৃতির নির্বাচন'-এর মাধ্যমে যোগ্যতমের টিকে থাকা এবং অযোগ্যদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

প্রকৃতির নির্বাচন আইন যোগ্যতমের টিকে থাকার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু যোগ্যতমের আবির্ভাব কেন ও কিভাবে হ'ল তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

বিজ্ঞানীদের কথা মতো, কতিপয় পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই হ'ল বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে প্রকৃত সত্য মাত্র ততটুকুই, স্বয়ং বিজ্ঞানও এমন দাবী কখনও করেনি এবং এমন দাবী তার পক্ষে করা সম্ভবও নয়। কেননা বিজ্ঞানের সকল কথা বা আবিষ্কারই ধ্রুব সত্য ও চূড়ান্ত নয়। সে আজ যা বলছে কাল যে তা পরিবর্তিত হবে না এমন নিশ্চয়তা সে দেয়নি। বরং বাস্তব সত্য যে, তার অনেক আবিষ্কারের তথ্য নিজেই সে পরিবর্তন করেছে। এক সময় যে সত্য পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে পরে দেখা গেছে তা ছিল ভুল। মহাকাশ সম্পর্কিত কথাই ধরুন। গ্যালিলিও দূরবিন আবিষ্কার করে জানালেন যে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য স্থির। এই সত্য বাংলাদেশ আমলেও আমরা পাঠ্য বইয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন নবম দশম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' নামে যে বই পড়ান হয় তাতে সৌর জগত সম্পর্কিত অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা আছে, সূর্য নিজ অক্ষের উপর ২৫ দিনে একবার আবর্তন করে। বাংলাদেশী বইয়ে যদি মনে করেন ভুল তথ্য আছে তাহ'লে চলুন উইকিপিডিয়ায় দেখে আসি। সেখানে আছে, সূর্য আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আনুমানিক ২৪-২৬ হাযার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং কেন্দ্রের চারদিকে ২২.৫ থেকে ২৫ কোটি বছরে একবার ঘুরে আসে। ছায়াপথীয় উত্তর মেরু থেকে দেখলে সূর্যের এই আবর্তন ঘড়ির কাঁটার দিকে। আমাদের ছায়াপথ যেহেতু মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের (পটবিকিরণের) সাপেক্ষে হ্রদসর্প মণ্ডলের দিকে সেকেন্ডে ৫৫০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হচ্ছে সেহেতু পটবিকিরণের সাপেক্ষে সূর্যের বেগ কাংস্য বা সিংহ মণ্ডলের দিকে সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে ৫৪০০০ আলোকবর্ষব্যাপী কক্ষপথে সূর্যের সাধারণ গতিবেগ সেকেন্ডে ২২০ কিলোমিটার।

সূর্য সম্বন্ধে উইকিপিডিয়ার শেষ কথা এই : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও সূর্যের গাঠনিক উপাদান এবং শক্তির উৎস সম্পর্কে জানতেন না। এখনও সূর্য নিয়ে গবেষণা চলছে, কারণ তার কিছু ব্যবহার এখনও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়নি। তাহ'লে গ্যালিলিওর তখনকার আবিষ্কার পুরো সত্য ছিল না, বরং এখনকার হিসাব অনুযায়ী আংশিক সত্য ছিল। তখন সূর্য স্থির ছিল, ঘুরত না; এখন ঘোরে। সামনে যে এ তথ্যও বদলে যাবে না তার অনিশ্চয়তা দেখুন উইকিপিডিয়াতেই লেখা আছে।

আবার দেখুন, ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরাই তাকে গ্রহের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০০৬ সালে এসে এমন কি ঘটল যে, প্লুটোর গ্রহের মর্যাদা বিজ্ঞানীরাই কেড়ে নিলেন। বিজ্ঞান যদি ধ্রুব সত্য হয় তাহ'লে এমন ঘটার কারণ কি? অথচ এই বিজ্ঞানের নামে নাস্তিকরা আল্লাহ, ধর্ম, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যাচ্ছেতাই বাজে মন্তব্য করে চলেছে।

The knowledge of Islam নামক software-এ 'এক নাস্তিক অধ্যাপক ও আস্তিক ছাত্রের বিতর্ক' শিরোনামে এক আলোচনায় বিবর্তনবাদপন্থী বিজ্ঞানে বিশ্বাসী অধ্যাপক ও দু'জন ছাত্রের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

অধ্যাপক : বাছা, তুমি কি স্রষ্টায় বিশ্বাস কর?

ছাত্র-১ : জি হ্যাঁ করি।

অধ্যাপক : বিজ্ঞান বলে তোমার পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে যা দিয়ে তুমি তোমার চারপাশের জগতকে পর্যবেক্ষণ কর এবং চিনতে পার। তুমি কখনো স্রষ্টাকে দেখনি, দেখেছ?

ছাত্র-১ : না স্যার দেখিনি।

অধ্যাপক : তোমার আল্লাহ্র কথা শুনেছ?

ছাত্র-১ : না স্যার শুনিনি।

অধ্যাপক : তুমি কি কখনও তোমার স্রষ্টাকে অনুভব করেছ? তার স্বাদ-গন্ধ পেয়েছ? তোমার আল্লাহ সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি আছে কি? (ছাত্র-১ নীরব)

অধ্যাপক : দয়া করে মুখ খোল।

ছাত্র-১ : না স্যার, আমি দুঃখিত যে, এমন কোন উপলব্ধি আমার নেই।

অধ্যাপক : তুমি দুঃখিত তোমার তা নেই।

ছাত্র-১ : না স্যার।

অধ্যাপক : তবুও তুমি তাকে বিশ্বাস কর? ছাত্র-১ : জী হ্যাঁ।

অধ্যাপক : একেই বলে বিশ্বাস! পরীক্ষা-নিরীক্ষানির্ভর স্বাদযোগ্য, প্রদর্শনযোগ্য, বিধি অনুসারে বিজ্ঞান বলে তোমার আল্লাহ্র কোন অস্তিত্ব নেই। এ ব্যাপারে তুমি কি বলবে বাছা? এখন বল, কোথায় তোমার আল্লাহ?

[ছাত্রটি কোন উত্তর দিতে পারে না এবং অধ্যাপকের কথায় বসে পড়ে। এবারে দ্বিতীয় একজন মুসলিম ছাত্র তার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং এক পর্যায়ে বলে:]

ছাত্র-২ : স্যার আপনি কি ছাত্রদের শেখান যে, তারা বানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে?

অধ্যাপক : তুমি যদি প্রাকৃতিক বিবর্তনের কথা বলে থাক তবে এর উত্তর হ'ল, 'হ্যাঁ'।

ছাত্র-২ : অবশ্যই আমি বিবর্তনবাদের কথা বলছি। আপনি কি কখনও নিজের চোখে বিবর্তন দেখেছেন স্যার?

অধ্যাপক তার দাঁতে কটকট শব্দ করেন এবং নীরব পাথর চোখে তার দিকে চেয়ে থাকেন।

ছাত্র-২ : যেহেতু কেউ কখনো বিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটতে দেখেনি, এমনকি প্রমাণও করতে পারে না যে, এই প্রক্রিয়া চলমান সেহেতু আপনি কি আপনার অভিমত শেখাচ্ছেন না? আর এটা কি অন্ধ বিশ্বাস নয়?

অধ্যাপক : আমি যা বিশ্বাস করি তা হ'ল বিজ্ঞান।

ছাত্র-২ : স্যার আপনি যথার্থই বলেছেন যে, বিজ্ঞান হ'ল দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা। বিজ্ঞানও এমন এক বিষয় যা ভ্রান্ত। অধ্যাপক : বিজ্ঞান ভ্রান্ত?

শ্রেণীকক্ষে কলরব উঠল। মুসলিম যুবক দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না হট্টগোল থামল।

ছাত্র-২ : অপর ছাত্রের সাথে যে পয়েন্ট নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন তা চালিয়ে নেবার জন্য আমি কি আরেকটি উদাহরণ দিতে পারি, আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি সে ব্যাপারে?

অধ্যাপক বিজ্ঞের মতো নীরব থাকেন। মুসলিম যুবক শ্রেণীকক্ষের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়।

ছাত্র-২ : ক্লাসে কি এমন কেউ আছে, যে কখনো বায়ু, অক্সিজেন, অণু, পরমাণু ও স্যারের বুদ্ধিমত্তা দেখেছে?

ক্লাসটি হাসিতে ফেটে পড়ল। মুসলিম ছাত্রটি ভেঙ্গে পড়া বয়োবৃদ্ধ শিক্ষকের দিকে নির্দেশ করল।

ছাত্র-২ : এখানে এমন কেউ আছে কি, যে স্যারের বুদ্ধিমত্তা শুনেছে, তার বুদ্ধিমত্তা অনুভব করেছে, স্যারের বুদ্ধিমত্তা ছুঁয়ে দেখেছে কিংবা ঘ্রাণ নিয়েছে? কেউ তা করেছে বলে মনে হ'ল না। মুসলিম যুবক দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে।

ছাত্র-২ : মনে হচ্ছে এখানে এমন কেউ নেই যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটির সাহায্যে স্যারের বুদ্ধিমত্তা উপলব্ধি করেছে। বেশ, তাহ'লে পরীক্ষা-নিরীক্ষানির্ভর, সুস্থিত, প্রদর্শনযোগ্য বিধি অনুসারে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ঘোষণা করছি যে, স্যারের কোন বুদ্ধি নেই।

দেখুন, এই স্যার, অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা দিয়েই প্রমাণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ মিথ্যা। কেননা বিবর্তন প্রক্রিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। এটা একান্তই অনুমান নির্ভর। আর যে বিজ্ঞান তার নিজস্ব সংজ্ঞার আলোকে স্যারের বুদ্ধি আছে কি-না তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তার বুদ্ধি যে আছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য- সেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত?

রাষ্ট্র : ধর্মে বিশ্বাস ও তা পালনে শিথিলতা এবং নাস্তিকতার প্রসারে রাষ্ট্রের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রের যে সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে তা প্রয়োগ করে সরকার। আর সরকার পরিচালনা করে একদল মানুষ। যাদের শীর্ষে থাকেন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, কিংবা রাজা-বাদশাহগণ। এই শীর্ষ ব্যক্তি ও তার উপদেষ্টা মন্ত্রীবর্গের কথাতেই মূলত দেশ চলে। তাদের ইচ্ছামতো আইন তৈরি হয়। সংবিধান তৈরি ও রদবদলও করেন তারাই। তারা ধর্মীয় বিষয়ে দায়িত্বান হ'লে এবং জনগণকে আইনানুগভাবে ধর্ম পালন করতে নির্দেশ দিলে তারা ধর্ম পালনে এগিয়ে আসে। আবার শীর্ষ ব্যক্তিরা আল্লাহতে অবিশ্বাসী হ'লে এবং জনগণকে নাস্তিক হ'তে বাধ্য করলে বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করলে দেশের বহু মানুষ বাধ্য হয়েই নাস্তিক হয়ে পড়ে। অপরদিকে সরকার রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করলে ধর্ম তখন ব্যক্তিগত পালনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির যতটুকু ইচ্ছে হ'ল ধর্ম পালন করল, আবার ইচ্ছে হ'ল তো কিছুই পালন করল না। এক্ষেত্রে কারও কিছু বলার নেই। অধিকন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও বাকস্বাধীনতার নামে ধর্মপালনকারীদের যাচ্ছেতাই বলার অধিকার ভোগ করে। দেখভালকারী কর্তৃপক্ষ ছাড়া শুধুই ব্যক্তির ইচ্ছায় ধর্ম পালনে যে মানুষ অন্তত ইসলামী বিধি-বিধান মানে না তা আমাদের চার পাশে তাকালে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন কোন দেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে সংবিধানে শোভা পায় বটে, কিন্তু তা নামেই। রাষ্ট্র তা পালনে দেশের নাগরিকদের কিছুই বলে না। আজকের বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশ ও সরকারের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্তৃপক্ষের ধর্ম পালনে অনীহা জনগণকেও ধর্ম পালনে অনাগ্রহী করে তুলছে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা : আধুনিক যুগে শিক্ষা একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালনকারী বিষয় বলে গণ্য হ'লেও ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধিতে তার ভূমিকা মোটেও ইতিবাচক নয়। বর্তমানে শিক্ষার বিষয় ও সংখ্যা এত ব্যাপক যে একজন মানুষের পক্ষে তা আয়ত্ত করা কল্পনাতীত। প্রতি বিষয়ে আবার প্রচুর বই লেখা হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে আবার রয়েছে লক্ষ লক্ষ বই। এসব বই পড়ে দেশ ও সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠছে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী এ শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমে জনগণকে তাওহীদ বিশ্বাসী হিসাবে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেই। পাঠ্যপুস্তকও সে লক্ষ্যে রচিত হয় না। ধর্মীয় বই একটা থাকলেও তার ভূমিকা খুবই নগণ্য।

বলা হয় যে, আধুনিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হ'লে দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে, আর্থিক সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে যাবে। মানুষ থাকবে না বঞ্চিত ও অবহেলিত। অবসান ঘটবে যুলুম ও অত্যাচারের। নিশ্চিত হবে প্রগতি। ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা এমন মুখরোচক কথাই বলে। তারা জনগণকে ভয় দেখায় যে, ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, কূপমণ্ডূক, মধ্যযুগীয়, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ, প্রতিক্রিয়াশীল, ভূতের পায়ের মতো পিছনে হাঁটা, খুনী, জঙ্গি ইত্যাদিতে পরিণত করে।

অথচ ইতিহাস সাক্ষী, নৈতিকতা বিবর্জিত বস্তুবাদী বর্তমান শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী মানুষের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা বেশী মাত্রায় হরণ করেছে। উন্নতি-প্রগতি তো দূরে থাক তাদের ভাগ্যে ভাগাড় জোটাও মুশকিল হয়ে পড়ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টালিন ক্রুশ্চেভরা সমাজতন্ত্রের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ভিটে-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে নির্বাসন দিয়ে হত্যা করেছে। চেচনিয়া, দাগিস্তান প্রভৃতি মুসলিম অঞ্চলের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে রাশিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, অথচ কম্যুনিস্ট আমলে তা পরিণত হয় খাদ্য আমদানিকারক দেশে। ১৯৯০ সালের পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কম্যুনিস্ট শাসন ভেঙ্গে পড়লে সেসব দেশে অভাব অভিযোগ একেবারে মুখব্যাদান করে বেরিয়ে পড়ে।

বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবীদার ভারতে এমন দিন, মাস, বছর

কমই যায় যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলিম ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে আক্রমণ ও হত্যা না করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। মুসলমানদের উচ্ছেদ করে সেখানে রামরাজত্ব কায়েমই হিন্দুত্ববাদী শাসকদের যেন একমাত্র লক্ষ্য। ভারতের জনসংখ্যার ১৫% এর অধিক মুসলিম হ'লেও সরকারী চাকুরিতে তাদের সংখ্যা ২% এর অধিক নয়। সাচার কমিশন ও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট দেখলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, স্বধর্মীয় দলিত হিন্দুদেরও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মানুষ গণ্য করে না। তাদেরও নানা নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়।

বার্মা ওরফে মিয়ানমার আরেক প্রগতিশীল রাষ্ট্র। শত শত বছর ধরে আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর সব দখল করে নিয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, ফসলের মাঠ ধ্বংস করা ইত্যাকার কোন কিছু থেকেই তারা রোহিঙ্গাদের রেহাই দেয়নি। এখন যারা বেঁচে আছে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলমানদের দুর্দশার কথা তো মহাচীনের মহাপ্রাচীর ভেদ করে সভ্যজগতের কর্ণকুহরে খুব কমই প্রবেশ করে। এ অঞ্চলকে চীন জিনজিয়াং নাম দিয়ে নিজেদের দেশের অংশ বানিয়ে নিয়েছে। দ্বীন পালন তো দূরের কথা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন পর্যন্ত তাদের যাপন করতে দেওয়া হয় না। পরিবার থেকে সন্তানদের আলাদা করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ কথা শুনতেও কত মর্মান্তিক! আর বিশ্বমোড়ল আমেরিকা গণতন্ত্রের নিশানবরদারির নামে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে এবং সারা বিশ্বে তাদের মোড়লিপনা যাহির করে যে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে তারাও কি আধুনিক বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত নয়? ইসরাঈলের মতো একটি স্বৈরাচারী অত্যাচারী রাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্টি ও টিকিয়ে রাখার পিছনে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর একচোখা নির্লজ্জ ভূমিকা কি এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা চোখে দেখতে পান? ফিলিস্তীনীরা আজ নিজ ভূমে পরবাসী। তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিপনা। এর থেকে বড় সত্যবিকৃতি আর কি হ'তে পারে?

মুসলিম দেশগুলোতে তুরস্ক প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ও শিক্ষা চালু করেছিল। সেখানে কোন বৈজ্ঞানিক জন্মেছিল কি না তা আমাদের গোচরিভূত না হ'লেও কামাল পাশা যে তুর্কি জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণ করে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেছিলেন এবং তাদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিলেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। মিশরের প্রগতিপন্থীরা ইসলামপন্থী হাযার হাযার মুসলিম ইখওয়ানের উপর অত্যাচার করেছে। বিনা বিচারে কিংবা বিচারের নামে প্রহসন করে তাদের হত্যা করেছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতেও যারা ক্ষমতাসীন তারা দ্বীন-ধর্মে মুসলিম হ'লেও শিক্ষায় ও মননে পাশ্চাত্যের বশংবদ। তাদের শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা হয় বৃটিশ থেকে অথবা ফ্রান্স থেকে কিংবা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে ধার করা। কলোনিজম শেষ হ'লেও তার প্রেতাত্মা এখনও আমাদের উপর সমানেই রয়ে গেছে। কাজেই ইসলামী আইন ও বিচার তাদের কাছে একেবারেই অগ্রহণীয়। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিম দেশেও মন-প্রাণ খুলে ইসলাম মানার পরিবেশ নেই। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা তাদের অকথ্য ভাষায় বিদ্রূপ করে। তাদের ব্লগগুলো দেখলেও একথার প্রমাণ মিলবে।

ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত মানুষগুলো বরং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের থেকে অনেক বেশী স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু, অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ, প্রভুত্বলিপ্সু ও আত্মকেন্দ্রিক। তারাই আজকের পৃথিবীকে নরক বানিয়ে রেখেছে। আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার কোন পরওয়া করে না বলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেদের অধিকাংশই দুর্বিনীত, অহংকারী, বিদ্বেষপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, মিথ্যুক ও প্রতিশোধ-পরায়ণ। তারা লোভী ও সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষ। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে তারা কোন নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করে না। আর এ কারণেও তারা আল্লাহকে মানতে চায় না।

বিদ্বেষ পরায়ণতা : বিদ্বেষের কারণেও অনেকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে পারে না। ফলে ইসলাম ও মুসলিমদের ভালোবাসা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যুগ পরিক্রমায় মানব জাতির মধ্যে এ বিদ্বেষ চলে আসছে। সত্যকে তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। নানা কূটতর্ক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সত্যকে তারা পায়ে ঠেলে চলতে চায়। কেউ যেন মনে না করে যে, বিদ্বেষ কেবল অশিক্ষিত, ধর্মশিক্ষিত ও ছোটলোকদের ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক, বড় মাপের শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও ধনী লোকেরা বিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত হন না। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ড. হিলস বলেন, I should be the last to claim that we, scientific men are less liable to prejudice than other educated men. অর্থাৎ আমরা বিজ্ঞানীরা অন্যান্য শিক্ষিত লোকদের অপেক্ষা কম বিদ্বেষভাবাপন্ন, এই দাবী করতে আমি নারায। চার শ' বছর পূর্বে (সৌর জগত সম্পর্কিত) এরিস্টটলের মতের বিপরীতে প্রচারিত গ্যালিলিওর মত মেনে নিতে ইতালীয় পণ্ডিতগণ শুধুমাত্র বিদ্বেষ হেতু অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অথচ লিনিং টাওয়ার থেকে নীচে পড়া গোলা গ্যালিলিওর মতের সত্যতা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বার্লিনের অধ্যাপক ম্যাক্সপ্লাঙ্ক আলোর এমন সব ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন যা বিশ্বলোক সংক্রান্ত নিউটনীয় ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিল। কিন্তু সেই সময়ের পণ্ডিতগণ শুধুমাত্র বিদ্বেষ বশত তা গ্রহণ করেনি। তারা বরং নানাভাবে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। অথচ তা আজ 'কোয়ান্টাম থিওরি' রূপে পদার্থ বিদ্যার মৌলনীতির মধ্যে গণ্য।

বলতে গেলে জগতটা বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত। এখানে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যও সংশ্লিষ্ট সমাজে স্বীকৃতি পায় না। শুধু এই বিদ্বেষের কারণে। একটা তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বিচারে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হ'লেও তা যে সর্বশ্রেণীর লোক দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে

নেবে, বিদ্বেষবিষাক্ত মানব সমাজে তেমনটা আশা করা যায় না। এখানে কোন কিছুর বিরুদ্ধে মনমগজে একবার বিদ্বেষ বদ্ধমূল হয়ে গেলে সে জিনিস যতই সত্য বিজ্ঞানসম্মত ও অকাট্য যুক্তিসঙ্গত হোক তা কোন দিনই স্বীকৃতি পেতে পারবে না। বিদ্বেষ এমনই এক ভয়াবহ জিনিস। ইসলামও আজ এই বিদ্বেষের কারণে সত্য বলে জানা-বুঝা সত্ত্বেও একশ্রেণীর লোকের নিকট স্বীকৃতি পাচ্ছে না। ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও অন্ধ বিদ্বেষ তাদের মন-মগজে যুগ যুগ ধরে জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্যথা ইসলামকে অমান্য করার এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পুরোপুরি স্বীকৃতি না দেওয়ার কোন কারণ থাকার কথা নয়।

উল্লেখ্য যে, দ্বীনের কার্যকারিতা অস্বীকারের ফলে আমাদের ব্যক্তিজীবন নৈতিকতাশূন্য হয়ে পড়েছে। যে কারণে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র মারাত্মকভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, ধর্ষণ, মারামারি, খুনোখুনি, রাহাজানি, নকলবাজি, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতে ভরে গেছে। আধুনিক আইন, পার্লামেন্ট, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এর কোনই প্রতিকার করতে পারছে না।

প্রবৃত্তির দাসত্ব : দর্শন, বিজ্ঞান, প্রগতি ইত্যাদি গালভরা বুলি ও মুখরোচক শব্দ দিয়ে অর্বাচীন মানুষকে যখন আল্লাহ্র নিকট নিজের ভালো-মন্দ কাজের জবাবদিহিতার দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তখন থেকে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির দাসে পরিণত হয়েছে। মানব রচিত আইন তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগাতে পারছে না। ইসলাম মানলে যাচ্ছেতাই করার সুযোগ নেই। ইসলামের কথা, ঋণ থাকলে শহীদ হ'লেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। অথচ এখনকার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা ঋণখেলাপী হওয়ার কোন পরওয়া করে না। ধূমপান, মদপান যে জাগতিক হিসাবেও মহাক্ষতিকর তা বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য; জাহান্নামের আগুনে জ্বলা তো পরকালীন প্রশ্ন। কিন্তু জাগতিক ক্ষতি দেখেও কি আজকের বিশ্ব মাদক ত্যাগ করতে পারছে? নাকি তা দিন দিন বেড়ে চলেছে? নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকে সৃষ্ট ব্যভিচার, সমকামিতা ও ধর্ষণের মতো কুকর্মসমূহ এইডস, গণোরিয়া, সিফিলিস ও ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ব্যাধি মানব সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারপরও ভোগবাদী মানুষ যত্রতত্র ব্যভিচার করে চলেছে, সরকারী-বেসরকারীভাবে গণিকালয় স্থাপন করা হচ্ছে। তাদের কথা- 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার'। এসব কি প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণ নয়? ধর্মের কথা বললে এসব ভোগবাদী মানুষ সে কথা শুনবে কেন? বিশেষত যখন তারা বিজ্ঞান নামক প্রভুর ছাড়পত্র পেয়ে গেছে!

তাই কালোবাজারী, মজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ, পরের সম্পদ জবরদখল করণ, সূদ-ঘুষ গ্রহণ, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, ছিনতাই, ফাঁকিবাজি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কাজে মানুষ মজার্সে অংশ নিচ্ছে। যারা সুযোগ পাচ্ছে তারা আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। আর যারা সুযোগ পায়নি তারা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষায় আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাজেই আল্লাহ্র কথা, দ্বীনের কথা মেনে নিলে খেয়ালখুশি মতো চলা যাবে না বলেও প্রবৃত্তি পূঁজারীরা আল্লাহ যে আছেন তা স্বীকার করতে চায় না।

মিডিয়ার আগ্রাসন ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ : ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীরা তাদের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টেড মিডিয়ায় অক্লান্ত ও অব্যাহত ধারায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়ার আগ্রাসন ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট, এগনিস্ট, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইসলাম বিদ্বেষী ইত্যাকার সকলে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। বস্তুত মুসলিমদের জঘন্য কুৎসিত হিসাবে চিত্রায়িত করা এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ আগ্রাসন ও যুদ্ধ। তারা ইসলামকে তাদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে প্রসার লাভ করেছে, ইসলাম আধুনিক যুগে অচল, ইসলাম নারী স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী, ইসলাম নারীকে হিজাব পরিয়ে গৃহাভ্যন্তরে বন্দি করে রেখেছে, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, ইসলাম একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম, ইসলাম মানেই প্রতিক্রিয়াশীল, ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম, ইসলাম মৌলবাদ ও গোঁড়ামি উস্কে দেয়, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু, কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তারা তাকে হত্যা করে, ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, ইসলাম মানলে আমাদের মধ্যযুগে ফিরে যেতে হবে, ইসলাম বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষার বিরোধী, মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞানের কোন কথা নেই ইত্যাদি নানা অভিযোগ ও অপবাদ তুলে ধরে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অহর্নিষ বিষোদগার করে চলেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ছড়ানোই যেন তাদের মূল কাজ। শুধু অমুসলিমরাই নয়, তথাকথিত মুসলিমরাও কোন বাছবিচার না করে এ কাজে তাদের সাথে সুর মিলাচ্ছে।

ফলে দেশ-বিদেশের অমুসলিমরা জন্ম থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ নিয়ে বেড়ে উঠছে। পাশ্চাত্যের যোশুয়া ইভান্স, রুবেন ওরফে আবু বকর, ইউসুফ স্টেস, তালিবানদের হাতে বন্দী ইভন রেডলিসহ অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর তাদের ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি এরূপ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভের পূর্বধারণার কথা অকপটে বলেছেন। এরূপ মিথ্যা প্রচারণার ফলে মুসলিম প্রধান দেশের মুসলিম নাগরিকরাও অনেকে ভয়ে প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হ'তে সাহস পায় না। তাদেরকে অযথাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে হয়রানির শিকার হ'তে হয়। ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ শাসকরা যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথে চলতে বাধা দেয় এবং সময়ে সময়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করে তাতো কারও অজানা নয়। ফলে তাদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী অপপ্রচার বার বার শুনতে শুনতে মুসলিমদের মধ্যেও সেই অপপ্রচারের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হচ্ছে। তারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে হেরে গিয়ে হীনমন্যতায় ভুগছে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস মযবূত রাখতে পারছে না। *[ক্রমশঃ]*

জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন যেভাবে

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

জান্নাত লাভ করা প্রত্যেক বান্দার আরাধ্য বিষয়। মুমিন বান্দা হৃদয়ে সর্বদা জান্নাত লাভের স্বপ্ন লালন করেন। তবে শুধু কামনা করলেই জান্নাত পাওয়া যায় না; বরং এর জন্য কিছু করণীয় ও বর্জনীয় রয়েছে। পাশাপাশি ইসলামী শরী'আতে এমন কতিপয় নেক আমল আছে, যা সম্পাদন করার মাধ্যমে মুমিন বান্দা জান্নাতের বিশেষ বিশেষ প্রাসাদ সমূহের মালিক হ'তে পারেন। আলোচ্য নিবন্ধে জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণকারী সৎ আমল সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জান্নাতের প্রাসাদ কেমন?

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ 'জান্নাতের (প্রাসাদসমূহ) কি দ্বারা নির্মিত? তিনি বললেন, لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، '(জান্নাতী প্রাসাদের) একটি ইট স্বর্ণের ও একটি ইট রৌপ্যের। সুগন্ধময় কস্তুরী হচ্ছে তার খামির বা সিমেন্ট। মণি-মুক্তা হ'ল তার কঙ্কর বা খোয়া। আর মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। কখনো হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সে তাতে চিরস্থায়ী থাকবে। কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ময়লা-পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না'।[1] জান্নাতের মাটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ '(জান্নাতের মাটি) সাদা ও খাঁটি মিশকের সুগন্ধযুক্ত হবে'।[2]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আলোচিত জান্নাতের প্রাসাদ সমূহের বর্ণনা শুনে হৃদয়ের ক্যানভাসে সেগুলোর কাল্পনিক চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু জান্নাতের প্রাসাদ ও নায-নে'মত মানুষের কল্পনার চেয়েও সুন্দর। হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চোখ কোনদিন দেখেনি, কোন কান কোনদিন শোনেনি এবং কোন হৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি'।[3]

জান্নাতের প্রাসাদ লাভের শর্তাবলী :

জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার জন্য মোটা দাগে দু'টি শর্ত প্রযোজ্য। **(১)** ঈমান আনা এবং **(২)** আমলে ছালেহ তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা।

এখানে 'ঈমান আনা'-এর অর্থ হ'ল ঈমানের ৬টি স্তম্ভের উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন করা এবং যাবতীয় শিরক বর্জন করা। আর 'আমলে ছালেহ'-এর অর্থ হ'ল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর সুদৃঢ় থাকা, ইহসানের[4] দাবী বাস্তবায়ন করা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ফরয ইবাদতসমূহ সম্পাদন করা এবং হারাম কথা-কাজ ও উপার্জনসহ যাবতীয় পাপাচার থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকা। এই দু'টি শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত কোন বান্দা জান্নাত লাভের যোগ্য হ'তে পারে না।

মহান আল্লাহ এ দু'টি শর্তের বর্ণনা দিয়ে বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ- 'আর যারা ঈমান আনে ও সে অনুযায়ী সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহে স্থান দেব। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য' *(আনকাবূত ২৯/৫৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ- 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দিবে না। কেবল যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের সৎকর্মের বহুগুণ বেশী প্রতিদান পাবে। আর তারা (জান্নাতের) কক্ষ সমূহে শান্তির সাথে থাকবে' *(সাবা ৩৪/৩৭)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে জান্নাতের কক্ষ বলতে প্রাসাদ বুঝানো হয়েছে।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا، 'অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. তিরমিযী ২৫২৬; মিশকাত হা/ ৫৬৩০, সনদ ছহীহ।

২. মুসলিম হা/২৯২৮; মিশকাত হা/৫৪৯৬।

৩. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হ/৫৬১২।

৪. ইহসান হচ্ছে অন্তরে সর্বদা এমন অনুভূতি বজায় রাখা যে, বান্দা যেন আল্লাহকে দেখে দেখে ইবাদত করছে অথবা এই অনুভূতি রাখা যে, আল্লাহ সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে। ছাহাবীগণ বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ব্যতীত অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেন, بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ 'হ্যাঁ, সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারাও সেই মর্যাদায় উপনীত হ'তে সক্ষম হবে)।[৫]

জান্নাতের প্রাসাদ নির্মাণ করার উপায়

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এমন কিছু নেক আমলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে আমলগুলো সম্পাদন করলে সেই বান্দার জন্য সাথে সাথে জান্নাতে বিশেষ ধরনের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। আর এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, জান্নাতে যার প্রাসাদ থাকবে, সে জান্নাতেই যাবে; জাহান্নামে নয়। কুরআন ও হাদীছে কয়েকটি নামে জান্নাতের প্রাসাদকে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– الْغُرْفَةُ (ঘর), الْبَيْتُ (বাড়ি) এবং الْقَصْرُ (প্রাসাদ) প্রভৃতি। খাত্ত্বাবী বলেন, জান্নাতের ঘর বা বাড়ি বলতে প্রাসাদকেই বুঝানো হয়েছে।[৬] জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণের আমল সমূহ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা :

প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় পাপাচার ও হারাম থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার নাম হ'ল তাক্বওয়া। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ، 'আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে স্তরের উপর স্তর বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। এটাই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না' *(যুমার ৩৯/২০)*। অত্র আয়াতে মুত্তাকী বান্দাদের জন্য জান্নাতী প্রাসাদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আলী (রাঃ) বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل متقبّل؟ 'তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ'লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?'[৭] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'তাক্বওয়ার তিনটি স্তর আছে। **প্রথম স্তর :** অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপাচার ও হারাম বিষয় সমূহ থেকে রক্ষা করা। **দ্বিতীয় স্তর :** মাকরূহ বা অপসন্দনীয় বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকা। **তৃতীয় স্তর :** অনর্থক বিষয় সমূহ থেকে বেঁচে থাকা। প্রথম স্তর বান্দাকে নব জীবন দান করে, দ্বিতীয় স্তর তার স্বাস্থ্য ও শক্তিমত্তাকে ফলদায়ক করে এবং তৃতীয় স্তর তাকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা দান করে'।[৮] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ما زالت التقوى بالمتّقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال؛ مخافة الحرام، 'পরহেযগার ব্যক্তিদের তাক্বওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, যতক্ষণ তারা হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে অনেক হালাল বিষয়কেও পরিহার করেন'।[৯]

(২) আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পার্থিব জীবনে সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুমিন বান্দা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে অপার্থিব প্রশান্তি লাভ করে। আর এ কারণেই তাদের জন্য জান্নাতে অনবদ্য প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'আর যারা ঈমান আনে ও সে অনুযায়ী সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষসমূহে স্থান দেব। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য। যারা দৃঢ় থাকে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে' *(আনকাবূত ২৯/৫৮-৫৯)*। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যারা ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেন এবং কেবল আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হন, অত্র আয়াতে তাদের জন্য জান্নাতী প্রাসাদ বরাদ্দ দেওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْمَقْدُورُ يَكْتَنِفُهُ أَمْرَانِ: التَّوَكُّلُ قَبْلَهُ، وَالرِّضَا بَعْدَهُ، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ قَبْلَ الْفِعْلِ. وَرَضِيَ بِالْمَقْضِيِّ لَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ فَقَدْ قَامَ بِالْعُبُودِيَّةِ، 'ভাগ্য দু'টি বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে : কাজের শুরুতে তাওয়াক্কুল এবং শেষে সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ করার শুরুতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করল এবং কাজের শেষে

---

৫. *বুখারী হা/৩২৫৬; মিশকাত হা/৫৬২৪।*

৬. *খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ৪/১১০।*

৭. *আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯।*

৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৪৫।*

৯. *ওমর মুক্ববিল, মাওয়া'ইযুছ ছাহাবাহ, পৃ. ১৯২; মাওসূ'আতুল আখলাক্ব ২/৭৬।*

আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকল, সে যেন পূর্ণভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব করে নিল'।[১০]

আবূ আলী দাক্কাক্ব (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র ওপর ভরসা করার তিনটি স্তর রয়েছে : (১) তাওয়াক্কুল বা ভরসা, (২) তাসলীম বা মেনে নেওয়া এবং (৩) তাফবীয বা সমর্পণ করা। তাওয়াক্কুলের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাসলীমের অধিকারী ব্যক্তি তার সম্পর্কে আল্লাহ যে ইলম রাখেন, একেই যথেষ্ট মনে করেন। আর তাফবীযের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র ফায়ছালায় পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকেন। সুতরাং তাওয়াক্কুল হ'ল সাধারণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য, তাসলীম হ'ল আল্লাহ্র ওলীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাফবীয হ'ল তাওহীদপন্থীদের বৈশিষ্ট্য'। অন্যভাবে বলা যায়- তাওয়াক্কুল হ'ল সাধারণ নবীদের বৈশিষ্ট্য, তাসলীম হ'ল আল্লাহ্র বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এবং তাফবীয হ'ল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য'।[১১]

(৩) ধৈর্যশীল হওয়া :

ধৈর্যশীলতা নেক আমলের অর্ন্তভুক্ত, যার মাধ্যমে মুমিন বান্দা জান্নাতে বিশেষ ধরনের অট্টালিকার মালিক হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا- 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কতই না সুন্দর সেই আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল!' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*। অর্থাৎ দ্বীনের পথে দাওয়াত-তাবলীগ, ইলম অর্জন, দরিদ্রতা, রোগ-ব্যাধি, ইবাদত-বন্দেগী ও পাপাচার বর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ মুমিন বান্দাকে জান্নাতের বিশেষ বালাখানার মাধ্যমে মর্যাদা দান করবেন।[১২]

ধৈর্য ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ, যা না থাকলে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া যায় না। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الصَّبْرِ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، 'মুমিন বান্দা খানাপিনার মতই ধৈর্যশীলতার মুখাপেক্ষী থাকে'।[১৩] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক যেমন, ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক ঠিক তেমন। আর এই ধৈর্য তিনভাবে হয়ে থাকে: (১) ফরয ইবাদত সম্পাদনে ধৈর্যধারণ, যা ইবাদত বিনষ্ট হ'তে দেয় না, (২) হারাম থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ, যা হারামে জড়িত হ'তে দেয় না এবং (৩) নির্ধারিত তাক্বদীর ও ফায়ছালাতে ধৈর্যধারণ, যা (মন্দ তাক্বদীরে) অসন্তুষ্ট হ'তে দেয় না। কোন ব্যক্তি যখন এই তিনটি স্তর পরিপূর্ণ করে, তখন পূর্ণতা লাভ করে তার ধৈর্য এবং সে দুনিয়ার মিষ্টতা, আখেরাত ও তার সুখ-সম্ভার, সফলতা এবং উভয়জগতের বিজয় লাভ করে। আর ধৈর্য ছাড়া কেউ সেই মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে না, যেমনভাবে পুলছিরাত পার হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না'।[১৪]

তবে আল্লাহ শুধু বিপদাপদ দিয়ে বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা নেন না; বরং কখনো কখনো সুখ-শান্তি দিয়েও ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، 'আমাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হ'লে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারি। কিন্তু যখন সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। সেজন্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সম্পদ, স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ফেৎনা থেকে সতর্ক করেছেন'।[১৫] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, كثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة، 'এমন অনেক মানুষ আছে, যারা শীত-গ্রীষ্মে তাহাজ্জুদের পরিশ্রমে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, ছিয়ামের কষ্টে ছবর করতে পারে; কিন্তু তারা হারাম দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারে না'।[১৬]

(৪) মসজিদ নির্মাণ করা :

মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। যারা আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করেন, মহান আল্লাহ জান্নাতে তাদের জন্য বিশেষ বালাখানা তৈরী করেন। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[১৭] ইমাম নববী বলেন, দুনিয়াতে অন্যান্য বাড়ির তুলনায় আল্লাহ্র ঘর মসজিদের মর্যাদা অধিক। তদ্রূপ জান্নাতে মসজিদ নির্মাণকারীদের ঘর অন্যান্য জান্নাতীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হবে।[১৮]

অনুরূপভাবে যারা মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করবেন, তাদের জন্যও আল্লাহ জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কবুতরের ডিম পাড়ার জায়গা পরিমাণ অথবা তার চেয়েও

১০. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২/১২২।
১১. মাদারিজুস সালিকীন, ২/৩৯০।
১২. কুরতুবী, তাবারী, ফাৎহুল কাদীর, ক্বাসেমী, বাগাভী প্রমুখ।
১৩. ইবনু আবীদ্দুনয়া, আছ-ছাবরু ওয়াছ ছওয়াব, পৃ. ৬১।
১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তিব্বুন নববী, পৃ. ২৫১।
১৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন, পৃ. ৬৪।
১৬. উদ্দাতুছ ছাবিরীন, পৃ. ১৯।
১৭. বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; মিশকাত হা/৬৯৭।
১৮. শারহুন নববী আলা মুসলিম ৫/১৫।

ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন'।[১৯] ইমাম শাওকানী বলেন, কবুতরের ডিম পাড়ার জায়গা পরিমাণ স্থানে ছালাত আদায় করা সম্ভব নয়। সুতরাং অত্র হাদীছের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, কেউ যদি মসজিদ নির্মাণে সামান্য কিছু অবদান রাখে, তবে সেও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব লাভ করবে।[২০] সেজন্য মসজিদ নির্মাণের কাজে অল্প কিছু অংশগ্রহণ করাকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে মনে যেন কোনরূপ লৌকিকতা ও শ্রুতি স্থান না পায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا، لَا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি কাউকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্য ছাড়াই একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[২১] ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণে ইখলাছ বজায় রাখতে বলা হয়েছে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে নিজের নামে মসজিদের নাম রাখে, তবে সে ইখলাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে'।[২২] সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, যারা মসজিদ কমিটিতে পদ পাওয়ার জন্য মসজিদে দান করেন, অথবা নিজের নামে মসজিদের নামকরণ করেন, তারা মসজিদ নির্মাণের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হ'তে পারেন। অনুরূপভাবে যদি মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা না করে শিরক-বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও নেকীর পরিবর্তে গোনাহ হবে। এজন্য নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, يريد المسلمون إقامة الدولة المسلمة، ولا يستطيعون إقامة مسجد على السنَّة، 'মুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, অথচ তারা সুন্নাতের ভিত্তিতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না'।[২৩]

(৫) নিয়মিত নফল ও সুন্নাতে রাতেবা ছালাত আদায় করা :

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পরে যত ছালাত আছে, সবই নফল ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। নফল ছালাত সমূহের মধ্যে সুন্নাতে রাতেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সুন্নাতে রাতেবা হচ্ছে সেই সব সুন্নাত ছালাত, যা ফরয ছালাত সমূহের আগে-পরে আদায় করা হয়। যারা এই সুন্নাতগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হয়, তাদের নামে জান্নাতে প্রাসাদ বরাদ্দ রাখা হয়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ 'যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। (সেগুলো হ'ল) যোহরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার ছালাতের পরে দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত (সুন্নাত ছালাত)'।[২৪] অপর বর্ণনায় এসেছে, مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، 'কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দিনে-রাতে ফরয ছালাত ব্যতীত ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়'।[২৫] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, لَنْ يَتَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بشيءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْفَرَائِضِ، الْفَرَائِضُ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ وَالنَّوَافِلُ الْأَرْبَاحُ، 'বান্দারা ফরয ইবাদতের চেয়ে ফযীলতপূর্ণ অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাই ফরয ইবাদতসমূহ সম্পদের মূলধনের মত। আর নফল ইবাদতগুলো তার লভ্যাংশ বা মুনাফা'।[২৬] ক্বিয়ামতের ময়দানে এই ইবাদতগুলোর মাধ্যমে বান্দার ফরয ইবাদত সমূহের ঘাটতি পূরণ করা হবে।[২৭]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ: قِيَامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَه. وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ: نَوْمُ الصُّبْحَةِ، وَقِلَّةُ الصَّلَاةِ، وَالْكَسَلُ، وَالْخِيَانَةُ، 'চারটি বিষয় রিযিকে প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসে। (সেগুলো হ'ল) ক্বিয়ামুল লায়ল, শেষ রাতে বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা, নিয়মিত দান-ছাদাক্বা করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় যিকির করা। আর চারটি বিষয় রিযিককে বাধাপ্রাপ্ত করে। (সেগুলো হ'ল) প্রত্যুষে ঘুমানো, নফল ছালাতের স্বল্পতা, অলসতা এবং খিয়ানত'।[২৮]

---

১৯. ইবনু মাজাহ হা/৭৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৭১; সনদ ছহীহ। রাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
২০. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/১৭৩।
২১. তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭০০৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪; ছহীহাহ হা/৩৩৯৯, সনদ হাসান। রাবী আয়েশা (রাঃ)।
২২. ইবনে হাজার, ফাৎহুল বারী ১/৫৪৫।
২৩. আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান-নূর: ১০৬৮।
২৪. তিরমিযী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯, সনদ ছহীহ।
২৫. মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯।
২৬. আবু নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১০০।
২৭. তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩০, সনদ ছহীহ।
২৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/৩৭৮।

(৬) চার রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করা :

নিয়মিত চার রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করার মাধ্যমে জান্নাতী প্রাসাদের মালিক হওয়া যায়। এ ছালাতকে আরবীতে 'ছালাতুয যোহা' বলে। আবার এ ছালাতকে ইশরাক্বের ছালাতও বলা হয়। সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[২৯] এ ছালাতে বিবিধ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، 'যে ব্যক্তি (সকাল বেলা) চার রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করবে এবং যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নিমার্ণ করা হবে'।[৩০]

(৭) আল্লাহ্র পথে হিজরত করা ও জিহাদ করা :

যারা আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকার করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে সম্মানিত করেন। ফাযালা বিন উবায়েদ (রাঃ) বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ، 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি ঘরের এবং মধ্যখানে একটি ঘরের যিম্মাদার হ'লাম, যে আমার প্রতি ঈমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল এবং হিজরত করল। আর আমি জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি ঘরের, মধ্যখানে একটি ঘরের এবং জান্নাতের কক্ষসমূহের উপরিভাগে আরেকটি ঘরের যিম্মাদার হ'লাম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান আনল, ইসলাম গ্রহণ করল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করল। যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করবে, সে যদি কল্যাণের সন্ধান পরিত্যাগ না করে এবং মন্দ থেকে পলায়ন করার চেষ্টা নাও করে, (তবুও তার জন্য জান্নাত অবধারিত থাকবে) সে যেখানে চায় সেখানে মৃত্যুবরণ করলেও'।[৩১] অত্র হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল, যারা নবীর প্রতি ঈমান আনে, ইসলামকে মনে-প্রাণে কবুল করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের তিনটি প্রাসাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন- একটি প্রাসাদ জান্নাতের উপকণ্ঠে, আরেকটি জান্নাতের মাঝখানে এবং অপরটি জান্নাতের উপরিভাগে।

[ক্রমশঃ]

২৯. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৫৪।*
৩০. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪৭৫৩; ছহীহাহ হা/২৩৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৪০, সনদ হাসান।*
৩১. *নাসাঈ হা/৩১৩৩; ইবনু হিব্বান হা/৪৬১৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৩০০, সনদ ছহীহ।*

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

হোসাইন বিন আলী (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র, চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর পুত্র হোসাইন (রাঃ) ছিলেন ইসলামের অন্যতম সিপাহসালার। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার, ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ছাহাবী ছিলেন বাতিলের সাথে আপোষহীন ও অধিকার আদায়ে তৎপর। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এই ছাহাবীর জীবনী নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম হোসাইন, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি 'সাইয়েদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ' বা জান্নাতী যুবকদের সরদার (নেতা), নিসবতী নাম আল-হাশেমী আল-ক্বারাশী।[১] তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে, হোসাইন ইবনু আলী ইবনে আবী তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ।[২] তিনি ফাতেমা (রাঃ)-এর পুত্র এবং খাদীজা (রাঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র।[৩]

জন্ম ও শৈশব :

প্রসিদ্ধ মতে হোসাইন (রাঃ) চতুর্থ হিজরীর ১৫ই শা'বান মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] ওয়াক্বেদী (রহঃ) বলেন, হাসানের জন্মের ৫০ দিন পরে হোসাইন ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে আসে। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসানের জন্মের ১ বছর দশ মাস পরে ৫ম হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ মাসে হোসাইন (রাঃ)-এর জন্ম হয়।[৫] তবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাসানের দশ মাস পরে হুসাইনের জন্ম হয়।[৬]

নামকরণ ও আক্বীক্বা :

হোসাইন (রাঃ)-এর নামকরণ সম্পর্কে আলী (রাঃ) বলেন, যখন হোসাইনের জন্ম হ'ল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, আমার নাতিকে দেখাও। তোমরা ওর কি নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, না, বরং ওর নাম হোসাইন'।[৭] রাসূল (ছাঃ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেছেন।[৮] অতঃপর তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، 'হে ফাতেমা! তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং তার চুলের ওযনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদনুযায়ী আমি তার চুল ওযন করলাম এবং তার ওযন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়।[৯] হোসাইন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করলেও অনুরূপ করা হয়।[১০]

দৈহিক গঠন :

দৈহিক গঠনে হোসাইন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।[১১] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، لِمَ يُذْكَرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 'আমি ইবনু যিয়াদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন হোসাইন (রাঃ)-এর (ছিন্ন) মস্তক হাযির করা হ'ল। সে তার নাকে ছড়ি দিয়ে গুতা মেরে বলতে লাগল, এর ন্যায় সুশ্রী আমি কাউকে তো দেখিনি! রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, সতর্ক হও! (দৈহিক কাঠামোয়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে হোসাইন ইবনু আলী অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন'।[১২] অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, হোসাইন (রাঃ) গঠন ও আকৃতিতে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবয়বের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চুল ও দাড়িতে ওয়াসমা দ্বারা খিযাব লাগানো ছিল।[১৩] আর তাঁর চুল ও দাড়ি অত্যন্ত কালো ছিল।[১৪]

পোষাক ও সৌন্দর্য :

হোসাইন (রাঃ) পশমের তৈরী কাপড় পরিধান করতেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি হোসাইন (রাঃ)-কে পশমের পাগড়ী পরিধান করতে দেখেছি। আর পাগড়ীর নীচ দিয়ে চুল বেরিয়েছিল। ইমাম শা'বীও অনুরূপ বলেছেন। আর তিনি বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন।[১৫] জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) হ'তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (মুহাম্মাদ)

---

১. ড. মুহাম্মাদ ইবনুল হাদী আশ-শায়বানী, আল-ক্বাওলুস সাদীদ ফী সীরাতিল হোসাইন আশ-শাহীদ, (কুয়েত : মাবাররাতুল আলি ওয়াল আছহাব, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি./২০১০ খৃ.), পৃ. ১৯।
২. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৮০ পৃ.; হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৪৯।
৩. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাক্বাতুল কুবরা, ১/৩৬৯ পৃ. ১৭।
৪. ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আছহাব (বৈরূত: দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১২হি./১৯৯২খৃ.), ১/৩৮৪; ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ২/৫৪৭।
৫. আল-ইস্তি'আব, ১/১৮৪ পৃ.।
৬. আল-ইছাবাহ ২/৫৪৭।
৭. আহমাদ হা/৭৬৯; হাকেম হা/৪৭৭৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৫৮, শু'আইব আরনাউত্ব এর সনদ হাসান বলেছেন।

---

৮. আবূদাউদ হা/২৮৪১; ইরওয়া হা/১১৬৭, সনদ ছহীহ।
৯. তিরমিযী হা/১৫১৯, সনদ হাসান; ইরওয়া হা/১১৭৫।
১০. ইরওয়া ৪/৪০৩, হা/১১৭৫-এর আলোচনা দ্রঃ।
১১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৪৯।
১২. তিরমিযী হা/৩৭৭৮; মিশকাত হা/৬১৭০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৭২, সনদ ছহীহ।
১৩. বুখারী হা/৩৭৪৮।
১৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৫০।
১৫. আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ৩৬-৩৭।

বলেন, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) তাদের বাম হাতে আংটি পরতেন।[১৬] ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, আমি হোসাইন (রাঃ)-কে রামাযানে আংটি ব্যবহার করতে দেখেছি।[১৭]

হোসাইন (রাঃ)-এর শিক্ষাদীক্ষা :

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালে হোসাইন (রাঃ)-এর বয়স ছিল প্রায় ৬ বৎসর।[১৮] তিনি শৈশবে নবী করীম (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফাতেমা (রাঃ)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও আলী (রাঃ)-এর নিবিড় পরিচর্যায় অহি-র জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি স্বীয় নানা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে কিছু হাদীছ শ্রবণ করেন। আর তাঁর পিতা আলী (রাঃ) ও মাতা ফাতেমা (রাঃ), হিন্দ ইবনে আবী হালাহ, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তার থেকে তার পিতা আলী, মাতা ফাতেমা (রাঃ), ভাই হাসান, পুত্র আলী ও যায়েদ এবং কন্যা সুকাইনাহ, উবাইদ ইবনু হুনাইন, হাম্মাম আল-ফারাযদাক্ব, ইকরিমা, আশ-শা'বী, ত্বালহা আল-আক্বীলী, কুরয আত-তায়মী, সিনান ইবনু সিনান আদ-দুওয়ালী, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে ওছমান, ভ্রাতুষ্পুত্র যায়েদ ইবনু হাসান, আবু জা'ফর আল-বাকের প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন।[১৯] হাদীছ গ্রন্থগুলোতে তার বর্ণিত কিছু হাদীছ পাওয়া যায়।

পারিবারিক জীবন :

হোসাইন (রাঃ) একাধিক বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন হ'লেন, লায়লা বিনতু আবী মুররাহ, আর-রিবাব বিনতু ইমরাউল ক্বায়েস বিন আদী আল-কালবিয়াহ, উম্মু ইসহাক বিনতু ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ আত-তায়মী ও কুযা'আহ প্রমুখ। আর তার সাল্লামাহ বিনতু ইয়াযদাজির (পারস্যের বাদশাহ) নামে একজন দাসী ছিল। যার গর্ভে হোসাইন (রাঃ)-এর একজন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।[২০]

হোসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর ৫ জন পুত্র এবং ২ জন কন্যা সন্তান ছিল। তারা হচ্ছেন- আলী আল-আকবার, আলী আল-আছগার, জা'ফর, আব্দুল্লাহ ও ওমর এবং কন্যা সুকাইনাহ ও ফাতেমা।[২১]

হোসাইন (রাঃ)-এর মর্যাদা :

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হোসাইনকে অত্যধিক মহব্বত করতেন। তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। কখনও তিনি হোসাইনকে নিজের কাঁধে উঠাতেন। তাকে কোলে নিয়ে কখনও ছালাত আদায় করেছেন। নিম্নে হোসাইন (রাঃ)-এর অনন্য মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

(ক) হোসাইন (রাঃ)-এর প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বত ও অনুগ্রহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোসাইন (রাঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মহব্বতের কারণে তাকে পিঠে চড়িয়েছেন, তাকে কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي،

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে'।[২২]

২. ইয়াস ইবনু সালামাহ (রহঃ) হ'তে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর আশ-শাহবাহ নামক খচ্চরটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হাসান ও হোসাইন (রাঃ) তার সামনে-পিছনে বসা ছিলেন। আমি সেটা টেনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুজুরার মধ্যে নিয়ে গেলাম।[২৩]

৩. শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, একদা যোহর অথবা আছরের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হ'লেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হোসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করলেন। ছালাত পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদা (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদা অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ছালাত পড়তে পড়তে একটি সিজদা (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে'। তিনি বললেন, এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হ'ল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপসন্দ করলাম'।[২৪]

৪. আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তিনি ছালাত পড়তেন, আর সিজদা অবস্থায় হাসান ও হোসাইন তার পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করলে তিনি ইশারায় বলতেন, ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও। অতঃপর ছালাত শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে

১৬. *তিরমিযী হা/১৭৪৩; মাওকূফ ছহীহ, মুখতাছার শামাইল হা/৮২।*
১৭. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ৩৭।*
১৮. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ৪৪।*
১৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৮০ পৃ.; আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ৪৪-৪৫।*
২০. *আল-ক্বাওলুস সাদীদ, পৃঃ ৪৬-৫৬।*
২১. *ঐ।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/১৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৫৪।*
২৩. *মুসলিম হা/২৪২৩; তিরমিযী হা/২৭৭৫।*
২৪. *আহমাদ হা/১৬১২৯; নাসাঈ হা/১১৪১, সনদ হাসান।*

বসিয়ে বলতেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে’।[২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আক্বরা‘ ইবনু হাবিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলেন যে, তিনি হোসাইনকে চুমু খাচ্ছেন। (ইবনু আবী ওমর তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাসান অথবা হোসাইনকে চুমু খেয়েছেন)। আক্বরা‘ (রাঃ) বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে। কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না’।[২৬]

৬. উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি কোন দরকারে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। অতএব নবী করীম (ছাঃ) এমন অবস্থায় বাইরে এলেন যে, একটা কিছু তার পিঠে জড়ানো ছিল, যা আমি অবগত ছিলাম না। আমি আমার দরকার সেরে অবসর হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার দেহের সঙ্গে জড়ানো এটা কি? তিনি পরিধেয় বস্ত্র উন্মুক্ত করলে দেখা গেল তার দুই কোলে হাসান ও হোসাইন (রাঃ)। তিনি বললেন, এরা দু’জন আমার পুত্র এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদের দু’জনকে মহব্বত করি। সুতরাং তুমি তাদেরকে মহব্বত কর। আর যে ব্যক্তি এদেরকে মহব্বত করবে, তুমি তাদেরকেও মহব্বত কর’।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, ‘হোসাইন আমার হ’তে এবং আমি হোসাইন হ’তে। যে লোক হোসাইনকে মহব্বত করে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন। নাতিগণের মাঝে একজন হ’ল হোসাইন’।[২৮]

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: ١٥] رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا-

৭. বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হোসাইন (রাঃ) আসলেন, তাদের পরিধানে দু’টি লাল জামা ছিল। তাঁরা চলছিলেন ও জামায় আটকে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ তা‘আলা সত্যই বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ’ *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*। আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জামায় আটকে আটকে। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে এসে এদের উঠিয়ে নিলাম’।[২৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَيَكُونُ لِيَ الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يرحم-

৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য স্বীয় জিহ্বা বের করে দিলেন। শিশুটি (হোসাইন) তখন রাসূলের জিহ্বার লাল রঙ দেখে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। তখন উয়াইনাহ ইবনু হিছন ইবনে বদর বলল, আমি কি তাকে দেখিনি যে, এর সাথে সে এরূপ করছে (জিহ্বা চুষছে)? আল্লাহ্র কসম! আমারও সন্তান আছে, তার মুখ থেকে জিহ্বা বের হয়। কিন্তু আমি কখনও তাকে চুমো দেইনি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না’।[৩০]

عَنْ أَبِى لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ. قَالَ فَرَأَيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ دَعُوا ابْنِى لاَ تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِىَ بَوْلَهُ.

৯. আবু লায়লা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম, তাঁর বুকে বা পেটের উপরে হাসান অথবা হোসাইন (রাঃ) ছিলেন। রাবী বলেন, আমি দেখলাম তার (হাসান বা হুসাইনের) পেশাব দ্রুতগতিতে বের হচ্ছে। আমরা তাকে বাধা দেওয়ার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আমার ছেলেকে (নাতিকে) ছেড়ে দাও। তাকে বাধা দিওনা যতক্ষণ না সে পেশাব শেষ করে’।[৩১]

(খ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সরদার :

হাসান ও হোসাইন (রাঃ) উভয়ে জান্নাতী যুবকদের সরদার হবেন বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবূ

২৫. *ইবনে খুযাইমা ৮৮৭; বায়হাক্বী ৩২৩৭; ছহীহাহ হা/৩১২।*
২৬. *মুসলিম হা/২৩১৮; তিরমিযী হা/১৯১১।*
২৭. *তিরমিযী হা/৩৭৬৯; মিশকাত হা/৬১৬, তাহক্বীক্ব ছানী, সনদ হাসান।*
২৮. *তিরমিযী হা/৩৭৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৪৪; ছহীহাহ হ/১২২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৪৬।*
২৯. *নাসাঈ হা/১৫৮৫, সনদ ছহীহ।*
৩০. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৭৫, শু‘আইব আরনাউত্ব বলেন, এর সনদ হাসান।*
৩১. *মুসনাদ আহমাদ হা/১৯০৮২, সনদ ছহীহ।*

সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، 'হাসান ও হোসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সরদার'।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، 'একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চেয়েছেন যে, ফাতেমা জান্নাতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হোসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা'।[৩৩]

(গ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ) দুনিয়ার দু'টি সুগন্ধি ফুল :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। ফলে তাঁদেরকে দুনিয়ার দু'টি সুগন্ধি ফুল হিসাবে অভিহিত করেছেন। ইবনু আবূ নু'আয়ম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ. فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا. 'আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, কোন্ দেশের লোক তুমি? সে বলল, আমি ইরাকের বাসিন্দা। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা এর দিকে তাকাও, সে আমাকে মশার রক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সন্তানকে (নাতিকে) হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ওরা দু'জন (হাসান ও হোসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল'।[৩৪]

(ঘ) হোসাইন (রাঃ) আহলে বায়তের অন্তর্গত :

হোসাইন (রাঃ) আহলে বায়ত তথা নবীপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে বের হ'লেন। তাঁর পরনে ছিল কালো নকশী করা একটি পশমী চাদর। এ সময়ে হাসান ইবনু আলী (রাঃ) এলেন, তিনি তাকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর হোসাইন ইবনু আলী (রাঃ) এলেন, তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। এরপর ফাতেমা (রাঃ) এলেন, তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপর আলী (রাঃ) এলেন তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, হে আহলে বায়ত আল্লাহ তোমাদের হ'তে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে তোমাদের পবিত্র করতে চান' *(আহযাব ৩৩/৩০)*।[৩৫]

(ঙ) হাসান-হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে পানাহ চাইতেন এবং বলতেন, 'তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য দো'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হ'তে পানাহ চাচ্ছি'।[৩৬]

বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ :

হোসাইন (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

সাঈদ ইবনুল আছ-এর অধীনে জুরজান অভিযানে এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সারহ-এর সাথে আফ্রিকা অভিযানে হোসাইন (রাঃ) অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সারহ মিশরের গভর্ণর থাকাকালে ২৭ হিজরীতে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানে, ৩০ হিজরীতে সাঈদ ইবনুল আছ-এর নেতৃত্বে ত্বাবারিস্তান অভিযানে হোসাইন (রাঃ) অংশগ্রহণ করেন। সে বাহিনীতে হাসান, হোসাইন ছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আমর ইবনুল আছ ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের প্রমুখ ছাহাবীগণ ছিলেন।[৩৭] অনুরূপভাবে মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর শাসনামলে ৫১ হিজরীতে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৩৮]

[ক্রমশঃ]

---

৩২. *তিরমিযী হা/৩৭৬৮; ছহীহাহ হা/৭৯৬; মিশকাত হা/৬১৬৩।*
৩৩. *তিরমিযী হা/৩৭৮১; মিশকাত হা/৬১৭১; ছহীহাহ হা/২৭৮৫।*
৩৪. *বুখারী হা/৩৭৫৩, ৫৯৯৪; তিরমিযী হা/৩৭৭০।*
৩৫. *মুসলিম হা/২৪২৪; মিশকাত হা/৬১২৭।*
৩৬. *বুখারী হা/৩৩৭১; আবুদাউদ হা/৪৭৩৭; মিশকাত হা/১৫৩৫।*
৩৭. *জামালুদ্দীন আবুল ফারজ আব্দুর রহমান আল-জাওযী (৫৯৭ হিঃ), আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), ৫/৭ পৃঃ।*
৩৮. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১৫১পৃঃ।*

www.at-tahreek.com

রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী কৌশল

দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নানা ধরনের কটূক্তি শুনেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে অপমানের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীছে যা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।-

উসামাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলেন। তার গায়ে ছিল ফাদাকের তৈরী মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর। উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ)-কে তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন। তিনি বনু হারিছ ইবনু খাযরাজ গোত্রে অসুস্থ সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধপূর্ব ঘটনা। যেতে যেতে নবী করীম (ছাঃ) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌঁছলেন, যেখানে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও ছিল। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ঐ মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমাপূজারী ও ইহূদী সকল প্রকারের লোক ছিল। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)ও ছিলেন।

গাধার পদধূলি যখন মজলিসকে আচ্ছন্ন করল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই আপন চাদরে নাক ঢেকে বলল, আমাদের এখানে ধূলো উড়িয়ো না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত সবাইকে সালাম করলেন। অতঃপর বাহন থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। এসময় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বলল, এই লোক! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহ'লে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। কিন্তু তুমি এই মজলিসে আমাদেরকে জ্বালাতন করো না। বরং তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। তোমার কাছে যে যাবে তাকে তুমি তোমার কথা বলবে।

অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এখানে যা বলছেন তা বলুন! কারণ আমরা এসব কথা পসন্দ করি। ফলে মুসলিম, মুশরিক ও ইহূদীরা পরস্পর ঝগড়া শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হ'ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রচেষ্টায় একসময় তারা থামল। তারপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর বাহনের চড়ে রওয়ানা হ'লেন এবং সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলেন। নবী করীম (ছাঃ) সা'দ (রাঃ) কে বললেন, হে সা'দ! আবু হুবাব (আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই) কি বলেছে শুনেছ? সে এরূপ এরূপ বলেছে। সা'দ (রাঃ) বললেন, হে রাসূল! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসীরা চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী তাজ পরাবে এবং নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। যখন আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা ব্যর্থ করলেন, তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে আপনার সাথে এরূপ ব্যবহার করছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এভাবেই নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করতেন। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৬)*। তিনি আরো বলেছেন, 'সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও হিংসাবশতঃ কিতাবধারীদের অনেকে তোমাদেরকে ঈমান আনার পরেও কাফের বানাতে চায়। এমতাবস্থায় তোমরা ওদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চলো যতক্ষণ না আল্লাহ্র নির্দেশ এসে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/১০৯; বুখারী হা/৪৫৬৬, ৬২০৭)*।

শিক্ষা :

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত।
২. মুসলিম ও অমুসলিম একত্রে থাকলে তাদেরকে সালাম দেওয়া যায়।
৩. বিরোধীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা দাওয়াতের অন্যতম কৌশল।
৪. দুর্ব্যবহার প্রতিকারের জন্য নিকটজনকে জানানো যায়।
৫. মানুষের মধ্যে মারামারি শুরু হ'লে তা বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা কর্তব্য।
৬. কারো অসদাচরণের কারণ জানা থাকলে তা প্রকাশ করা যায়।
৭. অপরাধীকে ক্ষমা করা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপরে আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে | বেলীফুল | অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

আমাদের শাখাসমূহ

১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য কোন পথে!

-আত-তাহরীক ডেস্ক

ইস্রাঈলে হামাসের হামলা এবং এর জের ধরে গাযা যুদ্ধ শুরুর এক বছর পূর্ণ হয়েছে গত ৭ই অক্টোবর ২০২৪। বছর শেষে সেই যুদ্ধ আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। নিহত হয়েছেন ইসমাঈল হানিয়া, ইয়াহইয়া সিনওয়ারের মত গাযার শাসকগোষ্ঠী 'হামাসে'র কয়েকজন শীর্ষ নেতা। 'হিযবুল্লাহ' নেতা হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর যুদ্ধ বিস্তৃত হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ লেবাননেও। গাযায় হামাসের পর লেবাননে হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হাওছী এবং শেষ পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে তেলআবিব। ফলে আশংকা দেখা দিয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার। ভয়াবহ এক মানবতা বিধ্বংসী অপতৎপরতার মুখোমুখি আজ মধ্যপ্রাচ্য। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের পর থেকে সংঘাতময় এই অঞ্চলটি বর্তমানে সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। একদিকে আরব বিশ্ব ও ইস্রাঈলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে শী'আ ও সুন্নীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব- যার নেতৃত্বে রয়েছে ইরান ও সঊদী আরব। এই দুই দেশের মধ্যকার বৈরী সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। দুই দেশের ভূরাজনৈতিক ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের জেরে এখানকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক অমোচনীয় বিভাজন তৈরী হয়েছে। আর বিশ্ব রাজনীতি ও সামরিক জোটের কারণে এই বিভাজন আরো ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে।

বিগত এক বছরে ইস্রাঈলের নৃশংস হামলায় গাযার প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়ীঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪২ হাযার ৪০৯ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছে ৯৯ হাযার ১৫৩জন। যার অধিকাংশই নারী-শিশু ও বেসামরিক লোকজন। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২০ লাখ মানুষ। প্রতিনিয়ত দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি। সুরম্য ভবনগুলো বোমার আঘাতে সব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা প্রতিনিয়ত আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে সন্তান বুকে নিয়ে মা দৌড়াচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে, অবলা শিশু-কিশোরদের চোখে-মুখে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছাপ, যেকোন মুহূর্তে হায়েনাদের বোমার অসহায় খোরাক হতে পারে তারা-এসব সেখানকার নিত্যদিনের দৃশ্য। নির্যাতিত ও ক্ষুধার্ত মানবতার আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলেও বিশ্ববিবেক তার নিশ্চুপ, নীরব দর্শকের ভূমিকা আজও ধরে রেখেছে। মুসলিম বিশ্বও মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ করলেও মোটামুটি নিঃসাড় অবস্থাতেই রয়েছে।

ইস্রাঈল শুধু গাযা হামলা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং পুরো উপত্যকাটিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। দেশটির উপকূলীয় অঞ্চলের ২৩ লাখ মানুষ এখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়কর ক্ষুধার মুখোমুখি। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাযার প্রত্যেক মানুষই এখন ক্ষুধার্ত। তাদের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ মানুষ অনাহারে রয়েছেন। জাতিসংঘের জনৈক প্রতিনিধির ভাষ্য মতে, যুদ্ধের ইতিহাসে এরকম দ্রুতগতিতে কোন জাতি দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধাপীড়িত হওয়ার রেকর্ড বিরল। এ অঞ্চলে ২৩ লাখ ফিলিস্তীনীর দুর্ভিক্ষপীড়িত হওয়ার ঘটনা নযীরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তিনি বলেন, অবৈধ ইস্রাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফিলিস্তীনী জনগণের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই সময় থেকেই ফিলিস্তীনী জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার ইতিহাস শুরু হয়। তারপর থেকে ইস্রাঈল ফিলিস্তীনী জনগণকে ক্ষুধার্ত রাখার নীতির দিকে ঝুঁকেছে বলে জাতিসংঘের এই প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক গাযার মানবিক পরিস্থিতি বিপর্যয়কেও ছাড়িয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন। খাদ্য সহায়তার পরিমাণও জুলাইয়ের তুলনায় ৩৫ শতাংশ কমে গেছে। তাছাড়া সেখানে পাঁচ বছরের নিচে তিন লাখ ৩৫ হাযার শিশু রয়েছে, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে। এতে পুরো একটি প্রজন্ম অপুষ্টির ঝুঁকিতে পড়তে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে লেবাননেও চলছে ইস্রাঈলী আগ্রাসন। সেখানেও ১০ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। দু'হাযারের অধিক মানুষকে আকাশবোমা নিক্ষেপে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন 'হিযবুল্লাহ'র প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর 'হামাস' (গাযা নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন) ইস্রাঈলী ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালায়। হামাস মাত্র ২০ মিনিটে ৫০০০ রকেটবৃষ্টির মাধ্যমে ইস্রাঈলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায় এবং কাঁটা তারের বেড়া ভেঙ্গে ট্যাঙ্কসহ ইস্রাঈলের সীমানার মধ্যে ঢুকে কয়েকটি ইস্রাঈলী ট্যাঙ্ক দখল করে নিয়ে আসে। এই হামলায় প্রায় ১ হাযার ২০০ ইস্রাঈলী নিহত হয়। আর ২৪২ জনকে যিম্মী করা হয়। এতে ইস্রাঈল হতচকিত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তিগুলি ছাড়াও যখন বাহরায়েন, কাতার, আরব আমিরাত এমনকি সঊদী আরব ইস্রাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছিল, তখনই চারদিক অবরুদ্ধ, মৃত্যুর মুখোমুখি ফিলিস্তীনীরা এই হামলার মাধ্যমে বিশ্ব বিবেকের কাছে হয়ত এটাই বলতে চেয়েছিল যে, ফিলিস্তীনের আদি বাসিন্দা অবরুদ্ধ ২৩ লাখের অধিক মুসলিম নিশ্চিহ্ন হ'তে চায় না। তারা জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে পূর্ণ মানবাধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। হামাসের ওই হামলাকে ইস্রাঈল ফিলিস্তীনের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানোর মোক্ষম সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ফলে যিম্মীদের উদ্ধার এবং হামাস তথা ফিলিস্তীনকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে সেদিন থেকেই গাযায় অভিযান শুরু করে ইস্রাঈলী বাহিনী।

এদিকে ইস্রাঈলের হামলার প্রতিশোধ নিতে গত ডিসেম্বরে লোহিত সাগরে জাহাযে হামলা শুরু করে ইয়েমেনের হাওছী বিদ্রোহীরা। এতে মিসরসহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে বেশ

কিছু দেশ। হামলার শিকার হচ্ছে সেখানে অবস্থান করা পশ্চিমা যুদ্ধজাহাযও। মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হাওছীদের ওপর হামলা করেছে। ফলে লোহিত সাগরে জাহায চলাচল ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে বড় শিপিং লাইনগুলোর বেশিরভাগ জাহায আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। এতে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পরিবহনে আগের তুলনায় সময় বেশি লাগছে। লোহিত সাগরের এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে যদি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা না যায়, তাহলে এই উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি সুয়েজ খালে জাহায চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে জড়ালে বিশ্ব আরেকটি অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে বলে শঙ্কা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের কারণে তেলের দাম বাড়তে পারে। যার প্রভাব পড়বে সর্বক্ষেত্রে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছরে ক্রমাগত উচ্চ ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ তেল এবং অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গাযা উপত্যকা একসময় মিসরের অংশ ছিল। ওছমানীয় খেলাফতের পূর্ব থেকে ১৩০০ বছর পর্যন্ত কখনোই সেখানে কোন সংঘাত বা কোন ইহূদী বা মুসলিম প্রাণ হারায়নি। অথচ ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর কুখ্যাত 'বেলফোর ঘোষণা'-এর পর যখন ফিলিস্তীনে পৃথক ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়, তখন থেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার সূত্রপাত হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন ভূখন্ডে জাতিসংঘ কর্তৃক জোরপূর্বক 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধে ৩৬০ বর্গকিলোমিটারের গাযা ভূখণ্ডটি ইস্রাঈলের দখলে চলে যায়। ১৯৯৩ সালে 'অসলো চুক্তি'র পর গাযায় ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের সীমিত শাসন মেনে নেয় ইস্রাঈল। অতঃপর ২০০৫ সালে গাযা থেকে তারা ইহূদী বসতি পুরোপুরি গুটিয়ে নেয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'আল জাজিরা'র প্রতিবেদন মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের ১৪৩টি দেশ ফিলিস্তীনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যপদও রয়েছে ফিলিস্তীনের।

মূলত ১৯৪৮ সালে অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া 'ইস্রাঈল' পাশ্চাত্যের ও বৃহৎ শক্তি বলয়ের সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী ছাড়া কিছুই নয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈল ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেখানকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপরে ছড়ি ঘুরানোর উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের স্বার্থে একে 'রাষ্ট্র' নাম দিয়েছে ও জাতিসংঘের সদস্য করে নিয়েছে। অথচ ঐসব শক্তির সমর্থন উঠে গেলে ইস্রাঈলের 'রাষ্ট্র' হিসাবে আদৌ টিকে থাকার কোন ক্ষমতা নেই।

ইতিপূর্বে জার্মানীতে হিটলার ৬০ লাখ ইহূদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করে বলে শ্রুতি রয়েছে। যা 'হলোকস্ট ট্রাজেডী' নামে খ্যাত। অতঃপর সেখান থেকে ও অন্যান্য স্থান থেকে অবশিষ্ট ইহূদীদের এনে ফিলিস্তীনে জড়ো করা হয় এবং সেখানকার স্থায়ী মুসলিম আরব বাসিন্দাদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে এইসব ইহূদীদের বসতি স্থাপন করা হয়। অথচ ফিলিস্তীনে শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল আরব মুসলিম, আর মাত্র ৭ ভাগ ছিল ইহূদী। কিন্তু পশ্চিমা ইহূদী-খৃষ্টান পরাশক্তিগুলির নগ্ন সমর্থনে ও অস্ত্র সাহায্যে তারা আজ অজেয় শক্তিতে গর্বোদ্ধত।

১৯৪৮ সালে এই অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজও সেখানে নিয়মিত রক্ত ঝরছে। যখনই বর্তমান মানুষের দেওয়া এই অঙ্গীকার ছিন্ন হবে, তখনই ওরা আবার চূড়ান্ত লাঞ্ছনার শিকার হয়ে ঘুরতে থাকবে পৃথিবীব্যাপী। কারণ ইহুদীরা তওরাত ও ইনজীলকে বিকৃতকারী চির অবাধ্য জাতি। তারা তাদের নবীদের হত্যা করেছে। এমনকি হযরত ঈসাকেও হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে। অবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ওদের অনিষ্টকারিতা হ'তে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে মুসলিম উম্মাহকে সূরা ফাতিহায় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 'তুমি আমাদেরকে অভিশপ্ত (ইহূদী)-দের ও পথভ্রষ্ট (নাছারা)-দের পথে নিয়ে যেয়ো না' *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*। তবে তাদের মধ্যে সর্বদা কিছু ভালো লোক থাকবে, যারা মুসলমান হয়ে শান্তিময় জীবন যাপন করবে। যেমন হাবশার বাদশাহ নাজাশী, মদীনার আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তাদের সাথীগণ।

ইহূদীরা আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ বলেন, তাদের উপর আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা।... কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী' (বাক্বারাহ ২/৬১)। তিনি বলেন, 'তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানেই তারা থাকুক না কেন, কেবলমাত্র আল্লাহর অঙ্গীকার ও মানুষের অঙ্গীকার ব্যতীত। আর তারা নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের উপর পরমুখাপেক্ষিতা অবধারিত হয়েছে। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কেননা ওরা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*।

এক্ষণে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই নগরীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হ'লে মুসলিম শাসকগণকে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বের হয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে ইস্রাঈলের সাথে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পানিসীমা ও আকাশসীমা দিয়ে ইস্রাঈল ও তার সাহায্যকারীদের জাহায ও বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করতে হবে। বিশ্ব সভাগুলিতে কূটনৈতিক ভূমিকা জোরদার করতে হবে। সেই সাথে অবিলম্বে ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুসরণে স্বাধীন ফিলিস্তীন ও ইস্রাঈল দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। এটাই মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনের একমাত্র পথ। আল্লাহ যালেমদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করুন এবং মযলূমদের সহায় হৌন-আমীন!

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. মাসরূক্ব (মৃ. ৬২হি.) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللهَ. وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ 'মানুষের জ্ঞানী হওয়ার জন্য একটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করবে। আর মানুষের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে'।[১]

২. প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (৪০-১০৮হি.) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ، وَمَنْ أُوتِيهِنَّ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে দুনিয়াবিমুখ করে দেন, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দেন এবং নিজের দোষ-ত্রুটি অবলোকনের দৃষ্টিভঙ্গি দান করেন। আর যাকে এগুলো প্রদান করা হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া-আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে'।[২]

৩. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ صَلَاحِ تَوْبَتِكَ أَنْ تَعْرِفَ ذَنْبَكَ، وَإِنَّ مِنْ صَلَاحِ عَمَلِكَ أَنْ تَرْفُضَ عُجْبَكَ، وَإِنَّ مِنْ صَلَاحِ شُكْرِكَ أَنْ تَعْرِفَ تَقْصِيرَكَ، 'তোমার তওবার বিশুদ্ধতা হ'ল তুমি তোমার গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকবে। তোমার আমলের বিশুদ্ধতা হ'ল তুমি আত্মতুষ্টি পরিত্যাগ করবে। আর তোমার শুকরিয়া আদায়ের বিশুদ্ধতা হ'ল তুমি তোমার সীমাবদ্ধতা বা কমতিগুলো জানবে'।[৩]

৪. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, كثر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر وسرعة الانفعال، فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل الرئاسة، 'এমন অনেক মানুষ আছে যখন তারা নেতৃত্ব লাভ করে, তখন তাদের চরিত্র বদলে যায়, অহংকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অল্পতেই রাগ যাহির করে। নেতৃত্ব লাভের পূর্বে তাকে যে চরিত্রে দেখেছ, নেতৃত্ব লাভের পর তাকে সেই চরিত্রে পেতে চাওয়া তোমার ভুল হবে'।[৪]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ، 'আমার কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কামড়ে ধরে থাকা অধিকতর প্রিয় আল্লাহ্‌র ফায়ছালাকৃত কোন ব্যাপারে একথা বলার চেয়ে যে, হায়! যদি এটি না হ'ত' *(আবূদাঊদ, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৩৭।)*।

৬. তাবেঈ বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (মৃ. ১০৬ হি.) বলেছেন, يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ أَرَدْتَ أن تَعْلَمَ قَدْرَ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكَ فَغَمِّضْ عَيْنَيْكَ، 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের পরিমাণ জানতে চাও, তবে তোমার দু'চোখ বন্ধ কর (এবং চিন্তা কর, তাহ'লে তুমি দেখতে পাবে- তোমার দৃষ্টি তোমার জন্য কত বড় নে'মত এবং আল্লাহ তোমাকে কত রকম নে'মতে ভরপুর রেখেছেন)'।[৫]

৭. সার্রী আস-সাক্বাতী (১৬০-২৫৩ হি.) বলেন, لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثاً أو سبعمائة بعلو، 'নির্জনে ইখলাছের সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা উচ্চতর সনদে সত্তর কিংবা সাতশ'টি হাদীছ লেখার চেয়েও উত্তম'।[৬]

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, حَيَاةُ الْقَلْبِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ، وَالْإِنَابَةِ إِلَى اللهِ، وَتَرْكِ الذُّنُوبِ، 'সার্বক্ষণিক যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকা, আল্লাহমুখী হওয়া এবং পাপ বর্জনের মাধ্যমে অন্তর জীবিত থাকে'।[৭]

** এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/১৪২।*
২. *অকী' ইবনুল জাররাহ (১২৯-১৯৭হি.), কিতাবুয যুহদ, পৃ. ২১৭।*
৩. *আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৪৫৮।*
৪. *আব্দুল মালিক কাসিম, মিফতাহু দা'ওয়াতির রাসূল, পৃ. ৩০।*
৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৬/২৬৭।*
৬. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/২৭৮।*
৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ৩/২৪৮।*

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

সন্তান প্রতিপালনের রূপরেখা

সংকলনে : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা : গাঢ় আলিঙ্গন, উষ্ণ আন্তরিকতা, মায়া-মমতা ও শিক্ষার এক উন্মুক্ত দুয়ার হচ্ছে মা। তিনি পুষ্টি জোগানিয়া, তিনি চিকিৎসক, তিনি সান্ত্বনাদানকারিনী, তিনি নার্স, তিনি বেবিসিটার, তিনি জননী, তিনি সৎপরামর্শক, তিনি শিক্ষক, তিনি রক্ষক, তিনি জান্নাতের শ্রেষ্ঠ তোরণ। তিনি সহানুভূতিশীল, তিনি মমতাময়ী। সন্তানের সুখে তিনি সুখী, সন্তানের দুঃখে তিনি দুঃখী। এই তো হ'ল মা। সন্তান লালন-পালনে সে মায়ের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে কথাগুলো আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

সন্তান প্রতিপালনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ : শিশুর জীবন পরিচালনা ও দিকনির্দেশনায় মা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। অন্য যে কারও তুলনায় শিশুর সাথে মায়ের যোগাযোগই সবচেয়ে বেশী। মা ও শিশুর মাঝে কোন বাধা থাকে না। ফলে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই মা তার সন্তানদের নানা ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন। তাই প্রথমে মাকে নিয়ে কথা বলা বাঞ্ছনীয়। তাতে মা হবেন তাদের শিক্ষার ভিত্তি, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী পরিচালক।

হে পুণ্যশীলা জননী! আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখুন যে, শিশুকাল হচ্ছে মানুষের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠনকাল। সুতরাং এ সময়টার প্রতি আপনি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিন। শৈশবই ভবিষ্যতের সূতিকাগার। সন্তানদের সামনে সর্বদা ভাল কথা বলুন। কারণ তাদের সামনে ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই ঘটুক তারা তা স্মৃতিপটে জমিয়ে রাখে এবং সেগুলো শিখে ফেলে।

শিশু মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং আপনাকে শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা থেকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। আপনার বলা মিথ্যা কথা শুনে শুনে তাদের মধ্যেও মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। একবার এ অভ্যাস গড়ে উঠলে পরে তা বদলানো দুরূহ হয়ে পড়বে। এজন্য যখনই তাদের মুখ থেকে কোন মিথ্যা কথা শুনতে পাবেন তখনই তাকে সাবধান করবেন এবং সত্য বলতে আদেশ করবেন।

শিক্ষামূলক ধারণাগুলো তাদের উপযোগী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করবেন। এতে করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ সুদৃঢ় হবে এবং নেতিবাচক মূল্যবোধ থেকে তারা সুরক্ষা পাবে। তবে শর্ত এই যে, শিশুরা যেন তাদের মায়েদের থেকে প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীত কিছু দেখতে না পায়। যদি তারা মায়ের কথা ও কাজে অমিল পায় তবে মায়ের কথা তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

সন্তানরা যাতে মাতা-পিতার অনুকরণ করতে পারে সেজন্য তাদের প্রিয় সন্তানদের সামনে ভালো কাজ করা মাতা-পিতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 'রোল মডেল' শিক্ষার একটি বড় ধাপ এবং শিক্ষাদানের সহজতম কৌশলের অন্যতম। এ এক নিঃশব্দ দাওয়াত। শিখানোর ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

হে শ্রদ্ধেয় মা! আপনাকে অবশ্যই সন্তানদের যত্ন ও লালন-পালনের জন্য আবশ্যকীয় বিদ্যা শিখতে হবে। আপনি সন্তানদের কিভাবে লালন-পালন করেছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্র সামনে যখন আপনাকে দিতে হবে তখন আপনি যেন নিষ্কৃতি পান সে উপায় আপনাকে অবশ্যই রপ্ত করতে হবে। বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যেভাবে চেয়েছেন, ঠিক সেভাবে আপনাকে মাথায় নিতে হবে এবং বাস্তবে সন্তানদের মধ্যে তা কার্যকর করতে হবে। যখন আপনার দ্বারা এ কাজ পুরোপুরি অর্জিত হবে তখন বুঝা যাবে আপনি বিষয়টি যথার্থ বুঝেছেন। এতে করে আপনার সন্তানেরা নেককার ও যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে এবং তাদের সততা ও সাফল্য আপনার জন্য সুখ-শান্তির ফল্গুধারা বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি নবীপত্নীদের জীবনী পড়ুন, সে সকল মহীয়সী ও নেককার নারীর জীবনচরিত অধ্যয়ন করুন, যারা তাদের প্রজন্মকে আল্লাহপ্রেমিক ও উত্তম মানুষ রূপে গড়ে রেখে গেছেন। সেখান থেকে আপনি আপনার প্রকৃত কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন। জানতে পারবেন সেই দায়িত্বের কথা, যা আপনার উপর অর্পিত হয়েছে। আপনি নিজের দায়িত্ব পালনে তুষ্ট হ'তে পারেন, কিন্তু আপনার কাজটি সঠিক হচ্ছে নাকি বেঠিক হচ্ছে, সেটা আপনি জানেন না। আপনি যদি শুরুতেই জীবনী বিষয়ক কিছু বই পড়েন তাহ'লে আপনি সেখানে এমন খোরাক পাবেন, যা দ্বারা আপনি সঠিক পথ চিনতে পারবেন। যদি আপনার সন্তানের প্রতি এ দায়িত্ব পালনে আপনি গা ছাড়া ভাব অবলম্বন করেন, তাহ'লে আপনার দৃশ্যমান নানা কাজে ও কর্তব্যেও আপনি গা ছাড়া ও কর্তব্যবিমুখ থেকে যাবেন। যা মুসলিমা হিসাবে আপনার কাছে কখনই কাম্য হ'তে পারে না।

সুতরাং আপনার নাড়িছেঁড়া ধনদের সৎ ও যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তোলাই নিজের প্রথম প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করুন। আপনার আবশ্যকীয় এ দায়িত্ব পালনের জন্য পরিকল্পনা করুন! চিন্তা-ভাবনা করুন! অন্যদের সাথে কথা বলুন! সঠিক পন্থায় কি করে সন্তান পালন করতে হবে তা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন। যখন আপনার মাধ্যমে সন্তানাদি কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক পথে লালিত-পালিত হবে, তখনই বলা যাবে আপনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং আপনি এ কাজকে আপনার প্রধান ভাবনা হিসাবে গ্রহণ করুন। তবেই আপনার বুকের মানিকরা হবে আপনার স্মারক। যার বিনিময় আপনি আল্লাহ্র কাছে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন, আপনার নয়নমণিদের শৈশব থেকেই ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া আপনার অন্যতম গুরুদায়িত্ব। যেমন তোমার 'রব' কে? তোমার 'দ্বীনে'র নাম কি? তোমার 'নবী' কে? আপনি আক্বীদার এ জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলোর তা'লীম দিবেন। আপনার ছোট্ট সোনামণি আপনার মুখ থেকে এগুলো শুনতে শুনতে মুখস্থ করে নেবে। সে এগুলো জানতে জানতে প্রতিপালিত হবে এবং মুখে মুখে আওড়াবে। শুরুতে

সে এগুলোর অর্থ না বুঝলেও পরে বুঝতে পারবে। একদিন দেখবেন আপনার নয়নমণি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে একজন সৎ ও সংস্কারক হিসাবে গড়ে উঠেছে।

তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই কিছু উত্তম আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা আপনার কর্তব্য। যেমন ভাল কাজে ডান হাত ব্যবহার করা। কোন কিছু খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' ও পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। হাঁচি দিলে আওয়ায করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা এবং হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। কাজ শেষে শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কোথাও প্রবেশকালে 'সালাম' দেওয়া। প্রাণীর ছবি অঙ্কিত অথবা বাজে কিছু লেখা পোষাক পরা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। এগুলো যেন তার রুচির সাথে মিশে যায়। এ জাতীয় আদব-আখলাকের শিক্ষা পেলে শিশু ধীরে ধীরে ইসলামী আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং জীবন চলার পথে তা মেনে চলবে।

আপনার হৃদয়ের স্পন্দনতুল্য সন্তানকে প্রাত্যহিক পাঠ্য দো'আগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শিখাবেন। বাড়িতে প্রবেশকালীন দো'আ, বাড়ি থেকে বের হওয়ার দো'আ, পানাহারকালীন দো'আ, সকাল-সন্ধ্যার দো'আ, ঘুমানোর দো'আ, জাগরণের দো'আ, ওয়াশরুমে যাওয়া-আসার দো'আ ইত্যাদি শিখাবেন। সাথে সহজে পালনযোগ্য কিছু নফল আমলে তাকে অভ্যস্ত করবেন। এসবই আপনার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। হ'তে পারে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও আপনার এ কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে।

আপনার সন্তানদের জন্য মহান মালিকের নিকট দো'আ কবুলের সময়ে বেশী বেশী দো'আ করুন। অনেক সময় তারবিয়াত ব্যর্থ হ'লেও দো'আ সফলতা বয়ে আনে। দো'আয় ক্লান্ত হবেন না, বিরক্তি বোধ করবেন না। বার বার দো'আ করতে থাকুন! নাছোড়বান্দা হয়ে দো'আ করুন। বিশ্বাস রাখুন, দেরিতে হ'লেও রবের নিকট আপনার দো'আ কবুল হবেই।

ঘর-সংসারে অনেক সময় ঝগড়াঝাটি ঘটে যায়। রাগ-অভিমান হয়। সবকিছুর মাঝে খেয়াল রাখতে হবে, মা যেন তার কলিজার টুকরাগুলোর বিরুদ্ধে বদ দো'আ করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ মায়ের দো'আ সাধারণত বিফলে যায় না। আল্লাহ্‌র দরবারে কোন বদ দো'আ মঞ্জুর হয়ে গেলে তার পরিণাম শুভ হবে না। এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। সুতরাং দ্রুত রেগে যাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। বদ দো'আ করার আগে অবশ্যই পরিণাম সম্পর্কে ভাবতে হবে।

দো'আর পাশাপাশি মাতা-পিতা দু'জনকেই ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ হ'তে হবে। সন্তানদের ধার্মিক বানানোর এটাই সবচেয়ে কার্যকরী পথ। মাতা-পিতা যদি অধার্মিক ও দ্বীন বিরোধী হয় তবে সন্তানরাও দ্বীন বিমুখ থেকে যাবে। অবশ্য আল্লাহ দ্বীনদার করতে চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। সুতরাং আপনারা উভয়েই সন্তানদের অনুসরণীয় আদর্শ হ'তে সচেষ্ট হবেন। প্রতিদানে আল্লাহ আপনাদের জান্নাত দিবেন। মহান প্রভুর সমীপে তারা আপনাদের পদচিহ্ন হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ছেলে-মেয়েরা কথায়-কাজে যেন ইতিবাচক হয়, সেজন্য তাদের উৎসাহ যোগানো স্নেহময়ী মায়েদের অবশ্য কর্তব্য। কেননা ইতিবাচক প্রতিটি উৎসাহ আরেকটি ইতিবাচক উৎসাহের জন্ম দেয়। এভাবেই একের পর এক ইতিবাচক দিকের দেখা মেলে। সুতরাং এভাবে উৎসাহ যোগানো যেন আপনার স্থির কর্মসূচিতে পরিণত হয়। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে এমনি করে সর্বদা উৎসাহ যোগাতেন। যেমন তিনি আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আবদুল্লাহ কতই না ভালো মানুষ! যদি সে রাত জেগে ছালাত আদায় করত![1] সুতরাং আপনার সন্তানদের উৎসাহ দানের বিষয়টি আপনি কখনো বিস্মৃত হবেন না।

স্নেহময়ী মায়েদের চোখের মণিদের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও কর্মজীবন কেমন হওয়া উচিৎ, জীবনযুদ্ধে তাদের কি কি বাঁধা আসতে পারে এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই যরূরী। এসব কথায় শিশুর মগযে তার ভবিষ্যতের প্রস্তুতির চিন্তা জেঁকে বসবে। সুতরাং মাঝে মাঝেই এ আলোচনাগুলো করতে হবে।

মেয়েদের ঋতুকালীন বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়া স্নেহময়ী মায়েদের বিশেষ কর্তব্য। এ ধরনের ঘটনা যে স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে, মা তার আদরের দুলালীকে তা আগেভাগে স্পষ্ট করবেন। সাথে সাথে এ সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় শারঈ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করবেন। অনেক সময় দেখা যায়, কোন কিশোরীর মাসিক হয়েছে, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে সে দীর্ঘকাল এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলে না। তাই মমতাময়ী মাকে অবশ্যই তার নন্দিনীকে সময়কালে আগেভাগেই বিষয়টি জানিয়ে-বুঝিয়ে রাখতে হবে।

শেষ কথা : প্রিয় আম্মাজী! পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্যে মশগূল হয়ে আপনার আসল দায়িত্বকে দূরে ঠেলে দিবেন না। এই সন্তানেরা আপনার অধীনস্থজন। তাদের বিষয়ে আপনি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবেন। তখন মনগড়া আবোল-তাবোল প্রমাণ কোন কাজে আসবে না। সুতরাং আপনার উপর অর্পিত দায়িত্বের খোঁজ-খবর এ জগতেই রাখুন, যাতে পরজগতে আপনার জবাবদিহি আসান হয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

১. *বুখারী হা/১১২১, ১১২২, ১১৫৬, ৭০২৮; মুসলিম হা/৬২৬৪।*

দারুল হাদীছ কমপ্লেক্স মাদ্রাসা
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

শিক্ষক আবশ্যক

দারুল হাদীছ কমপ্লেক্স মাদ্রাসায় ২ জন দাওরায়ে হাদীছ ও কামিল পাশ শিক্ষক আবশ্যক।

❖ **সংযুক্তি** : জীবন বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত সনদপত্রের ফটোকপি।

সার্বিক যোগাযোগ : মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭১০০৬০৪৭১

শিক্ষক নয়; শিক্ষা-উদ্যোক্তা হৌন

*-সারওয়ার মিছবাহ**

বছর ঘুরে আসে বসন্ত। জানান দিয়ে যায়, পৃথিবীটা সুন্দর। তেমনই যুগের পরিক্রমায় আসে উত্থান। আসে বিপ্লব। জানান দিয়ে যায়, জাতি চিরশায়িত নয়। তাদের মাঝেও আছে যোগ্যতা। আছে শক্তি ও সামর্থ্য। তেমনই এক বিপ্লবের স্বপ্ন বুনছি হৃদয়ের গহীন কোণে। সে বিপ্লব হবে বাংলার বুকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিপ্লব। যে পথ ধরে বিপ্লব আসবে; সে পথ তৈরি হবে একদল শিক্ষা-উদ্যোক্তার নির্ঘুম রাত ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা। তাদের উদ্দেশ্যেই আজকের উপাখ্যান। আমরা চাই, আপনিও আমাদের কাফেলার একজন গর্বিত সদস্য হৌন। আমরা অনাগত বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তেই রয়েছি। আল্লাহ চাইলে খুব শীঘ্রই এর আগমন ঘটবে। আসবে শিক্ষাধারার বসন্তকাল।

আমাদের এই জীবন কতইনা গল্পে সাজানো। একেকটা গল্পের রং একেক রকম। জীবনের বিন্দু বিন্দু নানা রঙা গল্পগুলো একসাথে জোড়া দিয়ে তৈরি হয় উপন্যাস। সফলতা এবং ব্যর্থতার দিকে লক্ষ্য করে সেই উপন্যাসের শিরোনাম লেখা হয়। আমাদের চূড়ান্ত জীবন কাহিনী সফলতার হবে নাকি ব্যর্থতার হবে সেটা নির্ভর করে আমাদের জীবন-ধারণ, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি, আমানতদারীতা ইত্যাদির ওপরে। যে অঙ্গনেই আমরা থাকি না কেন, হিসাব-নিকাশটা একই রকম। যেমন, আমরা শিক্ষক। শিক্ষকতা আর দশটা চাকুরীর মত নয়। এই পেশা সম্মানিত হয়েছে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা মহান দায়িত্বের কারণে। সে দায়িত্ব শিক্ষিত জাতি গড়ার দায়িত্ব। এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে না নিয়ে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে সম্মানিত ভাবা বোকামী। আপনি যতই প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা মেনে চলেন, সময়মত ডিউটিতে যান, প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদ নষ্ট না করেন, অপচয় না করেন, ঠিকঠাক ক্লাসে উপস্থিত হন; তারপরও আপনি যদি ছাত্র তৈরিতে ব্যর্থ হন তবে আপনার জীবন উপন্যাসের শিরোনাম হবে 'একজন ব্যর্থ শিক্ষকের জীবনকথা'। এটাই অপ্রিয় সত্য।

শুধু প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম রক্ষাই আমাদের দায়িত্ব নয়, যে ছাত্রগুলো তাদের জীবনের মূল্যবান সময় আমাদের হাতে দিয়ে, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সকাল আটটা থেকে দুপুর ১-টা পর্যন্ত বসে থাকে, আমরা দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, বসতে বললে বসে, পড়তে বললে পড়ে, চুপ থাকতে বললে চুপ থাকে; তাদের জীবন গড়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব! অথচ আমাদের এই বিষয়ে কোন জবাবদিহিতা নেই! ছাত্রদের জীবনের বিষয়ে আমাদের কোন আমানতদারীতা আছে বলে আমরা জানি না। যে কোন মূল্যে তাদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে, তারা যা শিখতে আমাদের কাছে এসেছে তাদেরকে তা শিখাতে হবে; এই ধরনের মানসিকতাই আমাদের নেই। কোন ধরনের শিক্ষক আমরা!

একজন তালিবুল ইলম যখন মাদ্রাসায় ভর্তি হয় তখন শিক্ষক তাকে বোঝান, দুনিয়ার জীবনটা ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবনটা চিরস্থায়ী। পড়াশোনার তাকীদ দিতে গিয়ে তাকে বড় বড় ইমাম ও আলেমের গল্প শোনানো হয়। মানসপটে এঁকে দেয়া হয় বরেণ্য আলেমদের কষ্ট করে লেখাপড়া করার চিত্র। কিভাবে তারা বড় হয়েছেন। কিভাবে তারা জাতির জন্য অবদান রেখেছেন। এই কথাগুলোর মাধ্যমেই তাকে স্বপ্ন দেখোনো হয়। এভাবেই তারা স্বপ্ন দেখতে শিখে। স্বপ্ন লালন করতে শিখে। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করতে শিখে। স্বপ্ন দেখার ধারাবাহিকতায় আমাদের শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষকদের কাছে স্বপ্ন দেখতে শিখেছেন। আমরা শিখেছি আমাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের ছাত্ররা শিখবে আমাদের কাছে। যুগ যুগ ধরেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

তবে এখন আর ছাত্ররা বড় আলেম হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। কেউ তাদেরকে স্বপ্ন দেখায়ও না। শিক্ষক হিসাবে এই জায়গায় আমরা ব্যর্থ। আমরা তাদেরকে ইমাম বুখারী হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে পারিনি। আলেম হওয়ার জন্য যে ইলমী পরিবেশ দরকার; সে পরিবেশও দিতে পারিনি। এদিকে কথিত কিছু সচেতন অভিভাবক আমাদের ব্যর্থতার আগুনে ঘি ঢেলেছেন। তারা সন্তানদের দুনিয়াদার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তবে ব্যর্থতা আমাদের। কারণ ছাত্ররা বাবা মায়ের তুলনায় শিক্ষকের কথা মান্য করে বেশী। তবুও আমরা তাদের বুকে ইলমের ভালোবাসার বীজ রোপণ করতে পারিনি। জানি না এই আনুগত্যের পরিবেশ কতদিন টিকবে। আমাদের অবহেলার কারণে যেন ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে না পড়ে, সেই দো'আই করি।

অনেক আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্র যখন আমাদেরই দুর্বলতার জন্য নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজের শিক্ষকতার পরিচয় লজ্জায় পরিণত হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা দেখেছি, ছাত্ররা বইয়ের অনুশীলনীর বাইরে কিছুই পারে না। একজন মীযানের ছাত্র শুধু সেই ছীগাগুলোই পারে যেগুলো বইয়ের অনুশীলনীতে আছে। একজন সাহিত্যের ছাত্র শুধু ক্লাসের বইয়ের ইবারত পড়তে পারে, সমমানের কোন আরবী কিতাব খুলে সে কিছুই বুঝতে পারে না। একজন নাহুর ছাত্র শুধু সেই তারকীবগুলোই পারে যেগুলো তার বইয়ে রয়েছে। অনুরূপ নতুন কোন বাক্য গঠন করে দিলে সেটার তারকীব করতে পারে না। যদি এমনই হয় পড়াশোনার অবস্থা তবে আমাদের স্বার্থকতা কোথায়? আমরা তো অবুঝ নই। আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের ছাত্রদেরকে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে! তারা যা কিছু পড়েছে অচিরেই তা ভুলে যাবে। কারণ তারা সবকিছুই মুখস্থ করেছে। কোন কিছুই শেখেনি। আর মুখস্থ বিদ্যা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

তারা তারকীব না শিখে মুখস্থ করে। তারা পরীক্ষার আগে তারকীবের খাতা আগাগোড়া হিফয করে এবং একে অপরের সাথে শোনাশুনি করে। অথচ তারকীব মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়া পুরা বইয়ের গণিত মুখস্থ করে পরীক্ষায় ১০০ নম্বর পাওয়ার মত। এই গণিত ভবিষ্যতে না অপরের কোন কাজে আসবে, না নিজের কোন কাজে আসবে। তাকে ভবিষ্যতে

জিজ্ঞাসা করা হবে, ৩ আর ২ কত হয়? সে বলবে, পাঁচ। তবে যদি বলা হয়, ২ আর ৩ কত হয়? সে বলবে, আমি জানি না। এটা বইয়ে নেই। সে ইসম ও ফে'লের আলামত বুলেটের গতিতে মুখস্থ বলতে পারবে। কিন্তু এক লাইন আরবী থেকে কোন ইসম বা ফে'ল নির্ণয় করতে পারবে না। এটা কেমন পড়াশোনা? অথচ সবকিছু বুঝেও আমাদের কোনই অনুশোচনা নেই।

দেখুন! একজন কবি এবং একজন কবিতা মুখস্থ করা ছাত্রের ভেতরে বেশ পার্থক্য রয়েছে। হাযারটা কবিতা মুখস্থ করানোর চেয়ে একজন কবি তৈরি করা উত্তম। কারণ মুখস্থ কবিতার সংখ্যা লক্ষাধিক হ'লেও সেটা সীমিত। তবে কবির বুকে জমানো কবিতার সংখ্যা অসীম। আমাদেরকে সেই অসীমের পথে হাঁটতে হবে। ছাত্রদেরকে দশটা তারকীব মুখস্থ না করিয়ে একটা তারকীব শেখাতে হবে। যেন সমমানের যে কোন বাক্যের তারকীব সে করতে পারে। আমাদের সাহিত্য যেন শুধু 'আদ-দুরুসুল আরাবিয়্যাহ' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়। ছরফ যেন মীযানুছ ছরফ, পাঞ্জেগাঞ্জ, ইলমুছ ছীগার ভেতরে গুটিয়ে না যায়। নাহু যেন নাহবেমীর, হিদায়াতুন্নাহু, কাফিয়ার ভেতরে সীমিত হয়ে না যায়। এর বাইরেও রয়েছে ইলমের সুবিশাল দুনিয়া। বিচরণ থাকতে হবে সেই দুনিয়ায়। অথচ সেই দুনিয়ায় বিচরণ করা তো দূরের কথা, পরীক্ষার আগে বই দাগিয়ে না দিলে আমাদের ছাত্ররা পাশ করতে পারে না। কতটা সংকীর্ণতায় আমাদের বসবাস!

আমরা আজ থেকেই পরীক্ষার আগে বই দাগিয়ে দেয়ার আবহমান ধারা বন্ধ করতে চাই। আমরা বলতে চাই, পরীক্ষায় বই দাগিয়ে দেয়া ছাত্রদেরকে পংগু করে ফেলার মতই। আপনি সর্বদা পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন করবেন এবং সারা বছর ছাত্রদের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তৈরি করবেন। যদি আপনি প্রশ্ন বলে দেন তবে ছাত্র যতই মেধাবী হোক, সে আপনার বলে দেয়া প্রশ্নের সাহায্য নিবেই। কারণ সে ছাত্র। সে এখনো যোগ্যতার প্রয়োজন দুইচোখে দেখেনি। সে কখনোই পুরো বই পড়বে না। পিড়ির পরে পিড়ি প্রশ্ন বলে নিয়ে পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রদের এটা মেনে নিতে প্রথমত কষ্ট হবে। তবে তারাই পরবর্তীতে বলবে, আমাদের সময় এটা চালু হওয়ার জন্য আজকে কিছু শিখেছি। সাবেকরা বলবে, আমাদের সময় কেন এটা চালু হয়নি?

সৃজনশীল প্রশ্ন চালু করতে অনেক বাধা পার হ'তে হবে। এটাই আরবীর বিপ্লবের প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন ধাপ। প্রথমেই আপনার চোখে পড়বে সিলেবাসের সমস্যা। হ্যাঁ, যদি সিলেবাসে সমস্যা থাকে তবে সিলেবাস সংশোধন করতে হবে। যদি পাঠ্যপুস্তকে সমস্যা থাকে তবে সেই পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করতে হবে। ছাত্রদের যোগ্যতার বিষয়ে কোন কিছুর সাথে আপোষ চলবে না। তাদেরকে যোগ্য করে তোলার জন্য কখনো নিয়ম তৈরী করা হ'তে পারে, আবার কখনো নিয়ম ভাঙ্গা লাগতে পারে। এটা কোন বিদ্রোহীর মত কথা নয়। কারণ ইসলাম আমাদের শিখায় 'আল-হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগযু ফিল্লাহ'। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন সব কাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তেমনই একজন শিক্ষকের শিক্ষকতায় সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ছাত্র গড়ে তোলা। তবেই তিনি আদর্শ শিক্ষক হবেন বলে আমরা মনে করি।

তবে সমস্যা এখানেই শেষ নয়। আপনি যখন ধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তখন ছাত্রমহল এবং শিক্ষকমহলেরও অনেকেই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তারা আপনার অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং অপ্রাসঙ্গিক কিছু দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। সে পরিস্থিতিকে যদি আপনি মোকাবিলা করতে না পারেন তবে আপনি শিক্ষকই থেকে যাবেন। শিক্ষা-উদ্যোক্তা হ'তে পারবেন না। তবে আমরা চাই, আপনি শিক্ষা-উদ্যোক্তা হোন। আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-উদ্যোক্তা তৈরি হোক। তা না হ'লে বিপ্লব সাধিত হবে কিভাবে? এজন্য আমরা আপনার বিবেচনার জন্য কিছু প্রস্তাবনা করার চেষ্টা করব। যদি আমাদের কথাগুলো অহেতুক মনে হয় তবে আপনার কাছে আমাদের কোনই আবেদন নেই। আর যদি সঠিক মনে হয় তবে আপনাকে অনুরোধ করব, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হৌন।

দেখুন! মানুষ মাত্রই তার ব্যক্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে তার নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। তার বিবেক ও বিচারশক্তি রয়েছে। তার দায়িত্ববোধ ও আমানতদারীতা রয়েছে। এগুলো কোনটিই না রেখে শুধুমাত্র শিরদাঁড়া পিঠে ধারণ করে মানুষ দাবী করা হাস্যকর। আমরা আপনাকে প্রথমেই বলতে চাই, মেরুদণ্ড আবশ্যক। যোগ্য জাতি গড়তে প্রথমেই আপনাকে শিরদাঁড়া সম্পন্ন একজন মানুষ হ'তে হবে। আপনাকে অমুখাপেক্ষী হ'তে হবে। আপনি না ছাত্রদের মুখাপেক্ষী হবেন, না ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। আপনার পকেটভরা টাকা না থাকুক, হৃদয় ভরা প্রাচুর্য থাকতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আপনি ছাত্রদের দিয়ে টুকটাক খেদমত নিবেন। এটা আপনার অধিকার। তবে নিজের কাজ নিজে করতে পারলে সেটা আপনার জন্য গর্বের বিষয়। মনে রাখবেন, ছাত্ররা সেই শিক্ষকের কাপড় পরিষ্কার করে গর্ববোধ করে যে শিক্ষক কখনো কাউকে কাপড় ধুতে দেয় না। ছাত্ররা সেই শিক্ষককে মন থেকে শ্রদ্ধা করে যাকে তারা কখনো কিছু দিতে পারেনি, বছরের পরে বছর শুধু তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে গেছে। এমন শিক্ষকের চোখে চোখ পড়লেই ছাত্র নিজেকে ঋণী মনে করে। অকৃত্রিমভাবে তার ভেতরে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। আপনিই বলুন, একজন ছাত্রকে বছরের পরে বছর পড়িয়ে যদি নিজের কাছে ঋণীই করতে না পারেন তবে আপনি কেমন শিক্ষক?

মনে রাখবেন, শিক্ষকতায় অহংকারী হবেন না। অহংকারী শিক্ষকদের কেউ পসন্দ করে না। অহংকার মানে এমন মানসিকতা লালন করা, 'আমি শিক্ষক হয়ে গেছি। আমি যদি এখন নাহু-ছরফের কোর্স করি তবে ছাত্ররা কি বলবে! আমি সিনিয়র শিক্ষক। আমিই যদি আরবী তারকীবের কোর্স করি তবে ছাত্ররা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে কি ধারণা করবে! আমি

শিক্ষক হয়ে আরেক শিক্ষকের কাছে পড়া বুঝিয়ে নিলে আমার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সবার কাছে আমার অবস্থান নীচে নেমে যাবে'। এগুলো ভেবে আপনি বছরের পরে বছর নিজের ভেতরে দুর্বলতা পুষে রেখে ছাত্রদের ওপরে যুলুম করে যাচ্ছেন। দেখুন! দুর্বলতা ঢেকে রাখা যায় না। সেটা একসময় প্রকাশ পেয়েই যায়। প্রতিকূল পরিবেশে চরম লজ্জিত হওয়ার আগেই নিজেকে সমৃদ্ধ করুন। যেটা জানেন না সেটা জানুন। যেটা পারেন না সেটা শিখুন। শিক্ষা কখনো লজ্জার বিষয় নয়, সেটা যে বয়সেই হোক। যখনই নতুন কোন বিষয় শিখবেন তখনই সেটা ছাত্রদেরকে শিখাবেন। আপনার ভেতরে আল্লাহ যে দক্ষতা দান করেছেন সেই বিষয়গুলোতে সাধারণ দারসের ব্যবস্থা করুন। সেটা সম্ভব না হ'লে নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মশালার ব্যবস্থা করুন। যেন সবাই সেখানে বসতে পারে।

ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিখানোর জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি বের করুন। এটাই শিক্ষা-উদ্যোক্তার কাজ। আপনার দায়িত্ব হবে, পড়ালেখাকে সহজলভ্য করার উপায় বের করা। প্রাইভেট ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসা। আমাদের অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা লেখাপড়াকে ব্যবসার মাধ্যম বানিয়েছেন। আমার এই লেখা তাদের কাছে চোখের বালির মত খচখচ করাটাই স্বাভাবিক। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, নিজেদের মেধা দ্বারা জাতির উপকার করার চেষ্টা করুন।

বর্তমানে প্রাইভেট ব্যবস্থা যে কতটা অভিশাপের তা হয়ত আমার ভাষায় আপনি বুঝবেন না। এটা কেবল তারাই বুঝবে যাদের বাবা অনেক কষ্ট করে মাসের বেতন তো চালিয়ে নেয় ঠিকই কিন্তু প্রতিমাসে প্রাইভেট টিউটর রাখার জন্য আলাদা টাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। আপনি যদি তাদের সেবা করেন, বিনিময়ে আপনি দো'আ পাবেন। একজন তালিবুল ইলম যখন মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে যায়, তখন বাবা-মা তাদের জিজ্ঞাসা করে, কে কেমন পড়ায়, কে কেমন শিখায়, কে কেমন যত্ন নেয়। যখন তারা কোন শিক্ষকের প্রশংসা শোনে তখন তারা দো'আ করে। বলে, 'আল্লাহ যেন তার ভাল করে'। অথচ সেই শিক্ষককে তারা চেনে না। আপনি কি বিশ্বাস করেন না, প্রাইভেটের কয়েকটা পয়সার চেয়ে এই দো'আ অনেক বেশী দামী? আপনি শিক্ষক হওয়ার পরেও যদি আপনাকে দো'আর গুরুত্ব বুঝাতে হয় তবে সেটা বড়ই দুঃখজনক।

আপনার প্রতি আমাদের নিবেদন, আপনি নিজ প্রতিষ্ঠানে মানসম্মতভাবে আরবী শিক্ষাকে চালু করুন। এজন্য আপনাকে মাদ্রাসা প্রধান হ'তে হবে না। নিজ স্থান থেকে মাদ্রাসাকে কুরআন-হাদীছের ইলমী মারকায বানানোর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করুন। দেশ-বিদেশ থেকে আপনাকে কেন্দ্র করে জ্ঞান পিপাসু তালিবুল ইলমের হিড়িক পড়বে আপনার প্রতিষ্ঠানে। হ্যাঁ, সেজন্য আপনাকে আগে যোগ্য হ'তে হবে। আমি তো মনে করি, আমরা পরনিন্দা এবং অপরের দোষ খোঁজায় যে সময় অতিবাহিত করি শুধু ততটুকু সময় সুন্দরভাবে পড়াশুনায় ব্যবহার করলে অল্পদিনেই নিজের যোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব।

সবসময় এটা মাথায় রাখবেন, প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দাম রয়েছে। বিশেষজ্ঞ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়কেই আপনি ছোট করে দেখতে পারবেন না। পড়াশোনার বিষয় তো আছেই, কেউ যদি ভাল মুচি হয় তবুও তার কাছে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে জুতা সেলাই করতে আসবে। কোন রেস্তোরাঁর বাবুর্চি যদি ভাল খিচুড়ি রান্না করতে পারে তবে মানুষ সেই রেস্তোরাঁয় সকালের নাশতা করার আশা করবে। এমনকি কোন নাপিত যদি ভাল চুল কাটে তবে একবেলা সিরিয়াল দিয়ে হ'লেও সবাই তার কাছে চুল কাটতে চাইবে। প্রত্যেক সেরার কদর রয়েছে। সুতরাং স্কিল ডেভেলপের চেষ্টা করুন। এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি।

পরিশেষে আবারো আপনাকে অনুরোধ করছি, নিজের যোগ্যতা বাড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। আমরা স্পষ্ট বসন্ত দেখতে পাচ্ছি। আপনি কান পেতে শুনুন! আপনার অঙ্গনে তা উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। আপনি নিজের ফুল বাগান উজাড় করে সেই বসন্তকে রুখে দিতে পারবেন না। শিক্ষাধারায় বসন্ত আসবেই। বৃক্ষরাজি নতুন সাজে সাজবেই। সুতরাং বসন্ত উপলক্ষে নিজের ফুল বাগানকে সমৃদ্ধ করুন। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখুন। ছাত্রদেরকে স্বপ্ন দেখান। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার গর্বিত শিক্ষা-উদ্যোক্তা হৌন।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

জীবন হ'ল মৃত্যুর পথে নিরন্তর ছুটে চলা

*-মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম**

ভূমিকা : যেদিন নবজাতকের চোখের তারায় আলোকরেখা তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেছিল; তারও বহু পূর্বে নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ পৃথিবীতে আগমনের মতই একদিন তাকে হারিয়ে যেতে হবে। যে মুহূর্তে সদ্য প্রসূত নবজাতকের কোমল ত্বক স্পর্শ করেছে ভূবনের স্নিগ্ধ হাওয়া, সেদিনই অদৃশ্য ঘড়িতে শুরু হয়ে গেছে কাঁটাগুলোর ব্যস্ত ঘূর্ণন। প্রতিটি ক্ষণ ঠিক ঠিক হিসাব মতই আবর্তন করে যাচ্ছে জীবনের কক্ষপথের শেষ সীমানার লক্ষ্যে। এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে নবজাতকের প্রতিটি ক্ষণ। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব আর বার্ধক্যের যাত্রা শেষে একদিন দেখে, যেন ক্ষণকাল পূর্বে জন্ম নেয়া শিশুটি আজ মৃত্যুশয্যায় গভীর ভাবনায় শায়িত। অদৃশ্য ঘড়ির শেষ মুহূর্তের টিকটিক আওয়াজ সে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে আপন চেতনায়। সহসাই দুর্বল চোখ দু'টো বুজে হারিয়ে যায় ওপারের জগতে। এপারের মিছে মায়া ভুলে তাকে রবের অদৃশ্য ইশারায় চলে যেতে হয় প্রভুর দরবারে। রহমানের রহমতপূর্ণ জান্নাতে, নতুবা আগুনের লেলিহান শিখাতলে। মাতৃপ্রদত্ত সুন্দর নাম ছিল তার; হঠাৎই এই জগতে সে বনে যায় 'লাশ'। বেদনার সমারোহে চলে স্বজনের দ্রুত প্রস্তুতি– মাটিচাপা দিতে হবে অদূরের ঐ গোরস্থানে!

হায়াতের দিনগুলো : জীবন! অক্ষরের হিসাবে মাত্র তিন, ধ্বনির গণনায় এক, আর উচ্চারণে সহজতর একখানি সরল শব্দ। অ আ ক খ শেখার কাল হ'তে কতবার এই শব্দটি মানুষের মুখে শুনি, বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখি, খাতায় লিখি, তবে পৃথিবীর হিসাবে নিতান্তই অবিশেষায়িত রূপে! কারণ সে জীবনের যে বোধ, হায়াতের যে রূপ; সে রূপের সৌন্দর্যে বড্ড একটা চোখ মেলে তাকানো হয়নি কখনো। কিংবা মওতের ক্ষণ গণনার যে ভয়াবহতা তা উপলব্ধিতে আনার ফুরসত খুব একটা মেলেনি। শত সহস্র কর্মব্যস্ততায় হয়ত প্রভুর সাথে ইবাদতের লেনা-দেনায় রোজনামচা খুলে হিসাব কষা হয়নি বহুদিন! আজ 'এটা' কাল 'ওটা'-র অজুহাতে হায়াতের ক্ষণগুলো প্রকৃতপক্ষে অপচয়ে কাটাচ্ছি। অথচ জীবন মানেই প্রতিক্ষণে মৃত্যুর দিকে দ্রুততম গতিবেগে ছুটে চলা, সে জীবনবোধ আজ নেই বললেই চলে।

হায়াতের ক্ষণ আর কতইবা! আজকাল বয়সের হিসাবে ৬০-এর ঘরে পৌঁছাতে পারাটাই বড় জটিল। নানান রোগ আর তাক্বদীরের লিখনে এর কত আগেই ওপারে পাড়ি জমাতে হয়। সুতরাং এই জীবনকে দৈর্ঘ্যের হিসাবে ক্ষুদ্রতর বলাটা দোষণীয় নয়। কারণ মুসাফির স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভ্রমণে বের হয়, এককালে ফিরে যেতে হয় আপন নীড়ে। গণিত শাস্ত্রের সাথে সাহিত্যের কিঞ্চিৎ বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও গণিতের হিসাবে ন্যূনতম ছ'ঘণ্টা যদি আমরা নিদ্রারত থাকি তবে জীবনের এক-চতুর্থাংশ কেবল কেটে যাচ্ছে আয়েশের আয়োজনে। বাকী তিনটি ভাগ? সেই তিন ভাগের কিয়দংশই কেবল ইবাদতে কাটাই। জীবনের নানান ব্যস্ততার আয়োজনে আর প্রয়োজনের ছোটাছুটিতে কখনো সেটুকুও আবার হয়ে ওঠে না প্রতিদিন।

দুনিয়ার সৌন্দর্যে মত্ত হয়ে ভুলে যাই আমরা হায়াতের দিনের হিসাব। সমীকরণের অজানা রাশির মান কত হ'তে পারে তা জানা নেই কারোরই। তবে যতদিনই পাইনা কেন হায়াতের দিন, রিযিকের সন্ধানে ছোটার পূর্বে যাচাই করে নেয়া চাই প্রভুর দুয়ারে হাযিরার হিসাব। কই! তবুও তো হায়াতের দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি অবাধ পাপাচারে, প্রভুপ্রদত্ত মস্তিষ্কে আর হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্যও আন্দোলিত হচ্ছে না হায়াতের মূল লক্ষ্য কি? কেন শতমোড়পূর্ণ জীবনের পথে সংগ্রাম করা, আর কারইবা দয়ায় রোজ রোজ পথ চলা? সেই চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাতে হ'লে প্রয়োজন স্বচ্ছ ভাবুক অন্তর। যেখানে সহজেই রোপণ করা যায় প্রভুর বাণীর তাযা বীজ। যে বীজ দেড় সহস্র বছর পূর্বেই বপিত হয়েছে অনেক আরব-অনারবের অন্তরে।

ক্ষণিকের মুসাফির হিসাবে জীবন যাত্রায় সহসাই আমি ভুলে যাই আমার আসল পথ ও পরিচয়। জীবনের প্রকৃত সরণির পাশে বয়ে চলা পাপ সাগরের একজন দক্ষ নাবিক হয়ে উঠি ধীরে ধীরে। প্রতিটি পাপ যদি জাহায হয় তবে জাহাযের পাল তোলায় আমার হাত পরিপক্ব, মাস্তুল নিয়ন্ত্রণে ক্ষণিকের জন্যও কাঁপেনা হাত ও হৃদয়। শত জাহায আর নাবিকের ভিড়ে অগ্রে চলতে থাকি। অথচ যে জাহাযের নাবিক হয়েছি তা-যে কলঙ্কময় সে ইশারার অর্থ বুঝতে কেন দেরী? একদিন তো হারিয়ে যেতেই হবে, আসমান ছেড়ে বহু দূর, শূন্য হ'তে মহাশূন্যের প্রান্তে গিয়ে মিলবে ঠাঁই।

পরিশুদ্ধতার আহ্বান : হে পথহারা মুসাফির! যে পথের শেষ দেখার ইচ্ছায় অবাধ পাপাচারে জাহায চালিয়েছি তীরের দিক, সেই তীর দর্শনের পূর্বেই যদি ডাক আসে ওপারের, তবে মাঝ সাগরে কূলহীনে তোমার কি অবস্থা হবে? অন্তরে তোমার পাপাচারের মরিচা। আমলের খাতা শূন্যের কাছাকাছি। বেশভূষায় তুমি হয়তোবা বেশ চঞ্চল আর খানিকটা অবাধ্য স্বভাবের। দ্বীন আর হায়াতের মাধুর্যময় ছন্দে হয়তোবা তুমি বিরক্ত। কিন্তু আজই সঠিক সময়। তোমার বোধকে জাগ্রত করার। যে হৃদয় এতকাল আত্মকেন্দ্রিক নির্দেশনার অনুসরণ করেছে, সে অন্তরেই তোমাকে নব উদ্যমে দ্বীনের স্নিগ্ধ মুগ্ধতা জাগাতে হবে। অনুভবের তরঙ্গদোলায় আর মস্তিষ্কের নির্দেশনার লাল-নীল সংকেতে তোমাকেই আপন হাতে চালাতে হবে ছন্দপতনের ছুরি। অবাধ্যতা আর ক্রমাগত বেড়ে চলা দম্ভের সমাপ্তি টানতে হবে একান্ত আপনাতেই। তোমাকে হ'তে হবে আত্মচেতনায় উচ্ছ্বাসিত আর দ্বীনের অমিছে দর্শনে উদ্বেলিত মুজাহিদ। যে তার ধারালো তলোয়ার উত্তোলন করবে অবাধ্যতার রুক্ষ ছন্দপতনে। তাই স্তব্ধ হও, ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে জমে থাকা ধুলোর আস্তরণ ঝেড়ে ফেল সময়ের

** শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আবর্তনে। তোমার জীবনতরীকে শত মোড় ঘুরিয়ে মৃত্যুমোড়ে যাবার আগেই ভেড়াতে হবে দ্বীনের স্টপেজে। সেই বোধ একবার জাগাও।

শেষকথা : আমাদের এই জীবন; সে তো মৃত্যুর পথে নিরন্তর ছুটে চলা। মাঝখানে কেবল রচনা করি পাপ-পূণ্যের হিসাবে ভরা পেটমোটা একখানি রোজনামচা। যা মূল্যায়ন শেষে ফিরে আসবে রহমত কিংবা আযাব হয়েই। আমি যেদিন থাকব না... জানি! আজকের মতো সেদিনও এই পথে ফুল ঝরে পড়বে। শিমুলের শুভ্র শরতের পেঁজা তুলোর মত মেঘমালা পৃথিবীর প্রান্ত জুড়ে তার ভ্রমণ সমাপ্ত করবে। দমকা হাওয়ায় বৃক্ষের পাতায় পাতায় ঘর্ষণের দ্যোতনায় পৃথিবীতে ঘুমিয়ে রবে স্নিগ্ধ কতগুলি প্রাণ।

হে পাপাচারে লিপ্ত মন! স্নিগ্ধ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপের উত্তাপ, শীতের সকালে ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, বর্ষায় থৈ থৈ করা বিস্তীর্ণ বিল, শরতের আকাশে চোখভরা মুগ্ধতা কিংবা বাতাসে ভেসে বেড়ানো নাম নাজানা অযুত ফুলের সুঘ্রাণে যে বসন্ত তার কোনটিই তোমার জন্য নয়। বাইরের অবয়বে কোন স্বার্থকতা নেই, ভেতরেরটুকু যদি ভালো হয় তবেই তোমার ক্ষুদ্র ঘর গ্রীষ্ম হ'তে বসন্তের সব মৌসুমই অনুভব করবে বসন্তের স্নিগ্ধতা আর শীতের হিমেল পরশ। এটাই বাস্তবতা! এই পৃথিবীতে তরুমর্মরের কড়কড় শব্দ রয়ে যাবে, শ্যামল মাটির তরে উর্বর পরশ আর সূর্য তার স্বকীয় তির্যক আলো নিয়ে হয়তো শেষ দিবসের পূর্ব অবধি রয়ে যাবে, কিন্তু! জীবনের জ্বালানী শেষে তুমি সেই উর্বর মাটির নীচে চাপা পড়ে রবে, কোমল চাপে অথবা অসহ্য যন্ত্রণা ক্বিয়ামত অবধি সয়ে যেতে হবে গগণবিদারী চিৎকারে। তাই এবার বোধ যে তোমার জাগাতেই হবে। সেই বোধের কামনায় দ্বীনের চর্চা করো আর অবাধ কলঙ্কময় অধ্যায় ভুলে যাও, মুছে দাও মন থেকে তোমার পূর্ব ইতিহাস..., মানুষ হবার পরও মানুষকে ছাড়িয়ে স্বপ্ন দেখো নতুনরূপে মানুষ হবার।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অজানা কাহিনী

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ**

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ইসলামের প্রাচীন সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। দজলা নদীর তীরবর্তী শহরটি দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলীফা আল-মানছূর (১৩৬-১৫৮হি.) ১৪৪ অথবা ১৪৬ হিজরীতে নির্মাণ সমাপ্ত করেন।[১] সে সময় একে মদীনাতুস সালাম বা শান্তির শহর বলা হ'ত। তখন থেকে অদ্যাবধি এটি রাজধানী শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এই শহরটি মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠে। যার সুশোভিত গাছপালা, স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণ এবং সিঞ্চিত শিশিরকণার কোমল স্পর্শে যেন জরাগ্রস্ত প্রাণও নবজীবন লাভ করে। অপরদিকে তিন স্তর প্রাচীর বেষ্টিত বৃহদাকৃতির সুরম্য প্রাসাদ, সুরক্ষিত দুর্গ ও তোরণসহ নান্দনিক স্থাপত্যশিল্প তৎকালীন ইসলামী সভ্যতার ঐশ্বর্য এবং মুসলমানদের অভিনব স্থাপত্য বিদ্যার সাক্ষ্য বহন করে।

বাগদাদ শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর দালান-কোঠার অবকাঠামোগত বৈচিত্র্যময় নিপুণতার জন্য বিখ্যাত নয়, বরং এটি শিক্ষা নগরী হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে জ্ঞান সাগরে অবগাহনের জন্য আসত। এই শহরেই ৪৫৯ হি./১০৬৬ খৃ. সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান নিযামিয়া মাদ্রাসা, সেলজুক সুলতান আল্প আরসালান (মৃ. ৪৬৫ হি.) ও মালিকশাহ (মৃ. ৪৮৫ হি.)-এর চৌকষ মন্ত্রী নিযামুল মুলক তূসী (মৃ. ৪৮৫ হি.)-এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় ইসলামী বিশ্বের একদিকে বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খেলাফত ও মিশর কেন্দ্রিক ইসমাঈলী শী'আপন্থী ফাতেমীয় খেলাফত এবং অপরদিকে পারস্যের ইছফাহান কেন্দ্রিক সেলজুক তুর্কী সালতানাতের রাজত্ব কায়েম ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতে যেমন সেলজুকদের ব্যাপক প্রভাব ছিল তদ্রূপ এই দুই সাম্রাজ্যের উপর শী'আ মতালম্বীদের সর্বাত্মক আধিপত্য ছিল। ইসলামী সাম্রাজ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলতে বিভিন্ন সময়ে কারামতী, রাফিযী, ইসমাঈলী বাতিনী ও হাশাশিনী শী'আরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা, ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারসহ মুসলিম বিশ্বের বহু আলেম, মুজাহিদ ও নেতাদের গুপ্ত হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বছরার আল-কাতিফে সংগঠিত হওয়া কারামতী শী'আ গোষ্ঠীর নেতা আবু সাঈদ আল-জানাবী ২৮৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খলীফা মু'তাদিদ (মৃ. ২৮৯ হি.)-এর রাজত্বকালে আত্মপ্রকাশ করে সর্বত্র নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ৩১৭ হিজরীতে হজ্জ চলাকালীন ৮ই যিলহজ্জ কারামতীরা পবিত্র মক্কা নগরী অবরোধ করে কা'বার ভিতরে বহু হাজীদের নির্মমভাবে হত্যা করে যমযম কূয়ায় ফেলে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল পানি দূষিত করে যমযমের পবিত্রতা নষ্ট করা। তাদের আমীর আবু সাঈদের ভাই আবু তাহির কা'বার দরজায় বসে ছিল। তার পাশেই পবিত্র শহরে, পবিত্র মাসে, পবিত্র দিনে মসজিদুল হারামে তলোয়ার দিয়ে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছিল। সেই কাফের তখন বলেছিল, أنا الله وبالله، أنا أنا وأفنيهم أنا أخلق الخلق 'আমিই আল্লাহ, আল্লাহ্র শপথ আমি, আমি সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করি এবং আমিই ধ্বংস করি' *(নাঊযুবিল্লাহ!)*। এমনকি এই পথভ্রষ্টরা জান্নাতী পাথর হাজারে আসওয়াদকে কা'বার দেয়াল থেকে উপড়ে ফেলে ইয়ামনে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ২২ বছর পর ৩৩৯ হিজরীতে তারাই সেটি বিপুল অর্থের বিনিময়ে ফেরত দেয়।[২]

৪৫০ হিজরীতে তৎকালীন আব্বাসীয় খলীফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ (মৃ. ৪৬৭হি.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করে বাগদাদ দখলে নেয় আব্বাসীয়দের এক সময়ের বিশ্বস্ত সেনাপতি রাফিযী নেতা আল-বাসাসীরী (মৃ. ৪৫১ হি.)। মূলত সে ফাতেমীয় শী'আ খলীফা মুসতানছির বিল্লাহ (মৃ. ৪৮৭ হি.)-এর প্রতি আনুগত্যশীল ছিল। বিধায় বাগদাদ দখলের পর খলীফাকে কারাবন্দি করে এবং ফাতেমী খলীফার নামে খুত্বা পাঠের আদেশ জারী করে। অধিকন্তু ইরাকের সব শহরে আযানের বাক্য পরিবর্তন করে حى على خير العمل 'ভাল কাজের দিকে এসো' বাক্য সংযুক্ত করে প্রচার করা হয়। অতঃপর ৪৫১ হিজরীতে সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগ (মৃ. ৪৫৫ হি.) আল-বাসাসীরীকে হত্যা করে বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগিতা করেন এবং তিনি নিজেও খলীফার আনুগত্য স্বীকার করেন।[৩]

সেলজুক সাম্রাজ্যেরও পর্ণকুটির থেকে রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত বাতিনী শী'আদের সুদূরপ্রসারী দৌরাত্ম্য ছিল। বিশেষভাবে সুলতান মালিকশাহ ও তদীয় পুত্র সুলতান বারকিয়ারুক (মৃ. ৪৯৮ হি.)-এর শাসনামলে বাতিনী ফেতনা চরম আকার ধারণ করে। বাতিনী শী'আরা মনে করত ইসলাম যাহিরী বা প্রকাশ্য এবং বাতিনী বা অপ্রকাশ্য এই দু'ভাগে বিভক্ত। যাহিরী জ্ঞান সকলের থাকলেও বাতিনী জ্ঞান কেবল তাদের ইমাম এবং সর্বোচ্চ নেতারা ছাড়া আর কারও কাছে নেই। আর সেটাও সাধারণ বাতিনীদের জানানো হ'ত না। তারা তাদেরকে বোঝাত সেই গোপন জ্ঞান সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। সে জ্ঞান আহরণের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করে বিভিন্ন স্তর পাড়ি দিতে হয়। মূলত তারা কুফরী আক্বীদা লালন করত এবং ইসলামকে ধ্বংস করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ইরানের তৎকালীন সেলজুক সাম্রাজ্যে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে গোপন সংগঠন তৈরী করেছিল হাসান ছাব্বাহ (মৃ. ৫১৮ হি.)। সে ফাতেমী খলীফা মুসতানছির বিল্লাহর অনুসারী ছিল। খলীফার মৃত্যুর পর ইসমাঈলী মতাদর্শ তার দুই ছেলের নামানুসারে যথাক্রমে নিজারীয়া ও মুসতালীয়া উপদলে বিভক্ত হয়ে

**শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৯৬-৯৭ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ১১/১৬০-১৬১ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ১২/৭৮,৮৩ পৃ.।

পড়ে। হাসান ছাব্বাহ ইসমাঈলী নিজারী মতবাদ পোষণ করত। ইছফাহানে সুলতান মালিকশাহের শাসনামলে হাসান ছাব্বাহ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মন্ত্রী নিযামুল মুলকের আনুকূল্য লাভ করে। পরবর্তীতে তার বাতিনী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ পেলে ইছফাহান থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়। ৪৮৩ হিজরীতে ছাব্বাহ ইরানের কাজভীনে অবস্থিত ২১৬৩ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন 'আল-বুর্য' পর্বতের 'আল-মওত' দুর্গ দখল করে বাতিনী মতবাদ প্রচার করতে থাকে।

ছাব্বাহ ও বাতিনী দাঈরা অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিশানা করে নিজেদের সদস্য বৃদ্ধি করত। এ সমস্ত অজ্ঞদের মধুমিশ্রিত এক প্রকার খাবার খাইয়ে সম্মোহিত করত। তারপর আহলে বায়াত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য শুনিয়ে তাদের মনে বাতিনী আক্বীদার বিষ ঢোকান হ'ত। ফলে তারা নিজের পিতামাতার চেয়েও এই মতবাদের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে যেত। বাতিনীদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র, দুর্ধর্ষ, সন্ত্রাসী ও মস্তিষ্ক বিকৃত খুনী ছিল হাশাশিন উপদলটি। হাসান ছাব্বাহ তাদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। তারা নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে তৎকালীন সাম্রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। বাতিনীদের ফেদায়ীরা (আত্মত্যাগী) আনুগত্যের চূড়ান্ত স্তরে অবস্থান করত। যেকোন মুহূর্তে তারা স্বীয় নেতার আদেশে জীবন দিতে দ্বিধা করত না। বিধায় তাদেরকে ফেদায়ী বলা হ'ত। একবার সুলতান মালিকশাহ এই কুফরী মতবাদ প্রচার করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে আহ্বান করে আল-মওত দুর্গে হাসান ছাব্বাহকে চিঠি লেখেন এবং শাস্তির ভয় দেখিয়ে হুমকি দেন। চিঠির জবাবে মালিকশাহের দূতের সামনেই ছাব্বাহ তার সভায় উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি তোমাদের একজনকে এই ব্যক্তির মনিবের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করতে চাই। তখন উপস্থিত সকলেই আগ্রহভরে তার দিকে তাকাল। অতঃপর সে জনৈক যুবককে নির্দেশ দিল, তুমি তোমাকে হত্যা কর। সে তখন একটি চাকু বের করে নিজেই নিজের গলা কেটে ফেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এরপর সে আরেকজনকে নির্দেশ দিল, তুমি এই পাহাড় থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়। সে তখন সেই দুর্গের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অতঃপর ছাব্বাহ সুলতান মালিকশাহের দূতকে বলল, (তুমি যা কিছু দেখলে), এটাই আমার জওয়াব'।[৪] বাতিনীরা স্বীয় মতাদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি এমনই উন্মাদ প্রকৃতির আনুগত্যশীল ছিল।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ইসলামী সাম্রাজ্যে শী'আদের নগ্ন আগ্রাসনের সুদূরপ্রসারী ধ্বংসাত্মক প্রভাব বুঝতে পেরে তুর্কী সুলতান আল্প আরসালানের সময়ে বিদ্যানুরাগী মন্ত্রী নিযামুল মুলক বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে বাতিনী শী'আদের ইসলাম বিধ্বংসী মতবাদ রুখে দেয়া সম্ভব নয়। বরং তাদের মতবাদের মূলোৎপাটন করতে হ'লে মানুষের আক্বীদার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত আক্বীদা শিক্ষা দিতে হবে এবং এই ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডন করে মানুষকে সচেতন করতে হবে। সেজন্য তিনি বাগদাদে প্রথম নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর সেযুগের বিজ্ঞ পণ্ডিতদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। স্বয়ং ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.) বাগদাদে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং বাতিনী মতবাদের বিরুদ্ধে মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। নিযামুল মুলক শুধুমাত্র বাগদাদ নয় বরং বালখ, নিশাপুর, হেরাত, ইছফাহান, বছরা, মার্ভ, তাবারিস্তান, মছুল, ইরাক ও খোরাসানের প্রত্যেক শহরে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলো নিযামিয়া মাদ্রাসা নামে খ্যাত ছিল।[৫]

বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসায় নাহু, ছরফ, উলূমুল কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ, ইলমুল কালাম, ইলমুল আদাব, ইলমুল হিসাব (গণিত, ফারায়েয) ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হ'ত। প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা আলাদা শিক্ষক পাঠদান করতেন। শিক্ষকগণ প্রত্যেকে তাদের যামানায় ইলমের জগতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। কেননা খুব গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে শিক্ষক নিয়োগে যাচাই-বাছাই করা হ'ত এবং স্বয়ং খলীফার অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ চূড়ান্ত হ'ত না। দারস প্রদানের সময় শিক্ষক উঁচু স্থানে বসতেন আর শিক্ষার্থীরা দোয়াত কলম নিয়ে বিভিন্ন মাসআলা শিক্ষকের মুখ থেকে যে শব্দে শুনত সেভাবেই লিখে নিত। সেখানে বিস্তর গবেষণার জন্য ছিল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। নিযামুল মুলক সেই লাইব্রেরীর জন্য অনেক দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন।[৬]

নিযামিয়া মাদ্রাসা নিছক গতানুগতিক ধারার কোন মাদ্রাসা নয় বরং এটি তৎকালীন গৌরবান্বিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। যেটা ইসলামী সংস্কৃতির ধারক, ইসলামী শিক্ষার রূপকার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা আন্দোলনের সূতিকাগার হিসাবে ইসলামী বিশ্বে সমাদৃত। এই মাদ্রাসার মননশীল শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করেছিল। কিন্তু কালচক্রে হারিয়ে যায় বাগদাদের জৌলুসভরা সোনালী অতীত। মিটে যায় বিদ্যার্থীদের সুমধুর ইলাহী কলকাকলিতে মুখরিত মাদ্রাসার অস্তিত্ব। হয়ত কালের গহ্বরে মাদ্রাসার অবকাঠামো বিলীন হয়েছে কিন্তু নিযামিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রীক যে অভিনব শিক্ষা বিপ্লব ঘটেছিল তার অনুকরণে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লাখো প্রতিষ্ঠান।

---

৪. প্রাগুক্ত, ১২/১৫৯-১৬০ পৃ.।

৫. মুহাম্মাদ সাহেল শফীক, জামেয়া নিযামিয়া (বাগদাদ) কা ইলমি ওয়া ফিকরি কেরদার (২৫৬-৪৫৭ হি.) ইয়ে এক তাহক্বীক্বী জায়েযা (করাচী : করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচ.ডি থিসিস ২০০৯ খৃ.), পৃ. ১৪৩।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-৮১।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -*সম্পাদক*।

চিনি কেন ক্ষতিকর?

মিষ্টিজাতীয় খাবার অল্প-বিস্তর সবারই প্রিয়। খুশির সংবাদে সবার আগে আমরা মিষ্টির দোকানেই ছুটে যাই। মিষ্টি ছাড়া আমাদের উৎসব- আয়োজন যেন অপূর্ণ থেকে যায়। আমরা সবাই কমবেশী মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। এক্ষেত্রে যে কথা সবচেয়ে বেশী বলা হয়, তাহ'ল, একদিন খেলে কিছু হবে না। কিন্তু চিনিকে কেন শত্রু ভাবা হয়?

চিনিকে বলা হয় হোয়াইট পয়জন :

১ গ্রাম চিনি থেকে ৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। ৩ দশমিক ২ গ্রাম ভাত থেকেও আমরা ৪ ক্যালরি শক্তি পেয়ে যাই। ১ দশমিক ১৮ গ্রাম আটা থেকেও ৪ ক্যালরি শক্তি পেয়ে থাকি। আবার ১ গ্রাম রান্নার তেল থেকে আমরা চিনির দ্বিগুণের অধিক, প্রায় ৯ ক্যালরি শক্তি পেয়ে থাকি। কিন্তু চাল, ভাত বা রান্নায় তেল খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোন ভয় কাজ করে না। অথচ চিনি, আটা, ভাত সবই কিন্তু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার।

চিনি কেন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর :

কোন খাবার রক্তে যত দ্রুত সুগার ছাড়ে, তাকে যে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেটাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। সাদা চিনির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সর্বোচ্চ। চিনি খাওয়ার পরে খুব দ্রুত গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ কোষে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট গ্লুকোজ চর্বি হিসাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে জমা হয়। ফলে খুব দ্রুত আমরা ক্ষুধা অনুভব করি। ফলে আবার খাবার খাই। এভাবে বারবার খাওয়ার মাধ্যমে আমরা অধিক ক্যালরি গ্রহণ করি। ফলস্বরূপ আমাদের ওযন, রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইড, ফ্যাটিলিভারসহ অন্যান্য জটিলতা বাড়ে। এ কারণেই চিনির স্বাস্থ্যঝুঁকি এতটা বেশী।

ভাত, চাল ও আটার মতো কার্বোহাইড্রেটগুলো চিনির মতো দ্রুত সুগার ছাড়ে না। এগুলো বিভিন্ন রকমের এনজাইমের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়, যা যথেষ্ট ধীর প্রক্রিয়া। আবার এ প্রক্রিয়ায় সমস্ত চাল, ভাত বা আটা একবারে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় না। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় এবং শরীরের কোষে ঢুকে শক্তি উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে আমরা দ্রুত ক্ষুধার্ত বোধ করি না। তাই আমাদের ঘন ঘন খাওয়ার প্রয়োজনও হয় না। সেজন্য আমাদের ওযন বাড়ার আশঙ্কা কম থাকে। তবে শরীরের চাহিদার অতিরিক্ত খেলে এগুলো থেকে শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

চিনি কি একেবারেই বাদ দেব?

সরাসরি চিনি আসলেই খাওয়া উচিত নয়। তবে ডায়াবেটিস না থাকলে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ চা-চামচ চিনি দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পারেন। সরাসরি চিনি বা চিনির শরবত না খেয়ে মাঝে মধ্যে চিনি দিয়ে তৈরি বিস্কুট, কেক, পিঠা, পায়েস খেতে পারেন। এতে চিনির ক্রেভিং মিটবে। আর নিত্য চা বা কফিতে চিনি বাদ দেওয়াই ভালো।

ডেজার্ট হিসাবে ফল, দই ইত্যাদি বেছে নিতে পারেন। অনেকে সাদা চিনির পরিবর্তে লাল চিনি বা গুড় খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। লাল চিনি বা গুড়ে সাদা চিনি অপেক্ষা কিছু ভিটামিন ও মিনারেল বেশী থাকে। কিন্তু লাল চিনির গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও সাদা চিনির মতোই। তাই এটিও পরিমিত পারিমাণেই খেতে হবে।

অতিরিক্ত চিনি খেলে যেসব সমস্যা হয় :

১. স্থূলতা : অতিরিক্ত চিনি খেলে ওযন বাড়বে। স্থূলতার কারণে ছোটদের টাইপ-১ ও বড়দের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। সেই সাথে অন্যান্য রোগের ঝুঁকিও বাড়ে।

২. ফ্যাটিলিভার : লিভার আমাদের শরীরের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। অতিরিক্ত চিনি চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে লিভারে জমা হয়। এর ফলে লিভারের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। আর লিভার সিরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে।

৩. উচ্চ রক্তচাপ : শরীরে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়লে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও বাড়ে। অতিরিক্ত চর্বি ধমনির দেয়ালের পুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়, যা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা সৃষ্টি করে।

৪. হার্টে ব্লক : হার্টে ব্লক ধরা পড়লেই আমরা সবার আগে দুধ, ডিম ও গরু-খাশির গোশত খাওয়া বন্ধ করে দিই। এক্ষেত্রে সবার আগে চিনির ব্যবহার কমাতে হবে। অতিরিক্ত চিনি খেলে রক্তে ট্রাই গ্লিসারাইড ও এলডিএলের পরিমাণ বাড়ে, যা হার্টের ব্লক তৈরিতে সাহায্য করে। এর ফলে উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

৫. বিষণ্ণতা ও স্নায়ুরোগ : অতিরিক্ত চিনি খেলে বিষণ্ণতা, পারকিনসন ও আলঝেইমার রোগ দেখা দিতে পারে।

৬. ক্যানসার : চিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জটিলতা বাড়ায়। আর চিনি বেশী খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কেমোথেরাপিকে কাজ করতে বাধা দেয় চিনি বা চিনিজাতীয় খাবার। তাই চিনি গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখবেন, চিনি শরীরের জন্য উপকারী তো নয়ই, বরং অপকারই করে বেশী।

॥ সংকলিত ॥

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে), কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

www.at-tahreek.com

কবিতা

জীবন যুদ্ধ

-সারওয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অনেক কিছুই পেরিয়ে গেছে নেই সে সবের অংকপাত,
কবে প্রথম কলম ধরা, লেখালেখির সূত্রপাত।
কবে প্রথম লাগল ভাল, দেখা পেলাম সুখ-প্রীতির,
কবে প্রথম লাগল আঘাত, দু'চোখ বেয়ে ঝরল নীর।
কবে লিখা সেই কবিতা যা ছিল মোর প্রথম বার,
কবে নিজের অংশ হ'ল, কবে হ'লাম অংশীদার।
ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে কতেক রাত আর শতেক দিন,
প্রথম কথা, প্রথম ব্যথা ঘটে গেছে সঙ্গীহীন।
কি হ'ল আর কি হ'ল না, থাকবে কোথায় সেই খবর,
সে স্মৃতি যে রাখবে মনে, সেই ছিল না সঙ্গে মোর!
সবকিছু যে বন্দী রাখে সে মোর হাতে বন্দিনী,
এই কলমই সঙ্গী আমার, এই কলমই সঙ্গিনী।
যেদিন থেকে সঙ্গে সে মোর হারায়নি আর দুঃখ-সুখ,
পাতায় পাতায় আঁকা আছে হাযার ধুসর স্মৃতির মুখ।
ছোট্ট জীবন হারিয়ে যাবে হয়ত বা আজ, নয়ত কাল
জাতির জন্য রেখে যাবো আঁধার রাতের আগ-মশাল।
কুরআন-সুন্নাহ হারিয়ে ফেলা পথ ভোলা সব অন্ধদের
সত্য পথের দিশা হয়ে ধরব মশাল জাগব ফের।
কলম হাতে জাগব আমি জাতির হৃদে বারংবার,
যুগে যুগে তিমির রাতে জাগবে কবির যুলফিকার।
কালির মাঝে গুলিয়ে দেব জীবন নামের এই ছফর,
এটাই আমার সংগ্রাম আর এটাই জীবন যুদ্ধ মোর।

দেশ সংস্কার

-আহমাদ মোল্লা
ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

দুর্নীতি থেকে সংস্কার,
দেশটা হবে পরিষ্কার।
অধিকারের আন্দোলন,
উদ্বেলিত সবার মন।
ছাত্র-জনতা জেগেছে আজ,
রাজপথে ফের কুচকাওয়াজ।
যালেম শাহীর অত্যাচার,
নতুন কোন নয় ব্যাপার।
হাঁক ছেড়ে তোরা দে তাড়া,
শোষক হবে দেশ ছাড়া।
যালেম যদি না থাকে আর,
শুধরে যাবে দেশ আমার।
গোলাপ বেলি জুঁই পারুল
ফুটবে বাগে হাযার ফুল।

রূপের রাণী বাংলা

-আবু ছালেহ আকিব
পার্বতীপুর, দিনাজপুর

রূপের রাণী বাংলা আমার, হাওড়-বাওড়ের দেশ
বর্ষাকালে ঝিলে বিলে-শাপলা ফোটে বেশ।
খালে-বিলে, পুকুরধারে খলসে পুটি চাঁদা
ধরতে গিয়ে ছেলে-মেয়ে মাখছে গায়ে কাদা।
মেঘনা নদীর জোয়ার-ভাটা, পদ্মা নদীর ঢেউ
বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দেখবে না তো কেউ।
এই তো আমার জন্মভূমি, এই তো আমার দেশ
এই তো আমার রূপের রাণী সোনার বাংলাদেশ।

উজানের ঢল

-তানভীর মাহতাব
৭ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

বন্যা নামের পানির ঢলে ভাসল কত যেলা,
ভাংল কত ঘর-বাড়ি, ভাসল কত ভেলা।
ত্রাণ নিয়ে দাও বানভাসীদের করুণ ডাকে সাড়া,
এই বন্যায় কত আমীর হ'ল সর্বহারা।
বন্যা তাবৎ ইতিহাসের বাংলাদেশের বুকে,
জেনে বুঝেই ঘটানো হয়, মানুষ মরে ধুঁকে।
আর্তনাদে ছেলে কাঁদে বাপ হারানোর দুঃখে,
বাবা নাকি হারিয়ে গেছে নিজ পরিবার রেখে।
উত্তাল স্রোতে হাড়ির ভেতর নিষ্পাপ শিশু ভাসে,
ঐ পারেতে দেশ দরদী মুখ চেপে চেপে হাসে।
প্রতি বছর শুনি আমি এমন রোণাজারী,
আমার দেশের আকাশ আঁধার, বাতাস বহুত ভারি।

বজ্র-ধ্বনি

-ইউসুফ আল-আযাদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

জাগ জাগ নও-জোয়ান সব জেগে ওঠ আজি,
আজ নিশিথেই জাগতে হবে রাখতে জীবন বাজি।
আসুক বাধা আসুক ভয়
আসুক যতই দুঃসময়,
বাধা ঠেলে সামনে যাব প্রাণ দিতে যে রাযী।
আজ নিশিথেই জাগব মোরা, রাখব জীবন বাজি।
আসুক যতই ঝড় তুফান
গাইব মোরা হকের গান
প্রভুর পথে জীবন দিয়ে হব শহীদ গাযী,
আজ নিশিথেই জাগব মোরা, রাখব জীবন বাজি।

স্বদেশ

৮২ জন চিকিৎসকের ১০ ঘণ্টাব্যাপী অপারেশন

আলাদা জীবন পেল জোড়া লাগানো দুই শিশু

জোড়া লাগানো যমজ শিশু শিফা-রিফাকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সফলভাবে পৃথক করা হয়েছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ ঘণ্টাব্যাপী এ অস্ত্রোপচারে ৮২ জন ডাক্তার অংশগ্রহণ করেন। অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেওয়া চিকিৎসক শিশু সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক সাহানুর ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যমজ শিশু দু'টির জন্মগত ত্রুটি ছিল। এসব রোগীর ক্ষেত্রে কখনো দু'জনের কাউকে রক্ষা করা যায় না, আবার কখনো একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়। এই দুই শিশুর মধ্যে শিফার জন্মগত হৃদরোগসহ আরও কয়েকটি সমস্যা ছিল। এত সব সমস্যার মধ্যেও সফলভাবে শিশু দু'টিকে পৃথক করা গেছে। সবার সমন্বয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সফল হয়েছে। তিনি দেশবাসীর কাছে শিশু দু'টির জন্য দো'আ চান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০২৩ সালে পোষাককর্মী বাদশাহ মিয়ার স্ত্রী মাহমূদার জোড়া লাগানো যমজ শিশুর জন্ম হয়। পরে ২১শে জুন তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। ঐ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শিফা-রিফার চিকিৎসা চলতে থাকে। জন্মগতভাবে দুই শিশুর মাথা, দুই হাত, দুই পা, মলদ্বার, প্রস্রাবের রাস্তা আলাদা। তবে বুক ও পেট জোড়া লাগানো অবস্থায় রয়েছে। পরীক্ষার পর দেখা যায়, দু'জনের হৃৎপিণ্ডের পর্দা, সাধারণ যকৃৎ নালি, পোর্টাল শিরা, ক্ষুদ্রান্ত্রের কিছু অংশ একে অন্যের সঙ্গে জোড়া লাগানো। দু'জনের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত কম খেলেও ওযন বেশী ছিল। এরপর দীর্ঘদিন ঐ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ছিল এই জময শিশুরা।

যমজ শিশুর বাবা বাদশাহ মিয়া বলেন, 'আমি গরীব মানুষ। আমার পক্ষে এ চিকিৎসা করানো সম্ভব ছিল না। চিকিৎসক স্যারেরা অনেক কষ্ট করেছেন। আমার সন্তানদের চিকিৎসার জন্য সব খরচও দিয়েছেন তাঁরা। আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জন্মান্ধ শিক্ষক ইয়াহইয়া ছড়াচ্ছেন কুরআনের আলো

জন্ম থেকেই দু'চোখে দেখতে পান না সিলেটের জৈন্তাপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে হাফেয ইয়াহইয়া (২২)। তিনি পেশায় একজন মাদ্রাসা শিক্ষক। জন্মান্ধতা তার জীবনে কোন বাধা হ'তে পারেনি। শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কারো কাছে হাত না পেতে বিভিন্ন মাদ্রাসায় গত পাঁচ বছর যাবত শিক্ষকতা করে আসছেন। তার এমন চেষ্টায় অনুপ্রাণিত মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় এলাকাবাসী। সে যেন নিজের অনুপ্রেরণা নিজেই।

২০০২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ইয়াহইয়া। জন্মান্ধ শিশুপুত্রকে অনুপ্রাণিত করতে কেউ আসেনি বাবা-মা ছাড়া। বরং ছোট থেকেই কপালে জুটেছে পাড়া-পড়শির ব্যঙ্গোক্তি। সাত ভাই-বোনের মধ্যে সে পঞ্চম। ১২ বছর বয়সে হিফয সম্পন্ন করেন। এর কয়েক বছর পর হিফয বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। রীতিমত ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক হয়ে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি হার মানেননি। তিনি পেরেছেন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে। তখন থেকেই বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি নোয়াখালীর সুবর্ণচরের তা'মীরুল উম্মাহ হিফযুল কুরআন মাদ্রাসার হিফয বিভাগে শিক্ষকতা করছেন।

শৈশব থেকেই তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও অসাধারণ কুরআন তেলাওয়াত যে কাউকে মুগ্ধ করে। আজ তিনি কুরআনের হাফেয বানানোর কারিগর। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হ'লেও অন্যদের থেকে সে পুরোপুরি আলাদা। গোসল থেকে খাবার সবই করেন নিজের হাতে কারো সাহায্য ছাড়া।

মাদ্রাসার মুহতামিম নাছরুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা যে স্বপ্ন পূরণের জন্য বাধা নয় তার উজ্জ্বল শিক্ষক ইয়াহইয়া। তার এ উদ্যম ও মনের শক্তি সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্মজীবনকে প্রভাবিত করবে এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

দেশের তৈরী ড্রোন রফতানী হবে বিদেশে

ড্রোনের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নতুন একটি কোম্পানি 'স্কাই বিজ' এই ড্রোন তৈরি করবে। এসব ড্রোন মূলত বিদেশে রফতানী করা হবে। ড্রোনের কারখানার জমির জন্য বাংলাদেশ রফতানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গত ৩রা অক্টোবর চুক্তি করে প্রতিষ্ঠানটি। কারখানাটি হবে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপযেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের বেপজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের ভেতরে। এজন্য প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে স্কাই বিজ। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে সফলতা বাড়াতে কাজ করবে এসব ড্রোন।

আগামী বছরের শুরু দিকেই তারা বাণিজ্যিকভাবে ড্রোন উৎপাদন শুরু করবে। প্রতি বছর ৭ হাযার ৩১৪টি ড্রোন তৈরি ও রফতানির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। যার মূল্য হ'তে পারে ১৬৯ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২ হাযার ৩০০ কোটি টাকা।

স্কাই বিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, আসলে কতগুলো আত্মবিশ্বাসী তরুণের স্বপ্ন এটি। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে।

বিদেশ

গাযা যুদ্ধ শুরুর পর ইস্রাঈলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রেকর্ড পরিমাণ সামরিক সাহায্য

গাযায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইস্রাঈলের জন্য সামরিক সহায়তা বাবদ কমপক্ষে ১,৭৯০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। ইস্রাঈলে হামাসের হামলার বর্ষপূর্তিতে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের কস্ট অফ ওয়ার প্রজেক্টের একটি প্রতিবেদন এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। গাযায় যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর ৭ই অক্টোবরের হামলার পর থেকে ঐ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান যোরদার করতে অতিরিক্ত ৪৮৬ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সহায়তা পেয়ে আসছে। কিন্তু তারপরও ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে ইস্রাঈলে পাঠানো সামরিক সহায়তা ছিল এক বছরে সবচেয়ে বেশী, মুদ্রাস্ফীতি-সমন্বিত ১,৭৯০ কোটি ডলার।

তবে গবেষকরা বলছেন, ইউক্রেনকে যে সামরিক সহায়তা দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র তা নথিভুক্ত করে থাকে প্রকাশ্যে। কিন্তু গত ৭ই অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইস্রাঈলকে কী পাঠিয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া অসম্ভব। সে কারণে বছরের ১,৭৯০ কোটি ডলার একটি আংশিক চিত্র মাত্র।

[প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ হচ্ছে আমেরিকা বনাম হামাসের সাথে। ইস্রাঈল তাদের পক্ষে প্রক্সি দিচ্ছে মাত্র। অতএব আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের পুচ্ছধারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাবধান হওয়া উচিত। কে না জানে যে, আমেরিকা যা বন্ধু হয়, তার অন্য কোন শত্রু লাগে না (স.স.)]

যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বোতল বিয়ারের জন্য শিশু বিক্রি!

মাত্র ১ হাযার ডলার এবং কয়েক বোতল বিয়ারের বিনিময়ে শিশুপুত্রকে বিক্রির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। গত ২১শে সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্ট আরকানসাসে। এতো দিন দরিদ্র দেশে অর্থের অভাবে সন্তানবিক্রির খবর সামনে এসেছে। আর এখন জানা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ অর্থনীতির দেশের অভাবের তাড়নায় মা-বাবা শিশুকে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র তুলে ধরেছে। মার্কিন পুলিশ জানায়, ওকলাহোমা এবং মিজৌরি স্টেটের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত 'রোজার্স' সিটির ২১ বছর বয়সী পিতা ও ২০ বছর বয়সী মায়ের সঙ্গে শিশুটি বাস করছিল। সম্প্রতি তারা খাদ্যসংকটে পড়ে যায়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য তারা একমাত্র শিশুপুত্রটিকে বিক্রির লিখিত চুক্তি সম্পন্ন করেন। তারপর ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের সময় পুলিশের কাছে হাতেনাতে গ্রেফতার হন ঐ দম্পতি।

[গ্রেফতার করেই প্রকৃত সত্য এড়ানো যাবে না। পুঁজিবাদী ও যুদ্ধবাজ আমেরিকার এটাই হ'ল আসল চিত্র। অস্ত্রব্যবসা করতে গিয়ে নিজ দেশের নাগরিকদের না খাইয়ে মারছে তারা। বস্তুতঃ সূদী অর্থনীতির শেষ পরিণাম হ'ল নিঃস্বতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই হাদীছ বাস্তবায়িত হবেই (স.স.)]

সব ধরনের পণ্যের মূল্য হ্রাসে রেকর্ড করল শ্রীলঙ্কা

অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা এবার অভূতপূর্ব এক রেকর্ড করেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশটিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। কি ঐ মাস থেকে শ্রীলঙ্কায় হ্রাস পাওয়া শুরু করেছে সবধরনের পণ্যের দাম এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে সেই ধারা। বর্তমানে মূল্যস্ফীতির যে হার, তা ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর শ্রীলঙ্কার গত ৭৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। অথচ মাত্র দু'বছর আগে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতির হার পৌঁছেছিল ৬৯ দশমিক ৮০-তে। খাদ্য-জ্বালানী-ওষুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে আক্ষরিক অর্থেই আগুন ধরে গিয়েছিল। সেখান থেকে মাত্র দু'বছরের মধ্যে অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করল দেশটির সরকার।

সরকারী রিজার্ভের অর্থ অপব্যয় এবং করোনা মহামারির জেরে ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ডলারের মওজুদ তলানীতে ঠেকে যায় শ্রীলঙ্কার। ফলে নযীরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে শ্রীলঙ্কা।

জনগণের প্রবল বিক্ষোভের মুখে ২০২২ সালের মাঝামাঝি দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রাজাপাকশে। নতুন প্রেসিডেন্ট হন রনিল বিক্রমাসিংহে। তার আমলেই দেশটির অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোও শুরু হয়। এসময় বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করে করজাল বিস্তৃতকরণ- মূলত এই দু'টি পদক্ষেপের ফলেই এক বছরের মধ্যে ফল পেতে শুরু করেছে দেশটি।

মারা গেলেন ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীর রতন টাটা

১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের ৪৫তম ব্যবসায়িক গ্রুপ 'টাটা'র ইমেরিটাস চেয়ারম্যান ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী রতন টাটা (৮৬) মারা গেছেন। ভারতের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতিদের অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক মহলে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ভারতীয় ব্যবসায়িক নেতাদের একজন হ'লেও জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসাবে রতন টাটার খ্যাতি ও সম্মান সর্বব্যাপী। ভারত ও ভারতের বাইরের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডিগ্রি দিয়েছে। তবে রতন টাটা তাঁর দীর্ঘ জীবনে যেটা সবচেয়ে বেশী পেয়েছেন, তা হ'ল মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা।

অসম্ভব বিনয়ী, নীতিবান, দূরদর্শী ও মানবতাসম্পন্ন একজন ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত রতন টাটা ১৯৩৭ সালে মুম্বাইয়ের এক পারসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরে টাটা পরিবার তাকে দত্তক নেয়। পড়াশোনা করেছেন স্থাপত্য ও কাঠামোগত প্রকৌশল নিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৬২ সালে টাটা গ্রুপে যোগ দেন সাধারণ কর্মী হিসাবে। শুরুতে তিনি টাটা স্টিল কারখানায় বেলচা দিয়ে চুনাপাথর সরানো ও চুল্লি ঠিক রাখার কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন। এসময় কয়েক বছর তাকে কারখানার মেঝেতেই রাত কাটাতে হয়েছে। এরপর কেবল এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। ১৯৯১ সালে প্রপিতামহ জামসেদজি টাটা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছাড়ার সময় অনেক সিনিয়র কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে রতন টাটাকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। প্রথমে তাকে নিয়ে আপত্তি ছিল গ্রুপের ভেতরে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে তার।

টাটা গ্রুপ ভারতের ব্রান্ডিং-এ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। যার সবচেয়ে বড় অবদান রতন টাটার। অর্ধশত বছর ধরে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন টাটা গ্রুপের জন্য, তিলে তিলে বড় করেছেন গ্রুপকে। ১৫৬ বছরের পুরোনো প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১০০টি দেশের সঙ্গে ব্যবসা করে। এই অনন্য প্রতিষ্ঠানটির ২১ বছর ধরে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন রতন টাটা। এই গ্রুপের রয়েছে শতাধিক কোম্পানি। কর্মী ৬ লাখ ৬০ হাযারের অধিক। বার্ষিক রাজস্ব আয় ১০ হাযার কোটি ডলারের অধিক।

বিলিয়নিয়ার হয়েও রতন টাটা সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। ধনকুবেরদের কোন তালিকায় তার নাম ছিল না। কারণ গ্রুপের আয়ের প্রায় ৬৫% টাটা ট্রাস্টের কাছে চলে যাওয়ায় টাটা পরিবারের সদস্য কিংবা রতন টাটার হাতে খুব কম অর্থই থাকত। সুনামি হোক বা করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব, রতন টাটা প্রতিটি সংকটে সাহায্য করতে এগিয়ে ছিলেন। অন্তত ৯ হাযার কোটি টাকা তিনি কেবল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন ও সামাজিক খাতে দান করেছেন।

ব্যবসাক্ষেত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনে তাঁর বেশ কিছু উক্তি ব্যাপক জনপ্রিয়। যেমন (১) যদি দ্রুত এগোতে চাও, একাই চলো। আর যদি অনেক দূর যেতে চাও, তাহ'লে সকলকে নিয়ে চলো। (২) আমি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বাসী নই। আমি যে সিদ্ধান্ত নিই, সেটিকেই সঠিক হিসাবে বাস্তবায়ন করি (৩) জয়ের একটাই উপায় পরাজয়ের ভয় না পাওয়া (৪) নেতৃত্ব মানে দায়িত্ব নেওয়া। নেতৃত্ব মানে তোমার অধীন যারা আছেন, তাদের সবচেয়ে ভালোভাবে দেখভাল করা (৫) সফলতাকে মাথায় নেবে না, আর ব্যর্থতাকে হৃদয়ে নেবে না।

মুসলিম জাহান

মাসব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তানে ডা. যাকির নায়েক

বিশিষ্ট দাঈ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ও জনপ্রিয় বাগ্মী ডা. যাকির নায়েক সম্প্রতি এক মাসের রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তানে আগমন করেছেন। উক্ত সফরে তিনি করাচী, ইসলামাবাদ এবং লাহোরসহ দেশটির প্রধান শহরগুলোতে বেশ কয়েকটি সেমিনারে অংশ নিবেন। গত তিন দশকের মধ্যে এটি যাকির নায়েকের প্রথম পাকিস্তান সফর। নিজ দেশ ভারতে আইনি জটিলতার কারণে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন তিনি।

তার আগমন উপলক্ষে নিউ ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে জারী করা হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর যুব কর্মসূচির

চেয়ারম্যান রানা মাসঊদ, দেশটির ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানসহ দেশটির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একদল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান।

ডা. নায়েক সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফর করছেন এবং তার মাসব্যাপী অবস্থানকালে তাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেহবায শরীফসহ শীর্ষ সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি (হনরিস কাউসা) লাভ করেছেন। করাচীর সিন্দ গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বুলেট ট্রেনের ছয় দশক : বদলে দিয়েছে জাপানকে

জাপান ১৯৬৪ সালে বুলেট ট্রেন উদ্বোধন করে এবং টোকিও অলিম্পিক আয়োজন করে। দেশটির অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান শুরু সেখান থেকেই। ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর স্থানীয় সময় সকাল ছয়টায় টোকিও ও ওসাকা থেকে দুই দিকে দু'টি ট্রেন যাত্রা শুরু করে। এটি ছিল জাপানের ভবিষ্যৎ গড়ার একটি পরীক্ষা। এই বুলেট ট্রেনই পরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিশালী জাপানের রূপান্তরের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

এই ট্রেনের কারণে ৫১৪ কি.মি. পথ যাত্রীদের আগে যেখানে যেতে সাত ঘণ্টা সময় লাগত, সেখানে মাত্র চার ঘণ্টায় গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন যাত্রীরা। জাপানের গণপরিবহন অবকাঠামোর মুকুটে এই ট্রেনকে বিশেষ মুকুট বলা হয়। ছয় দশক পর এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে তখন অনেকেই বুলেট ট্রেনকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। এ রেলপথ গড়তে ভূমি অধিগ্রহণ ঘিরে বিক্ষোভ হয়েছিল। সমালোচকেরা বলেছিলেন, সমৃদ্ধির যুগে এই ট্রেন হবে ব্যয়বহুল সেকেলে বস্তু। কারণ মানুষ রেলপথের পরিবর্তে আকাশ ও সড়কপথের ভ্রমণের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেবে। অথচ জাপান রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৬০ বছরে শুধু এ পথেই ৬৪০ কোটি মানুষ যাতায়াত করেছেন। অথচ এই রেল নেটওয়ার্কে এখন পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনা বা কোন কারণে হতাহতের একটি ঘটনাও নেই। এ যাত্রাপথে ট্রেনের গড় বিলম্ব এক মিনিটের কম। জাপানের বুলেট ট্রেনের সফলতা মূলত এর নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই এসেছে। বর্তমানে এই ট্রেনের নেটওয়ার্ক জাপানের গুরুত্বপূর্ণ চারটি দ্বীপের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ট্রেন নেটওয়ার্ক এখন ১৮০০ মাইল বিস্তৃত, যা জাপানের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরকে স্পর্শ করেছে। সেখানকার যাত্রীদের গড়ে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিতে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী :নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	২৮ রবীঃ আখের	১৬ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৮	০৬:০৪	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	৩০ রবীঃ আখের	১৮ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৯	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	০২ জুমাঃ উলাঃ	২০ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৭	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	২২ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫১	০৬:০৮	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	২৪ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫২	০৬:০৯	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	২৬ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫৩	০৬:১০	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	১০ জুমাঃ উলাঃ	২৮ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫৪	০৬:১২	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	১২ জুমাঃ উলাঃ	৩০ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৫	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	১৪ জুমাঃ উলাঃ	০২ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	১৬ জুমাঃ উলাঃ	০৪ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৪:৫৭	০৬:১৬	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২১ নভেম্বর	১৮ জুমাঃ উলাঃ	০৬ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৪:৫৯	০৬:১৭	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৩ নভেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	০৮ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০০	০৬:১৮	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	২২ জুমাঃ উলাঃ	১০ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০১	০৬:২০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	২৪ জুমাঃ উলাঃ	১২ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০২	০৬:২১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৯ নভেম্বর	২৬ জুমাঃ উলাঃ	১৪ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৩	০৬:২৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০১ ডিসেম্বর	২৮ জুমাঃ উলাঃ	১৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৫	০৬:২৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ আখের	১৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ আখের	২০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৭	০৬:২৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ আখের	২২ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ আখের	২৪ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ আখের	২৬ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১০	০৬:৩১	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ আখের	২৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১২	০৬:৩২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ আখের	৩০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−২	−২	−১
গাযীপুর	০	০	০	−১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	−১	−১	−৩	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	০	−১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	−২	−২	−১
জামালপুর	+৩	+২	০	০	+১
নেত্রকোণা	০	−১	−৩	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৬	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+২	+২
পটুয়াখালী	−১	০	+২	+২	+২
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+৩
বরিশাল	−১	০	+১	+২	+১
ভোলা	−২	−১	০	+১	০
বরগুনা	০	+১	+৩	+৩	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৭	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৩	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	০	+২
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+১	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৪	+৪	+৫
রংপুর	+৭	+৫	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−২	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৬	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৪	−৩	−২	−২	−২
চাঁদপুর	−১	−১	−১	−১	০
লক্ষ্মীপুর	−২	−২	−১	−১	−১
চট্টগ্রাম	−৭	−৬	−৪	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৮	−৬	−৪	−৩	−৪
খাগড়াছড়ি	−৭	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৯	−৭	−৬	−৫	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৬	−৮	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৭	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৬	−৬	−৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ(www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো(www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি :University of Islamic Sciences, Karachi.

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

১৪ই অক্টোবর সোমবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য দুপুর ১২-টায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম তার রাজশাহী সফরের একপর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগমন করেন।

এসময় তিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুল ইমারতে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমীরে জামা'আত তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বিদায়ের সময় তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ হাদিয়া দেন।

অতঃপর তিনি মারকাযের বালক-বালিকা উভয় শাখা ও নির্মাণাধীন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং বাদ যোহর মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা ও ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার পীরগাছা, রংপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা থানাধীন একতা বাযার ওয়াক্তিয়া মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার রাজারহাট, কুড়িগ্রাম : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজারহাট থানাধীন পশ্চিম চর বিদ্যানন্দ আনন্দবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর স্থানীয় সুধী আলহাজ্জ হোসাইন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা যিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

১৬ই অক্টোবর বুধবার কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুরে অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াকূব।

এলাকা সম্মেলন

৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার, মান্দা, নওগাঁ : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা বাযারে পাঁজরভাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সকাল ১০-টা থেকে পাঁজরভাঙ্গা দারুল হাদীছ কমপ্লেক্স মাদ্রাসা ময়দানে যেলা 'সোনামণি'র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনের মঞ্চে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর বাদ মাগরিব যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বন্যাত্রাণ বিতরণ

৭ই অক্টোবর সোমবার গঙ্গাচড়া, রংপুর-পশ্চিম : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় যেলার গঙ্গাচড়া উপযেলাধীন তালপট্টি ও লালমণিরহাট যেলার হরিণচড়ায় মোট ৭৬টি পরিবারের মধ্যে ৫০০ টাকা করে বন্যাত্রাণ হিসাবে বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান।

১২ই অক্টোবর শনিবার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ-উত্তর : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় যেলার ধোবাউড়া উপযেলাধীন উত্তর জিগাতলা, কাওরাকান্দা, পুঠিয়াকান্দা, জিরাখালী, কাশিনাথপুর; হালুয়াঘাট উপযেলাধীন নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিম মেকিয়ারকান্দা ও গোপীনগর গ্রামে বন্যাত্রাণ হিসাবে মোট ৬৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইব্রাহীম খলীল, সহ-সভাপতি হাদীউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এরশাদুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

যুবসমাবেশ

২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা ময়দানে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে যেলা সম্মেলন এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক

আবু তাহের মেছবাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান, নাজমুন নাঈম ও মাহফূয আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'মাযার পূজা' নামে এক মনোজ্ঞ সোনামণি সংলাপ পরিবেশিত হয়। সমাবেশ শেষে সাইফুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, সাতক্ষীরা : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম। সমাবেশ শেষে মুজাহিদুর রহমানকে সভাপতি ও নাজমুল আহসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। সমাবেশ শেষে মুফীযুল ইসলামকে সভাপতি ও ছাব্বীর হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার, নীলফামারী-পশ্চিম : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বারাইপাড়া মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাকীম মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম এবং তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক যয়নুল আবেদীন। সমাবেশ শেষে রাশেদুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুল মজীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯ই অক্টোবর বুধবার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী-পশ্চিম : অদ্য সকাল পৌনে ১০-টায় যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন কাঁকনহাট পৌরসভা অডিটরিয়ামে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায়যল হোসাইন ও যুববিষয়ক সম্পাদক রেযাউল করীম প্রমুখ। সমাবেশ শেষে আবুল কাসেমকে সভাপতি ও যুবায়ের হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৪

১২ই অক্টোবর শনিবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে '২২তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, শিশু-কিশোরদের মাঝে ভালো ও মন্দ কাজের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে ভালো কাজ দেখলে তাদের অন্তরে তার ছাপ পড়ে। তাই প্রত্যেক অভিভাবক ও মুরব্বীর উচিত তাদের দ্বীনী অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া যাতে তারা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। কিছু আলেম আছেন যারা বাচ্চাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করেন এমনকি মসজিদে বাচ্চাদের দেখলে তাদের তাড়িয়ে দেন। যা কখনোই ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুদের দেখলে তাদের আদর-স্নেহ করতেন। তিনি নাতনী উমামাকে কোলে নিয়ে জুম'আর খুৎবা দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত শিশুদের ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন করা। সবশেষে তিনি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন আহমাদ, নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অতঃপর

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আবু রায়হান ও আবু তাহের মিছবাহ। যেলা পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নওদাপাড়া মারকায সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক আজমাঈন আদীব, সিরাজগঞ্জ যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন, দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার পরিচালক জিহাদুল ইসলাম ও কুমিল্লা যেলার পরিচালক আব্দুস সাত্তার। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আল-'আওন' ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ২৮টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি সদস্য অংশগ্রহণ করে। সোনামণি সদস্যাগণ ও তাদের অভিভাবিকাগণ মারকাযের বালিকা শাখায় অবস্থান করেন ও সেখানেই তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের উত্তীর্ণদের নাম সমূহ মূল প্যাণ্ডেল থেকে ঘোষণা করা হয় এবং বালিকা ক্যাম্পাস থেকে তাদের পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। সম্মেলনের পুরা অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বালিকা শাখায় সরাসরি দেখানো হয়।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ সামিউল্লাহ (মেহেরপুর) এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ হুযায়ফা (সাতক্ষীরা)। সম্মেলনে ১জন যুবসংঘ সদস্য সহ 'সোনামণি' মারকায শাখার ১৫ জন সদস্য মিলে 'যুলুমের পরিণাম' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ও শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ২৪৭ জন বালক ও ১২০ জন বালিকাসহ মোট ৩৬৭ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী মোট ৩৬ জন বিজয়ীকে পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি বিষয়ে আরও ৩ জন করে মোট ৩৬ জনকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।**গ্রুপ-ক : ১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ** (সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মি'রাজুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ২য় : তাজবীর হাসান (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ ফাহাদ (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : মা'ছুমা (নওগাঁ), ২য় : লামিয়া আখতার (কুমিল্লা), ৩য় : ইফফাত জাহান হাফছাহ (রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ (সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মুহাম্মাদ সামীউল্লাহ (মেহেরপুর), ২য় : আব্দুস সামী (কুমিল্লা), ৩য় : সালমান ফারেসী ফাহাদ (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : মুবাশশিরা (সিরাজগঞ্জ), ২য় : ছায়েমা (কুমিল্লা), ৩য় : তাওহীদা (কুমিল্লা)।

গ্রুপ-ক : ৩. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ (বগুড়া), ২য় : মুহাম্মাদ শিহাব (বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ আবরার যাহীন (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : মুসাম্মাৎ রওযা আমীন (বগুড়া), ২য় : তাসমীম আখতার (কুমিল্লা), ৩য় : ছিদরাতুল মুনতাহা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

গ্রুপ-খ: ৪. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : ওয়ালীদ (সিরাজগঞ্জ), ২য় : মুহাম্মাদ রিয়ায আলম (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ ছিয়াম (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা খাতুন (রাজশাহী), ২য় : লুবনা (রাজশাহী), ৩য় : তাশরীফ জাহান রিফা (দিনাজপুর)।

গ্রুপ-ক : ৫. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ হুযায়ফা (সাতক্ষীরা), ২য় : আবরার যাহীন (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (মেহেরপুর)।

গ্রুপ-খ : ৬. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ তামজীদ যামান হামযাহ (দিনাজপুর), ২য় : আসাদুল্লাহ (রাজশাহী), ৩য় : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (রাজশাহী)।

গ্রুপ-গ : ৭. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : তাহমীদ আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), ২য় : মুহাম্মাদ রিযওয়ান (সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ হাসীবুল হাসান (সিরাজগঞ্জ)।

গ্রুপ-গ : ৮. দ্বীনিয়াত : বালিকা : ১ম : নাশিতা তাসনীম (রাজশাহী), ২য় : মুসাম্মাৎ জান্নাতী আখতার (সিরাজগঞ্জ), ৩য় : মুসাম্মাৎ আয়েশা ছিদ্দীকা (সিরাজগঞ্জ)।

আল-'আওন

কমিটি গঠন

২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম : অদ্য বাদ মাগরিব নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে সোনামণি ও আল-'আওনের যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল। সভা শেষে মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি ও মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আল-'আওনে'র কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঐ দিন বাদ জুম'আ ৮২ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় ও ৪৩ জনকে রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর ২০২৪

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার পতেঙ্গা ও মীরসরাই, চট্টগ্রাম : অদ্য স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওন'-এর উদ্যোগে ২য় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিনব্যাপী শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল সহ দেশের ১১টি যেলা থেকে মোট ৪২জন কর্মী, সুধী ও স্বেচ্ছাসেবী। শিক্ষা সফরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সাদী ও সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

১৬ই অক্টোবর বুধবার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ : অদ্য বিকাল পৌনে ৪-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে দারুস সুন্নাহ সালাফিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : প্যাথলজি টেস্টের পেশাবের শিশি সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আসাদুয্যামান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : প্যাথলজি টেস্টের রক্তের বা পেশাবের শিশি পকেটে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে, যদি তা বের না হয় এবং পোষাককে অপবিত্র না করে। কেননা মুমিন কখনও নাপাক হয়না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৫১)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : মুসলমানদের থেকে প্রথমে আমানত নাকি বিনয়-নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে?

-আব্দুল্লাহ রাযীন, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : একটি হাদীছে বিনয় ও নম্রতার কথা বলা হয়েছে যা অন্তরের ইলমের সাথে সম্পর্কিত *(ত্বাবারাণী কাবীর ৭/৩৫৪, শাদ্দাদ বিন আউস কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ মওকূফ)* এবং অপর হাদীছে আমানতের কথা বলা হয়েছে যা আমল ও আখলাকের সাথে সম্পর্কিত *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২০/১৪৫, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ মওকূফ)*। এর ব্যাখ্যা হ'ল, অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে বিনয়-নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং আমলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে প্রথম আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, মুসলমানদের মধ্য যদি বিনয়-নম্রতা না থাকে তাহ'লে তাদের সাথে নিষ্ঠুরতা ও দাম্ভিকতা থাকে। আর আমরা তা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই *(শরহ মুশকিলুল আছার ১/২৮২)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪) : এমন কোন রাত্রি আছে কি যে রাতে ক্বিয়াম করলে অনেক রাতের ছওয়াব পাওয়া যায়?

-ওয়াসিক বিল্লাহ, বরগুনা।

উত্তর : অবশ্যই আছে। যেমন (১) লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রি। আল্লাহ বলেন, ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(ক্বদর ৯৭/০৩)*। অর্থাৎ হাযার মাস ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এতদ্ব্যতীত তাহাজ্জুদের ফযীলত বিষয়ক হাদীছ দ্রষ্টব্য *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬৪)*। (২) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাতে কাটাল এবং যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন সমস্ত রাত্রি ছালাতে অতিবাহিত করল' *(মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০)*। (৩) তারাবীহ্র জামা'আতে শেষ পর্যন্ত থাকা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে তারাবীহ পড়ে, সে সারা রাত্রি ক্বিয়ামের নেকী পায়' *(তিরমিযী হা/৮০৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৯৮)*। (৪) বিধবা ও মিসকীনের অভাব দূর করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। (অথবা) সে রাতভর দাঁড়ানো ব্যক্তির মত যে (ইবাদতে) ক্লান্ত হয় না এবং এমন ছিয়াম পালনকারীর মত যে, ছিয়াম ভঙ্গ করে না *(বুখারী হা/৬০০৭)*। বড় কথা হ'ল গভীর মনোযোগের সাথে ছালাত আদায় করা। যেটি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ছালাতের মধ্যে ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমার পালনকর্তা জানেন যে, তুমি (তাহাজ্জুদে) রাত্রি জাগরণ করে থাক কমপক্ষে রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং তোমার সাথীদেরও একটি দল' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। আয়েশা, মুগীরা প্রমুখ ছাহাবীগণ বলেন, দীর্ঘক্ষণ রাত্রিতে ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর দু'পা ফুলে যেত। তাকে বলা হ'ল আপনার তো আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ। জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২২০; মুসলিম হা/২৮২০)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : মুক্ত হালাল পাখি ধরে বাড়িতে খাঁচার ভেতরে রেখে পোষা যাবে কি?

-ইমতিয়ায আহমাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যথাযথ খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার শর্তে বাড়িতে খাঁচার ভিতরে পাখি পালন করা জায়েয *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৮১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৫১১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। আমার একটা ভাই ছিল; তাকে আবূ উমায়ের বলে ডাকা হ'ত। আমার ধারণা যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতো, তখন তিনি বলতেন, হে আবূ উমায়ের! কী করছে তোমার নুগায়ের? কেননা সে নুগায়ের পাখি নিয়ে খেলতো *(বুখারী হা/৬২০৩; মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। তবে বাইরের খাদ্য গ্রহণে অপারগ ছোট বাচ্চাকে বা বাচ্চা রেখে তার মাকে ধরে নিয়ে আসা যাবে না। কারণ এতে বাচ্চার জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জায় গেলেন। এ সময় আমরা দু'টি বাচ্চাসহ একটি হুম্রাহ (حُمَّرَةً) (লাল ঠোঁটওয়ালা ছোট পাখি) দেখতে পেয়ে তার বাচ্চা দু'টি ধরে আনলাম। অতঃপর হুম্রাহ পাখিটি এসে তার দুই ডানা মাটির উপর ঝাপটাতে লাগল। এরপর নবী করীম (ছাঃ) এসে এরূপ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এর বাচ্চাগুলো এনে কে ব্যথিত করেছে? তার বাচ্চাগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও *(আবুদাঊদ হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/৩৫৪২; ছহীহাহ হা/২৫)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : কোন রোগের ঔষধ না খাওয়াটা কি আত্মহত্যার শামিল?

-পারভেয আলম, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে ঔষধ পরিহার করা এবং নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া আত্মহত্যার শামিল। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি বলেন,

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অতএব ইচ্ছা করে ঔষধ পরিত্যাগ করা যাবে না। সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ও ওষুধ গ্রহণ করবে এবং সর্বদা আল্লাহ নিকটে পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য দো'আ করবে।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : 'বূলাস' নামে কোন নবী ছিলেন কি?

-জামসেদ বিল্লাহ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : বূলাস (بُولَس) নামে কোন নবী ছিলেন না। বরং বূলাস ছিলেন একজন ইহূদী। পরে খৃষ্টান হয়ে যান এবং ঈসা (আঃ)-এর পরে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে অনেকে তাকে নবী মনে করত। কিন্তু ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী-রাসূল আসেননি। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ঈসা ইবনু মারিয়াম (আঃ)-এর সবচেয়ে বেশী কাছাকাছি। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দ্বীন অভিন্ন। আর আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নবী নেই' *(মুসলিম হা/২৩৬৫; মিশকাত হা/৫৭২২)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : স্ত্রীকে রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করা কি সুন্নাত?

-আব্দুল কাদের, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীকে বাড়ির কাজে সহায়তা করা বা বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করা রাসূলুল্লাহ্‌র অন্যতম আদর্শ বা অভ্যাসগত সুন্নাত। এটি সুন্নাত ছালাতের মত ইবাদতগত সুন্নাত নয়, যে না করলে গোনাহগার হ'তে হবে বা নেকীর কমতি হবে। আসওয়াদ বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) ঘরে অবস্থানকালে কি করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। অতঃপর ছালাতের সময় হ'লে ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন *(বুখারী হা/৬০৩৯; মিশকাত হা/৫৮১৬)*। উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ঘরে কাজ করতেন? তিনি বললেন, অন্যান্য মানুষের মত তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে কাপড় ছাফ করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়ীতে কাজ করে, অনুরূপ তিনিও তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং জুতা সেলাই করতেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪৪০; মিশকাত হা/৫৮২২)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : আবু জাহল ও ইরাশীর কাহিনী কি সত্য?

-নূরুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু সনদগতভাবে বিশুদ্ধ নয়। ঘটনা এই যে, জনৈক ইরাশী (الْإِرَاشِيُّ) ব্যক্তি মক্কায় উট নিয়ে আসেন। আবু জাহল তার নিকট থেকে একটি উট খরীদ করেন। কিন্তু তার মূল্য পরিশোধে টাল-বাহানা করেন। তখন উক্ত ব্যক্তি কুরায়েশদের ভরা মজলিসে দাঁড়িয়ে অভিযোগ পেশ করে বলেন, আমি একজন গরীব পথিক। অথচ আমার হক নষ্ট করা হয়েছে। লোকেরা তাকে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিয়ে বলল, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে চেন? তাঁর কাছে যাও। তখন লোকটি অনতিদূরে বসা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এল এবং উক্ত অভিযোগ পেশ করে বলল, আপনি আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে নিয়ে আবু জাহল-এর বাড়ি অভিমুখে চললেন। মুশরিকদের পক্ষ হ'তে একজন তাদের পিছু নিল, ঘটনা দেখার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এসে আবু জাহলের দরজায় করাঘাত করলেন। তখন আবু জাহল বেরিয়ে এলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আপনি এই ব্যক্তিকে তার হক বুঝে দিন। আবু জাহল বললেন, হ্যাঁ। আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন ও টাকা এনে ইরাশীকে দিয়ে দিলেন।... একথা জানতে পেরে লোকেরা আবু জাহলের কাছে এসে ধিক্কার দিয়ে বলল, আপনার কি হয়েছে? কখনই তো আপনার কাছ থেকে এরূপ আচরণ আমরা দেখিনি। আবু জাহল বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক! আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদ আমার দরজায় করাঘাত করার পর তাঁর কণ্ঠ শুনে আমি ভয়ে কম্পিত হয়ে পড়ি। অতঃপর বেরিয়ে এসে দেখি তাঁর মাথার উপরে ভয়ংকর একটি উট। যার চোয়াল ও দাঁতসমূহের মতো আমি কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি অস্বীকার করতাম, তাহ'লে সে আমাকে খেয়ে ফেলত' *(ইবনু হিশাম ১/৩৮৯-৯০; বিস্তারিত দ্র. 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৩য় মুদ্রণ)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : স্বামী এক বছর যাবৎ বিদেশ থাকে। ফলে ১ বছর যাবৎ মিলন হয়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিলে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এক বছর যাবত মিলন না হ'লেও তালাকের পর তিন মাস (তিন তোহর) এবং খোলা'র পর স্ত্রীকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে। কারণ ইদ্দত শুরু হয় তালাক প্রদানের পর। আল্লাহ বলেন, আর (সহবাসকৃত) তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : কোন ছাত্রের পিতার উপার্জন যদি হারাম হয় তাহ'লে তাকে পড়িয়ে উপার্জিত টাকা কি হালাল হবে?

-আবরার, নোয়াখালী।

উত্তর : হবে। কেননা একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে পতিত হবে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউ বায়ানিল উলূম ওয়াল হিকাম, ২০১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে এক সন্তান থেকে অপর সন্তানের মধ্যে কত বছরের ব্যবধান রাখা উচিৎ? আর বিরতির সময় প্রচলিত যেকোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?

-রেযাউল করীম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : দুই থেকে আড়াই বছর ব্যবধান রাখা ভালো। কারণ আল্লাহ তা'আলা একজন শিশুকে দুই থেকে আড়াই বছর দুধ

পান করানোর নির্দেশনা দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। আর বিরতির সময় আযল বা অস্থায়ী যেকোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। তবে নারী বা পুরুষের জন্য স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করা হারাম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৩১১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/২০০; যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৪/১৯৮)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে এবং ফরম পূরণ করতে দেরী হলে জরিমানা হিসাবে বিলম্ব ফী দিতে হয়। এটা দেয়া জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : প্রতিষ্ঠানে এরূপ নিয়ম থাকলে তা মেনে নিয়ে বিলম্ব ফী দিতে হবে। আর এটি করা হয় যাতে সবাই সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে তার তাকীদ হিসাবে। যেকোন বৈধ প্রতিষ্ঠানে দেরীর জন্য এরূপ জরিমানার বিধান করার স্বাধীনতা রয়েছে। এটি শরী'আতের হালাল-হারাম বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয় *(শায়েখ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১১/২৯৬)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : আমার স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সহ দ্বীনের বিধানসমূহ পালনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। বারবার তাকীদ দিলেও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এক্ষণে স্বামী হিসাবে আমার করণীয় কি? সংসার করা জায়েয হবে কি?

-শাহাবুদ্দীন, যশোর।

উত্তর : জায়েয হবে। কিন্তু তাকে পরিবর্তনের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর' *(নিসা ৪/৩৪)*। এতেও সমাধান না হ'লে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/৩৫১)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : সাত শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়াতলে থাকবে মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এই আরশ বলতে কি আল্লাহ্র আরশ বুঝানো হয়েছে?

-মাহদী হাসান, হালসা, নাটোর।

উত্তর : অধিকাংশ মুহাদ্দিছের মতে ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য আরশের ছায়া। কারণ হাদীছে স্পষ্ট 'তার আরশের ছায়াতলের' কথা উল্লেখ আছে *(আলবানী, ইরওয়া হা/৮৮৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অর্থাৎ সাত শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৪৮৭)*। তবে কোন কোন বিদ্বান মনে করেন, ঐটা আল্লাহ্র আরশের ছায়া নয় বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য বিশেষ ছায়ার ব্যবস্থা করবেন। যদি আরশের ছায়া ধরা হয় তাহ'লে আল্লাহ্র আরশ অপেক্ষা সূর্যকে বড় বলে মনে করা হবে। নিম্নের হাদীছগুলোও প্রমাণ করে যে, সৎ বান্দাদের জন্য বিশেষ ছায়ার ব্যবস্থা করা হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, (ক্বিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ ছাদাকার ছায়াতলে অবস্থান করবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৪৩১; ছহীহুত তারগীব হা/৮৭২)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মওকূফ করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪)*। উল্লেখ্য যে, ছায়াকে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করাটা ইযাফতে তাশরীফী বা সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে সম্পৃক্ততা। যেমন বায়তুল্লাহ বা নাকাতুল্লাহ ইত্যাদি *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৪৯৭)*। তবে আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলের অবস্থানের ব্যাপারে হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই নিরাপদ। আর আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে অবস্থানের ধরণ কেমন, তা আল্লাহ্র ইল্‌মের অন্তর্ভুক্ত *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৪০২)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : জনৈক ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক কন্যা, দুই ভাতিজা ও এক ভাতিজি রেখে মারা যান। এক্ষণে মাইয়েতের সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-ইউসুফ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবে যখন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকে। কন্যা অর্ধাংশ পাবে যখন এক কন্যা থাকে এবং পুত্র না থাকে। সহোদর ভাইয়ের পুত্র আছাবা বা একমাত্র অবশিষ্ট ভোগী হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : দিনের নফল ছালাত কি দুই দুই রাক'আত করে পড়তে হবে?

-মামূন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : রাতের নফল ছালাত দুই দুই রাক'আত করে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে দিনের ছালাতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু বিদ্বান মনে করেন, দিনের নফল ছালাতও দুই দুই রাক'আত করে পড়তে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, রাতের ও দিনের (নফল) ছালাত দু'রাক'আত করে *(আবুদাউদ হা/১২৯৫; নাসাঈ হা/১৬৬৬, সনদ ছহীহ)*। আর কোন কোন বিদ্বান মনে করেন দিনের নফল ছালাত বিভিন্ন রাক'আতযুক্ত হ'তে পারে। অর্থাৎ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে আমল করতে হবে। দিনের নফল ছালাত যেমন, ইশরাক্ব, যোহা, বা অন্যান্য নফল ছালাত দুই রাক'আত করে আদায় করবে। আবার যে সকল হাদীছে স্পষ্টভাবে রাসূল (ছাঃ) চার রাক'আত করে আদায় করেছেন বা আদায় করার নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো চার রাক'আত করেই আদায় করতে হবে। যেমন যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত, সূর্য ঢলে পড়ার পরে যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতুয যাওয়াল এর ছালাত ও এশার পরে চার রাক'আত নফল ছালাত ও জু'মআর পরে চার রাক'আত সুন্নাত ইত্যাদি *(ছহীহুত তারগীব হা/৫৮৪-৫৮৯; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭২৭৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) দিনের বেলায় যখন নফল ছালাত আদায় করতেন তখন চার রাক'আত ছালাত এক সালামে আদায় করতেন *(ফাতহুল বারী ২/৪৭৯)*। অতএব দিনের নফল ছালাত দুই রাক'আত করে আদায় করা উত্তম হ'লেও চার রাক'আত করে আদায় করাও জায়েয।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : জনৈক ব্যক্তি হোম মেড কেক বিক্রি করেন। সেক্ষেত্রে বিবাহবার্ষিকী ও জন্মদিনের কেকেরও অর্ডার আসে। এক্ষণে এসব বিদ'আতী দিবস পালনের জন্য

অর্ডারকৃত কেক বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-রোমান হোসাইন, নাটোর।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ এতে অন্যায় কাজে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : সুর করে বক্তব্য দেওয়া যাবে কি?

-মা'ছূম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যাবে। কেননা শ্রোতার অবস্থা বুঝে বক্তা খুৎবা দিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বক্তব্যের সময় কখনো এত বেশী রেগে যেতেন যে, তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত *(মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪০৭)*। আবার কখনো এত কোমল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তব্য দিতেন যে ছাহাবায়ে কেরাম কাঁদতে কাঁদতে নির্বাক হয়ে যেতেন *(তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫, নদ ছহীহ)*। সুতরাং বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১৯৯)*। নিঃসন্দেহে বক্তব্য হবে স্পষ্ট এবং শ্রোতার জন্য বোধগম্য ভাষায় ও সহজবোধ্য। সেটা কখনও সুরের মাধ্যমে, কখনও সুর ছাড়াই হ'তে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : আমার আব্বা সূদী ব্যাংকে চাকরি করতেন। হারাম জানার পর ছেড়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি পেনশনের জন্য আবেদন করার সুযোগ এসেছে। স্মর্তব্য যে, পেনশনের সাথে চাকরীর কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটা সরকারের পেনশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। তবে ঐ হারাম চাকুরী উপলক্ষ্যেই তিনি পেনশন পাবেন। এক্ষণে এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-ছাব্বির আহমাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত পেনশনের টাকা সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার জন্য ভোগ করা জায়েয হবে না। কারণ উক্ত টাকার মূল ভিত্তি সূদী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে উক্ত টাকা তুলে জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন কালভার্ট বা রাস্তা নির্মাণ, ইয়াতীম খানা পরিচালনা, কূপ খননসহ যেকোন জনহিতকর কাজে নেকীর আশা ছাড়াই খরচ করতে পারে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৩৮)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : জনৈক ব্যক্তি বাক্বী' গোরস্থান থেকে পাথর এনে নেকীর আশায় মসজিদের দেয়ালে স্থাপন করেছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-যুবায়ের আহমাদ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কিন্তু উক্ত পাথরে বরকত আছে মনে করাটা শিরক হয়েছে। যেমন ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার সময় বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে যদি আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহ'লে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না' *(বুখারী হা/১৬১০; মুসলিম হা/১২৭০)*। অতএব মসজিদে লাগানো উক্ত পাথরটি দৃশ্যমান হ'লে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। অথবা অন্য কিছু দিয়ে অদৃশ্য করে দিতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৬১) : আমার অতীত জীবনে অনেক ফরয ও সুন্নাত ছালাত ক্বাযা হয়েছে। এখন কি সেই ছালাতগুলো পড়তে পারব? পড়তে হলে তার নিয়ম কি?

-শাকিল যামান, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : নির্দিষ্ট কয়েক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে ধারাবাহিক ভাবে ক্বাযা আদায় করে নিবে। তবে অগণিত ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গিয়ে থাকলে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে খালেছ তওবা করবে এবং পরবর্তীতে আর কোন ওয়াক্ত ছালাত যাতে ক্বাযা না হয়, সে বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। আল্লাহ বলেন, 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয় তিনিই তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'খালেছ তওবাকারী ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তির ন্যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০, মিশকাত হা/২৩৬৩)*। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ওমরী ক্বাযা পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (২২/৬২) : ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থাকায় এসিযুক্ত মসজিদের ভিতরে কাতার পূরণ না করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জামা'আতে অংশগ্রহণ করলে ছালাত কবুল হবে কি?

-মুনীরুয্যামান ভুঁইয়া, ঢাকা।

উত্তর : সর্বাবস্থায় কাতারের সাথে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। কারণ জামা'আতের জন্য শর্ত হচ্ছে কাতারের সাথে কাতার মিলে থাকা এবং ইমামের আওয়াজ শুনতে পাওয়া। এক্ষণে বাধ্যগত অবস্থায় মসজিদের বারান্দায় একাধিক মুছল্লী ছালাত আদায় করলে জামা'আতে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪০৭; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২১২)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : ঋতু অবস্থায় ছালাত ও ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে হয়। কুরআন তেলাওয়াত থেকেও কি বিরত থাকতে হবে?

-শাহেদা, বগুড়া।

উত্তর : ঋতু অবস্থায় মুখস্থ বা কুরআন স্পর্শ না করে দেখে দেখে তেলাওয়াত করা জায়েয। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলা হাত মোযা পরে কুরআন স্পর্শ করেও তেলাওয়াত করতে পারবে। কারণ এটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২৩৮, ২১/৪৬০; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৯১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও অন্য দু'ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শৌচাগার হ'তে বের হয়ে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশত খেতেন। অপবিত্র অবস্থা ছাড়া তাঁকে কোন কিছুই কুরআন পাঠ হ'তে বিরত রাখত না *(নাসাঈ হা/২৬৫; আহমাদ হা/৮৪০, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : আমার প্রতি মাসে সাত দিন ঋতু হয়। আমি পবিত্র হয়ে নির্ধারিত ইবাদতসমূহ পালন করি। কিন্তু তিন চার

দিন পরে আবার রক্ত বের হয়। আমি ইস্তেহাযা ধরে ইবাদতসমূহ পালন করতে থাকি। এমতাবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারব কি?

-ফাতেমা আখতার, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : ইস্তেহাযা অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া যাবে। কারণ এটা ঋতু বা নেফাস নয়, যে অবস্থায় স্ত্রী মিলন নিষেধ করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২২২; নববী, আল-মাজমূ' ২/৩৭২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/২৪৬)*। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলেন, আমি একজন রক্তপ্রদর রোগীনী, কখনো পবিত্র হই না। আমি কি ছালাত ত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা একটি শিরা (হ'তে নির্গত রক্ত), ঋতু নয়। যখন ঋতু হবে তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। ঋতুর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে তোমার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/২২৮; মিশকাত হা/৫৫৭)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : মসজিদ কমিটি জুম'আর দিন জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করেছে। এটা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মালেক, নওগাঁ।

উত্তর : মসজিদের অন্তর্গত গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ইমামের অবস্থান থেকে নীচে বা উপরে, ডানে বা বামে পর্দার সাথে নারীরা ছালাত আদায় করতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইমামের সামনে কাতার চলে না যায় *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/২৯৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২১৩; আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩০০)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : আমরা জানি যে, জুম'আর দিন যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে প্রবেশ করে তাকে উট কুরবানীর ছওয়াব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সময়টা কখন থেকে শুরু হয়?

-আব্দুল খালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর : সূর্যোদয়ের পর ইশরাক্বের ছালাতান্তে জুম'আর দিনের উত্তম সময় শুরু হয়। কোন ব্যক্তি বা দল এ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে সে বা তারা উঁট কুরবানী করার ছওয়াব পাবে। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর থেকে খুৎবা পর্যন্ত সময়ের পাঁচটি স্তর থাকবে। প্রথম স্তর শুরু হবে সূর্যোদয় থেকে এবং শেষ স্তরের শেষ হবে ইমাম খুৎবায় উঠলে। এভাবে যারা আসতে থাকবে তারা ক্রমান্বয়ে হাদীছে বর্ণিত ছওয়াব পাবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৩৯৯-৪০৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/২৪৫; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/১৪০)*।

উল্লেখ্য, মসজিদে আগে প্রবেশ করা দ্বারা সর্বাগ্রে প্রবেশকারী কোন একক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা একটি সময়কে বুঝানো হয়েছে। যে সময়টি হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে যত মুছল্লী প্রবেশ করবে সকলেই ঐ পরিমাণ নেকী লাভ করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৪৬০-৬৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : কবরের উপর গাছ লাগানো যাবে কি? কবরস্থানের ফল মানুষ খেতে পারবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর : ইবাদত কিংবা বরকত মনে করে কবরের উপরে গাছ লাগানো বিদ'আত। কারণ রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কোন কবরের উপর বৃক্ষ রোপণ করেননি। তবে কবরস্থানের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ থাকলে বা মুছল্লীদের ছায়ার জন্য বৃক্ষ রোপণ করলে তাতে দোষ নেই। তাছাড়া কবরস্থানের বৃক্ষের ফল খাওয়াতেও কোন দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪০৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/০২)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : বিয়ের ক্ষেত্রে কুফূ বজায় রাখা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? মেয়ে যদি পরিপূর্ণ দ্বীনদার হয়; কিন্তু আর্থিক বা সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কমতি থাকে, তাহ'লে কুফূ না হওয়ার কারণে বিয়ে বাতিল করা পাত্রের জন্য জায়েয হবে কি?

-সাজিদুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সবকিছুই নির্ভর করবে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত পসন্দের উপর। যদিও দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে দ্বীনদারীর পাশাপাশি অর্থ ও বংশ মর্যাদা দেখা দোষণীয় নয়। কারণ সাংসারিক জীবনে আর্থিক ও মর্যাদাগত তারতম্য বেশী হ'লে মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার মেয়ে মুশরিক মেয়ের চেয়ে উত্তম। যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার পুরুষ মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম...*(বাক্বারাহ ২/২২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাধারণত মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয় তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বীন। তবে তোমরা দ্বীনদার মেয়েকে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত ধূলায় ধূসরিত হৌক *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমতা দেখে বিবাহ কর *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। এই সমতা বলতে ধর্মীয় ও চারিত্রিক সমতা বুঝানো হয়েছে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৪/২৭১; ছহীহাহ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। আর পাত্রের ক্ষেত্রে তার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট হও, তার সাথে বিবাহ দাও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*। এক্ষণে মেয়ের ধার্মিকতা থাকা সত্ত্বেও ছেলের পসন্দ না হ'লে অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : যদি কোন ব্যবসায়ী বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে এই শর্তে যে, তুমি অমুক দিন পর্যন্ত বাকীতে নিবে এবং কম হোক বা বেশী হোক সেদিন ঐ পণ্যের যে বাজারদর থাকবে সে অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে। এরূপ লেনদেন বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : মূল্য নির্ধারণ না করে এরূপ লেনদেন বৈধ হবে না। কেননা তা 'গারার' বা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা থেকে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩; মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : বিবাহের পরিকল্পনায় দীর্ঘদিন যাবৎ ছেলে-মেয়ের মধ্যে সবরকম সম্পর্ক হওয়ার এক পর্যায়ে হারাম

সম্পর্ক রাখবে না বলে ছেলে মেয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। এক্ষণে ঐ মেয়েটির করণীয় কি? সেকি ওয়াদাভঙ্গের অপরাধে উক্ত ছেলেকে বিবাহ করতে বাধ্য করতে পারবে?

-শরীফুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহের পরিকল্পনা নিয়ে কোন গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা হারাম। বরং বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখা বা জানাশোনা করে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিবে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন সম্ভব হ'লে তার এমন কিছু যেন দেখে নেয়, যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার পর তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে গোপন রেখেছিলাম। অতঃপর আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখি যা আমাকে তাকে বিয়ে করতে আকৃষ্ট করল। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করি' *(আবুদাঊদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬)*। উল্লেখ্য যে, অবৈধ সম্পর্ক চলাকালীন কৃত ওয়াদা পালনে আবশ্যকতা নেই। এক্ষণে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত অন্যায় সম্পর্কের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ তওবা করা এবং বৈধ পন্থায় বিবাহ করা।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : আমি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পিতা-মাতার সাথে একত্রে থাকি। স্ত্রী বারবার আলাদা হ'তে বলে। এমনকি সে সন্তান নিয়ে পিতার বাসায় চলে গেছে এবং পৃথক না হ'লে ফিরে আসবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এদিকে পিতা-মাতাকে ছেড়ে আলাদা থাকবো বললে তারাও এতে রাযী নন। কারণ তাদের অন্য কোন সন্তান নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে খুশী করার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে অবস্থান করা এবং সাধ্যমত সেবা করা। আর স্বামীর দায়িত্ব হ'ল পিতা-মাতার সেবা করা। এক্ষণে স্ত্রী কোনভাবেই শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে অবস্থান করতে না চাইলে স্ত্রীর জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা এবং পিতা-মাতার খেদমত করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্নশীল হওয়া স্বামীর জন্য কর্তব্য। সর্বোপরি পিতা-মাতা ও স্ত্রী সবাইকে শারঈ জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সংসার টিকিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। স্ত্রী অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে এবং ধর্মীয় বিধান পালনে অনীহা প্রকাশ করলে তাকে তালাক দিয়ে ধর্মপরায়ণ, আনুগত্যশীল মহিলাকে বিবাহ করবে *(কাসানী, বাদায়ে'উছ ছানায়ে'৪/২৩; রুহায়বানী, মাতালিব উলিন-নুহা ৫/১২২)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : আমি যে বিল্ডিং-এ থাকি সে বিল্ডিং-এ অনেকেই কুকুর পোষে। আর বিল্ডিং-এর ওয়াশিং মেশিনে সবাই কাপড় ওয়াশ করে। আমি যতটুকু জানি কুকুরগুলো তাদের মালিকের কাপড়ে কামড় দেয় অথবা লালা ফেলে বা চাটে। প্রশ্ন হচ্ছে- আমি কি সেই ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ওয়াশ করাতে পারব?

-শাহ মুমিনুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত মেশিনে কাপড় ওয়াশ করাতে দোষ নেই। কারণ এতে বিভিন্ন প্রকারের ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, যাতে কুকুরে লালা বা অপরিষ্কার জিনিস ধুয়ে যায়। তাছাড়া কুকুর কোন খাবারের পাত্রে মুখ দিলে বিশেষভাবে ধোয়ার কথা বলা হয়েছে, অন্যক্ষেত্রে নয়। যেমন কোন প্রশিক্ষিত কুকুর মালিকের জন্য পাখি শিকার করলে তা খাওয়া জায়েয *(মায়েদা ৪, বুখারী হা/৫৪৮৭; মুসলিম হা/১৯২৯)*। অথচ সেক্ষেত্রে শিকারকৃত পাখিকে বিশেষভাবে ধৌত করে নাপাকী দূর করার কথা বলা হয়নি *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৫৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/১৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : আমার পিতা প্রায়ই বলেন, নারী জাতি কোন জাতি না, নারী জাতিকে আমি মানুষই মনে করি না। এরূপ বলা কি সঠিক?

-আয়েশা ছিদ্দীকা, রংপুর।

উত্তর : এরূপ কথা বলা পাপ এবং মহাঅন্যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা নারীকে মা, কন্যা, বোন, স্ত্রী, খালা, নানী-দাদী ইত্যাদি পরিচয়ে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তারা মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে। অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) দো'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপচারিতার ভীতি প্রদর্শন করছি; ইয়াতীম ও নারী *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮; ছহীহাহ হা/১০১৫)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে স্বীয় পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম *(তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : মালয়েশিয়ায় সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার হওয়ায় এখানে শুক্রবারেও ডিউটি করতে হয়। ফলে জুম'আর ছালাতে যাওয়া সম্ভব হয় না। অফিসের কোন স্থানে বা বাসায় জুম'আ আদায়ের কোন বিধান আছে কি?

-তামীম বিশ্বাস, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

উত্তর : জুম'আ যেমন সমষ্টিগত একটি ইবাদত, তেমনি এটা ইসলামের একটি বড় নিদর্শন। সুতরাং যত্রতত্র জুম'আ কায়েম করা যাবে না। বরং মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করবে। সম্ভব না হ'লে যোহরের ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৭৮)*। তবে অত্র এলাকায় মসজিদ না থাকলে সবাই মিলে সাময়িকভাবে কোন গৃহে বা স্থানে একজনের আযান ও খুৎবা প্রদানের শর্তে জুম'আ ক্বায়েম করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজানা দায়েমাহ ৮/২১০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/১৪৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : কোন মহিলা ওযূ করার পরে যদি কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ তাকে দেখে ফেলে তাহ'লে তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : কোন পুরুষের দৃষ্টিতে পড়া নারীর জন্য ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। এতে ওযূ ভঙ্গ হবে না *(ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল*

ইসলামিয়া ১১/১৫১১)। তবে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : জামা'আতে ফরয ছালাতের পর সুন্নাত আদায়ের পূর্বে জানাযার ছালাত পড়া যরূরী কি? না সুন্নাত ছালাত শেষ করেও জানাযা আদায় করা যাবে?

-জামীলুর রহমান, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : জানাযার ছালাত ফরযে কিফায়া। আর ফরযে কিফায়া সুন্নাতের উপর অগ্রগামী। সুতরাং ফরয ছালাতের পরেই জানাযা শুরু হ'লে তাতে অংশগ্রহণ করবে এবং সুন্নাত ছালাত পরে আদায় করে নিবে। আর সুন্নাতের পর শুরু হ'লে সুন্নাত পড়েই অংশগ্রহণ করবে। তবে সুন্নাতের পূর্বেই জানাযা আদায় করতে হবে এমন কথা সঠিক নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৫৬; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আমার চাচা দীর্ঘদিন সন্তানের পিতা না হ'তে পারায় মানত করেছিলেন যে, সন্তান হ'লে ১০০ জন মানুষকে এক বেলা খাওয়াবেন। এক্ষণে সন্তানের আক্বীক্বার সময় আক্বীক্বার নিয়তে ১০০ জনকে খাওয়ালে মানত পূরণ হবে কি?

-মাসঊদ, কুমিল্লা।

উত্তর : পূরণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বিদ্বানগণ বলেন, মানতের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় হ'ল নিয়ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : সন্তানকে দুধ পান করার ক্ষেত্রে দুই বছর পার হওয়ার পরও যদি কোন কারণে খাওয়াতে হয় সেক্ষেত্রে মা গোনাহগার হবে কি?

-আরবিনা খাতুন, কলকাতা, ভারত।

উত্তর : মা তার সন্তানকে দুই বছরের পরেও দুধ পান করাতে পারে। আল্লাহ বলেন, জন্মদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। অর্থাৎ পূর্ণ দুই বছর শিশুর শরীর গঠনে মায়ের দুধ যরূরী। তবে এরপরেও যদি মা শিশুর কল্যাণের জন্য দুধ পান করায় তাতে কোন দোষ নেই। কেননা অত্র আয়াতে দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং সাধারণ মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পান করানো 'রাযা'আত' বা মায়ের দুগ্ধদানের পূর্ণ সময়। এরপর যা সে পান করাবে তা সাধারণ খাবার হিসাবে গণ্য হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৬৩ পৃ.)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে দু'বছরের কম-বেশী করা নির্ভর করবে সন্তানের লাভ-ক্ষতি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর *(কুরতুবী, বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। সেজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন দেড়বছর, মধ্যম দু'বছর ও সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন বছর *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৬০; ড. ওয়াহবাহ যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১০/৩৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) কি যুক্তি ও অহি একে অপরের উপর নির্ভরশীল বলে মত দিয়েছেন? কথাটি কি সঠিক?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)সহ সালাফী বিদ্বানগণের বক্তব্য হ'ল, বিশুদ্ধ ক্বিয়াস বা যুক্তি কখনো অহি তথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হবে না। অনুরূপভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কখনো বিশুদ্ধ ক্বিয়াস বিরোধী হবে না। ক্বিয়াস বা যুক্তি যদি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হয়, তাহ'লে জানতে হবে অবশ্যই তা ক্বিয়াসে ফাসেদ বা বাতিল যুক্তি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/১৭৬; আর-রিসালাতুল 'আরশিয়াহ ১/৩৫; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/১৩৩)*। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ درء تعارض العقل والنقل শিরোনামে ১০ খণ্ডের একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে অহি কখনও যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যুক্তি অহি-র উপর নির্ভরশীল। কারণ যুক্তি অস্থিতিশীল, যার পরিবর্তন আছে। কিন্তু অহি স্থায়ী, যার কোন পরিবর্তন নেই।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : তাসবীহ আঙ্গুলে গণনার ক্ষেত্রে প্রতি দাগে দাগে ১টি করে তাসবীহ গণনা করা কি সুন্নাত? না আঙ্গুলে যেভাবে ইচ্ছা গণনা করা যাবে?

-তাওফীকুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : যেভাবে সম্ভব হবে সেভাবে আঙ্গুলে গণনার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করবে। কারণ হাদীছে আঙ্গুলে গণনার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) ও তাক্বদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাববুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস) আঙ্গুলে হিসাব করে পড়বে। কেননা এগুলোকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে এবং কথা বলতে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা রহমত (অনুগ্রহের কারণ) সম্পর্কে উদাসীন থেকো না এবং তা ভুলে যেয়ো না *(তিরমিযী হা/৩৫৮৩; আহমাদ হা/২৭১৩৪; মিশকাত হা/২৩১৬)*। অতএব মুছল্লীর জন্য যেভাবে তাসবীহ গণনা করা সহজ হবে সেভাবে আঙ্গুলে গণনা করে তাসবীহ পাঠ করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২১/২৫৭-৫৮)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কে না জানে যে, দলীয় সরকার কখনই নির্দলীয় প্রশাসন উপহার দিতে পারে না। যদিনা তারা আল্লাহভীরু হয় এবং যেকোন মূল্যে নিরপেক্ষ ও সুবিচারক হয়। কিন্তু এদের বড় দলগুলির ব্যাপারে ভুক্তভোগীদের ও নির্যাতিতদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত করুণ! তাহ'লে প্রধান উপদেষ্টা কোন স্বার্থে এদের সাথে বৈঠক করে চলেছেন? এসব কারণে অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারের প্রতি গণমানুষের যে বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল, ইতিমধ্যে তা ফিকে হ'তে শুরু করেছে।

আমরা মনে করি, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। অতএব তারা গণভোট নিলে খুব সহজে এদেশে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যাতে জাতিসংঘের বৈঠকে গিয়ে পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে তিনি বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন, এটাই বাংলাদেশের সংবিধান এবং এটাই হৌক জাতিসংঘের সংবিধান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ
নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ
সোনামণির বাংলা বর্ণমালা
শিশু শ্রেণীর বই সমূহ
শিশুর আরবী
প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ
সহজ বাংলা
প্রথম ভাগ
দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ
দ্বীনিয়াত শিক্ষা
দ্বিতীয় ভাগ
তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ
সহজ ইংরেজী
তৃতীয় ভাগ
চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ
সহজ মীযানুছ ছরফ
অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ
বৈশিষ্ট্য সমূহ
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০
অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com
সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ
জাল হাদীছ রচনার পটভূমি
আদর্শ সন্তান গঠনে মহিয়সী মা
ইতিহাসের কালজয়ী কাহিনী
আমানতদারিতা
চিন্তার ইবাদত
অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 2, November 2024

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা

বুড়িচং বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে, আরাগ রোড, বুড়িচং, কুমিল্লা

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বালক-বালিকা শাখায় শিশু শ্রেণী হ'তে ছানাবিয়াহ (আলিম) শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

ফরম বিতরণ ১৫ই নভেম্বর, ভর্তি শুরু ২১শে ডিসেম্বর ও ক্লাস শুরু ৫ই জানুয়ারী

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
নাইট-কেয়ার

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদের নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলা।
- ইসলামী আক্বীদা-মানহাজ এবং হুকুম-আহকামের উপর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রদান।
- মেধাবী, উচ্চতর ডিগ্রিধারী, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক মণ্ডলী কর্তৃক পাঠদান।
- আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা তত্ত্বাবধান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থাপনা এবং মনোরম পরিবেশ।
- সাপ্তাহিক ইছলাহুল বায়ান (আঞ্জুমান)-এর মাধ্যমে বক্তব্য প্রশিক্ষণ ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা।
- হিফয বিভাগে হিফযের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়ে পাঠদান।
- মেধাবী ইয়াতীম ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

বিভাগসমূহ ▪বালক ▪বালিকা

- শিশু শ্রেণী হ'তে ছানাবিয়াহ (আলিম) শ্রেণী পর্যন্ত (পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীছ)
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ (বালক) ▪ ক্বায়েদা ▪ নাযেরা ▪ হিফয ▪ শুনানী

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

- ভর্তিতে বিশেষ ছাড় এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
- ছানাবিয়াহ শেষ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সঊদী আরব সহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন ও শিক্ষাবৃত্তি পেতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- হাদীছের মৌলিক কিতাবগুলোর দারস প্রদান।

ভর্তি ফরম:
সরাসরি অফিস কক্ষ থেকে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট
www.burichangsalafiamadrasha.com

যোগাযোগ : নাজমুল ইসলাম মাদানী (অধ্যক্ষ) (০১৭৫৮-১২২৭৪৯)
(০১৬১৭৯৯৪৩৮৯) (উপাধ্যক্ষ : ০১৩৩১-৩১৮৯১০) অফিস : ০১৭৮৩-৯৯৪৩৮৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক পরিচালিত

হাদীছ ফাউণ্ডেশন ইসলামিক একাডেমী

কাজলা, মতিহার, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৯-৯৪৯৩৩০।

পরিচালক : মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত
(হিফয ও সাধারণ বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত)

- ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর ২০২৪
- ভর্তি পরীক্ষা : ৫ই জানুয়ারী ২০২৫
- ক্লাস শুরু : ১৩ই জানুয়ারী ২০২৫

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়।
- শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
- সকাল ও বিকালে মক্তবের ব্যবস্থা।
- যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা।
- সর্বোচ্চ সিকিউরিটির জন্য সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা।

অহি-র জ্ঞানে আলোকিত হও! আদর্শ সমাজ গড়ার শপথ নাও!

নিজস্ব ক্যাম্পাসে পরিচালিত

এখানে যেকোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সহ শিশুদের জন্য সান্ধ্যকালীন কুরআন ও বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে